Ph.D.

সাওয়াতি উল ইলহাম:

একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ ফারুক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাওয়াতিউল ইলহাম:
একটি সমীক্ষা

GIFT

মোহাম্মদ ফারুক

382347

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাওয়াতিউল ইলহাম:

একটি সমীক্ষা

382347

Dhaka University Institutional Repository

সাওয়াতিউল ইলহাম:

একটি সমীক্ষা

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

382347

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মোহাম্মদ ফারুক

আরবী বিভাগ

Dhaka University Library
382347

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং তার বান্দাদের মধ্যে যাদের তিনি মনোনিত করেছেন তাদের প্রতি অনন্ত শান্তি বর্ষিত হোক। আরবী মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা। সর্বযুগে আরবী ভাষাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলণ শিক্ষা ও গবেষণা সঠিক ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে আরবী চর্চা কোন দিন বন্ধ হয়নি, এ পথ ধরে ১০০৪ সালে অনারব পন্ডিত আবুল ফায়েজ ফৈজী রচনা করলেন নুকতা বিহীন অক্ষরের সাহায্যে এক খানা তাফসীর–যার নাম দিলেন সাওয়াতিউল–ইলহাম (سواطع الالهام) এর নামের মধ্যেও কোন নুকতাওয়ালা অক্ষর নেই। যাকে তাফসীরে বেনুককাত বলা হয়।

প্রায় চারশত বছর হয়ে গেল এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা বলতে গেলে তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু এই গ্রন্থ আরবী ভাষায়! এমন আরবী ভাষায় যার সাথে ইতিপূর্বে বা পরে কেউই পরিচিত ছিল না। আরবী ভাষা প্রায় ২০০০ বছরের প্রাচীন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং পরে এমন অদ্ভুত অত্যাশ্চার্য গ্রন্থের সাথে কেউই পরিচিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ডঃ মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান উক্ত গ্রন্থের একটি সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন মনে করে এ কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করেন এবং তিনি এ কাজ সমাপ্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। প্রথম দিকে এ কাজ আমার নিকট অত্যান্ত দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। কারণ এমন ভাষার সাথে আমি কখনও পরিচিত ছিলাম না। তাছাড়া এমন কোন পন্ডিত ব্যক্তি পাওয়া গেল না যার সাহায্যে উক্ত গ্রন্থ থেকে অন্ততঃ দুটো লাইনের অনুবাদ সঠিক ভাবে আমি বুঝতে পারি। অবশেষে ধৈর্য না হারিয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে আমার এক অকৃত্রিম বন্ধু মোহাম্মদ ইউসুফ (সৌদি দূতাবাসে কর্মরত)–এর সহযোগিতায় অনেকগুলো পুরান এবং নতুন অভিধানের সমন্বয়ে একত্রে বসে এর পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করি। অবশেষে আস্তে আস্তে এর জট খুলতে শুরু করে। এ সমীক্ষা রচনার ব্যাপারে আমি অনেকের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, তিনি এই গবেষণার রূপরেখা তৈরীসহ সর্বপ্রকার মূল্যবান পরামর্শ ও শ্রম দান করেন। বস্তুতঃ তার উৎসাহ না পেলে আমি এ কাজে মোটেই অগ্রসর হতে পারতাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক অতি ব্যস্ততার মধ্যেও গবেষণার পান্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ.র.ম. আলী হায়দার আমাকে মূল্যবান উপদেশ দান করেন। আমি এদের সবার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

" SAWATIUL ILHAM" A critical Study

(সাওয়াতি উল–ইলহাম)

উপক্রমনিকা ঃ

সাওয়াতি উল–ইলহামঃ (سـواطـع الالـهـام) একটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ। পবিত্র কুর'আনের তাফসীর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ইহা ব্যতিক্রম ধর্মী রচনা। আরবী ভাষায় মোট ২৯টি বর্ণ মালার মধ্যে নূক্তা বিহীন মাত্র ১৪টি বর্ণের সাহায্যে যে সকল শব্দ গঠিত হয় কেবল সে সকল শব্দ দ্বারা এ গ্রন্থ রচিত। "سـواطـع الالـهـام" নামটির মধ্যে কোন নূক্তা যুক্ত বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ নেই।

যতদুর জানা যায়, আজ পর্যন্ত কোন আরব কি অনারব সাহিত্যিক এ ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হননি। এ বিরল গ্রন্থের রচয়িতা একজন অনারব পণ্ডিত আবুল ফায়েজ ফৈজী, যিনি দিল্লীর সম্রাট আকবরের সভাষদ ছিলেন। তারই সমর্থন ও সহযোগিতায় সম্রাট আবকর "দীনে–এলাহী" নামে নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন। তিনি এ গ্রন্থ রচনার পর সমকালীন গুণী ও জ্ঞানীদের সামনে তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত করেন। উপস্থিত সূধীজন এ ধরনের গ্রন্থ দেখে হতবাক হয়ে যান। অনেকেই ফৈজীর এ বিরল কৃতিত্ব অস্বীকার করে বলতে থাকেন নূক্তা বিহীন অক্ষরের সাহায্যে গঠিত শব্দ দ্বারা এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করা বিদ'আত"। এ কথা শুনে ফৈজী তৎক্ষনাৎ উত্তর দেন– আমার এ রচনা বিদা'আত হলে ইসলামের মূলমন্ত্র পবিত্র কালিমা–

"لا اله الا الله محمد رسول الله" ও বিদ'আত, কারণ এর মধ্যে কোন নূক্তা যুক্ত বর্ণ নেই। উপস্থিত সূধীজন এহেন উত্তর শুনে সভা মঞ্চ ত্যাগ করেন। এ গ্রন্থের নামের মধ্যে (সংখ্যা তাত্বিক মান) গ্রন্থ রচনার তারিখ এবং সূরা ইখলাসের তাফসীর (সংখ্যা তাত্বিক মান)–এর মধ্যে এ গ্রন্থ রচনা শেষ করার তারিখ লুকিয়ে আছে।

অদ্যাবধি এ গ্রন্থের কোন গবেষণামূলক মূল্যায়ন করা হয়নি। ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়ে এর বৈশিষ্ট্য বিষয় ও দৃষ্টি ভঙ্গীর দিক দিয়ে এর প্রকৃতি লেখকের পরিচিতি, আরবী সাহিত্যে এ গ্রন্থের স্থান ও প্রভাব ইত্যাদি আমরা এখানে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

* সংকেত সূচী
* প্রতি বর্ণায়ন তালিকা
* উপক্রমনিকা

১ম অধ্যায় ঃ গ্রন্থকারের পরিচয় ১৩

জন্ম স্থান ও সময়কাল ১৩
পিতৃ পরিচয় ১৪
গ্রন্থকারের মাতার পরিচয় ১৬
শিক্ষা দীক্ষা ১৬
কর্ম জীবন ১৮
গ্রন্থ রচয়ীতা হিসাবে ১৯
সমালোচনা গ্রন্থ ২০
চরিত্র ২০
মৃত্যু ২১

২য় অধ্যায় ঃ গ্রন্থের পরিচয় ২২

পরিচিতি- ১ মাত্র ১৪টি বর্ণের বাক্য দিয়ে গ্রন্থ রচনা- ২২
পরিচিতি- ২ নূক্তা বিহীন বর্ণ দ্বারা গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা সম্পর্কে- ২২
পরিচিতি- ৩ প্রচলিত নিয়মের বাইরে তাফসীর সাহিত্য- ২৩
পরিচিতি- ৪ সাওয়াতিউল ইলহাম নাম রাখা প্রসঙ্গে- ২৪
পরিচিতি- ৫ কিভাবে এমন গ্রন্থ লিখা সম্ভব হলো- ২৫
পরিচিতি- ৬ গ্রন্থ লিখার শুরু সম্পর্কে- ২৬
পরিচিতি- ৭ গ্রন্থ লিখার সময় বাদশাহের দূত- ২৬
পরিচিতি- ৮ গ্রন্থ সমাপ্তির স্থান- ২৭
পরিচিতি- ৯ গ্রন্থের মৌলিক পরিচিতি- ২৭
পরিচিতি- ১০ মোকাদ্দমা সম্পর্কে- ২৮
পরিচিতি- ১১ তাফসীর ও অন্যান্য ২৮
পরিচিতি- ১২ এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট যারা লিখেন- ২৯
পরিচিতি- ১৩ ساطعة সাতে আতুন সম্পর্কে- ২৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি- ১৪ গ্রন্থ লিখার হিকমত- ২৯

পরিচিতি- ১৫ গ্রন্থ আরম্ভ করার নিয়ম- ২৯

পরিচিতি- ১৬ তাফসীর শুরু এবং শেষ- ৩০

পরিচিতি- ১৭ তাফসীরের ধরণ প্রকৃতি- ৩০

পরিচিতি- ১৮ গ্রন্থের মধ্যে তাফসীরের বর্ণনা ৩০

পরিচিতি- ১৯ তাফসীরের নমুনা- ৩১

ইলমে তাফসীর সম্পর্কে গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি- ৩২

অসৎ আলেম সম্পর্কে আল্লামা ফৈজীর মন্তব্য- ৩২

মুফাচ্ছিরদের রীতিনীতি - ৩৩

ইলমে তাফসীর প্রথম শুরু ৩৪

সাওয়াতি -উল-ইলহাম ও ফৈজী সম্পর্কে -

সমকালীন মনীষিদের মতামত ৩৫

আল্লামা মোহাম্মদ আল হুসাইনী ৩৫

আল্লামা আবদ আল জাবেরী ৩৭

শায়খ্ কিরমান আল্লামা সুলায়মান ৩৭

আল্লামা সায়াদাত আশ্‌শামী ৩৮

৩য় অধ্যায় ঃ সমকালীন প্রেক্ষাপট ৪০

রাজনৈতিক ৪০

জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবর ৪২

জন্ম ৪২

বাল্যজীবন ৪২

সিংহাসন আরোহন ৪২

বৈবাহিক জীবন ৪৩

শেষ জীবন ৪৩

চরিত্র ৪৩

রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টিকারী দল ৪৫

রাজনৈতিক অঙ্গনে হিন্দুদের প্রভাব ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিকঃ ৪৬

সামাজিক রীতিনীতি ৪৭

হিন্দুদের প্রতি সম্রাটের নীতি ও আনুগত্যতা ৪৭

অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক জীবন ৪৯

অভিজাত শ্রেণীর পানাহার ৪৯

খাদ্যের পাত্র ৫১

বৈবাহিক রীতি-নীতি ৫১

শিক্ষা সংস্কৃতি ৫২

শিল্প সাহিত্য ৫৩

হিন্দী সাহিত্য ৫৪

সঙ্গীত ৫৪

স্থাপত্য শিল্প ৫৫

চিত্রকলা ৫৬

ধর্মীয় ৫৭

সম্রাট আকবরের ধর্ম নীতি ৫৭

প্রথম জীবন ৫৭

ইসলাম ধর্মের প্রতি আকবরের অনীহার কারণ ৫৮

যুগের প্রভাব ৫৯

দ্বীন-ই-ইলাহী ৬৪

ইসলাম ধর্মের সঙ্গে দ্বীন-ই-ইলাহী-এর বিরোধ ৬৫

ইসলাম ও মুসলমানদের দুরাবস্থা ৬৬

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রঃ) ৬৯

পরিচয় ৬৯

শিক্ষা জীবন ৬৯

কর্ম জীবন ৬৯

মৃত্যু ৭০

চারিত্রিক গুনাবলী ৭০

হযরত মুজাদ্দিদ (র.)-এর সাথে আবুল ফজল ও ফায়েজীর সাক্ষাত ও আনুগত্যতা ৭১

সংস্কার ৭২

অর্থনৈতিক ৭৪

সম্রাটের রাজস্ব নীতি অন্যান্য ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়	ঃ	**গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য**	**৭৮**
		পবিত্র কালিমা অনুসরণে-এর লিখন	৭৮
		১২৭ বার ساطعة 'সাতেয়াতুন' লেখার কারণ	৭৯
		এই গ্রন্থ সম্পর্কে আব্দুল আজিজ বিন জামালের মন্তব্য	৭৯
		গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আহমদ ইবনে -	
		মুস্তফা আল-হুসাইনির মন্তব্য	৮০
		গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ফুজাইল -	
		ইবনে জালালের মন্তব্য	৮১
		সাওয়াতিউল ইলহামে ব্যবহৃত আরবী	
		ব্যাকরণের নিয়ম- কানুন সম্পর্কে	
		সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলেম আলীর মন্তব্য	৮১
৫ম অধ্যায়	ঃ	**তুলনামূলক আলোচনা**	**৮৭**
		তাফসীর গ্রন্থ হিসাবে তুলনা	৮৭
		তুলনা মূলক তাফসীর	৮৯
		সূরা-ফাতেহা	৯০
		সূরা-তাহা	৯১
		সূরা- ইয়াসীন	৯২
		সূরা-কাওসার	৯৩
		সূরা-মাউন	৯৪
		সূরা-আল ইমরান	৯৪
		সূরা-আনাম	৯৫
		সূরা-ছোয়াদ	৯৬
		সূরা-হাদীদ	৯৭
		সূরা-বনি ইসরাইল	৯৯
		সূরা-বাকারা	১০০
		সূরা-বায়্যিনা	১০১
		সূরা-সাফ্ফাত	১০২
		সূরা- লাহাব	১০৬
		সূরা- হিজর	১০৮

Dhaka University Institutional Repository

		আরবী সাহিত্য হিসাবে তুলনা	১০৯
		জাহিলী সাহিত্যের সাথে তূলনা	১১২
		ইসলামী যুগ	১১৫
		উমাইয়া যুগের আরবী সাহিত্য	১১৯
		আরবী গদ্য সাহিত্য	১১৯
		আরবী পদ্য সাহিত্য	১২০
		আব্বাসী ও মোঘলযুগ	১২১
		মাকামা ও সাওয়াতি উল ইলহাম	১২৪
		আল্লামা হারীরির বর্ণনা	১২৬
		আব্বাসী ও পরবর্তী যুগে কিছু খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক	১২৭
		ওসমানী আমল	১২৭
		আব্বাসী ও পরবর্তী আমলে তাফসীর সাহিত্য	১২৮
		আধুনিক যুগ	১২৯
		পরিসংখ্যান	১৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	**আরবী সাহিত্যে এর স্থান ও প্রভাব**	**১৩১**
		স্থান নির্ধারণে আল্লামা শামীর মন্তব্য	১৩৭
		আরবী সাহিত্যে -এর প্রভাব	১৩৮
		উপসংহার	১৪০
৭ম অধ্যায়	ঃ	**পরিশিষ্ট**	**১৪১**
		সাওয়াতিউল ইলহাম মুসলিম উম্মাহ গ্রহন না করার পেছনে সম্ভাব্য কারণ	১৪১
		সামাজিক কারণ	১৪১
		ধর্মীয় কারণ	১৪২
		ভূমিকার ত্রুটি	১৪২
		ভাষাগত কারণ	১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

শব্দকোষ

নুক্তা বিহীন আরবী শব্দের বাংলা অর্থ

باب الالف	১৪৫
باب الحاء	১৫০
باب الدال	১৫০
باب الراء	১৫১
باب السين	১৫৩
باب الصاد	১৫৪
باب الطاء	১৫৬
باب العين	১৫৯
باب الكاف	১৫৯
باب اللام	১৬০
باب الميم	১৬১
باب الواو	১৬৮
باب الهاء	১৭০

আল্লামা ফৈজীর লিখিত سواطع الالهام
এর অংশ বিশেষ।
তথ্য সুত্র।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

(সাঃ)	সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম
(আঃ)	আলাইহিস সালাম বা আলাইহিমুসসালাম
(রাঃ)	রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনুহম
(রঃ)	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বা আলাইহিম
(আঃ)	আবদুল্লাহ্
(অনুঃ	অনুদিত
(অবঃ)	অবসর প্রাপ্ত
(বাঃ)	বাংলা
(হিঃ)	হিজরী
(খ্রীঃ)	খ্রীষ্টাব্দ
(ডঃ)	ডক্টর
(সং)	সংস্করণ
(খ.)	খণ্ড
(পৃ.)	পৃষ্ঠা
(ed.)	Edition
(Tr.)	Translation
(মা.আঃ)	মাদ্দাযিল্লুহুল আলী

দ্রষ্টব্য ঃ-

উপদেশী বাণী, গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম ইত্যাদির ব্যাপারে তাদের ব্যবহৃত বানান যথাসম্ভব অপরিবর্তীত রাখা হয়েছে। যে সকল আরবী শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার অংশ বিশেষ পরিনত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে। আরবী ফার্সী শব্দের বাংলায় অনুবাদ ও প্রতিবর্ণনায়নের ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে অসংগতি এড়ানো যায়নি। কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদও রয়েছে গেছে। এজন্যে পরিশেষে একখানা কঠিন আরবী শব্দের বাংলা অর্থ শব্দকোষ আকারে সংযোজন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন তালিকা

ء – ا	উর্ধ্ব কমা	ق – ك	ক
ب	ব	م	ম
ط – ت	ত	ن	ন
ث – س – ص	স	ي	য়-ই
ج	জ	و	ও-ভ
ح – ه	হ	ـَ	আ
خ	খ	ـِ	ই = ি
د	দ	ـُ	উ = ু
ذ – ز – ض – ظ	য	ا	আ = া
ش	শ	ـْ	= হস্ চিহ্ন
ر	র	ـّ	বর্ণদ্বিত চিহ্ন
ف	ফ	ث	ছ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ঃ

গ্রন্থকারের পরিচয় ঃ

গ্রন্থ –এর নাম ঃ সাওয়াতি–উল–ইলহাম "سواطع الالهام"

গ্রন্থকারঃ আল্লামা আবুল ফায়েজ ফৈজী।

জন্মস্থান ও সময়কাল ঃ ৯৫৪ইং সালে আগ্রায় জন্ম গ্রহণ করেন।

সে কালের আগ্রা শহর সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন ঃ–

ساطعة مولد محرر سواطع الالهام دار الملك ومصر العدل اكره حرسه الله وعصمه وهو مصر ممرع معمور ممطور واسع مسطح لا اطواد صدده ولا دهاد حامل الدوح والاوراد والاحمال والمعد واسع السحاسح والسكك والصرط وهواكرم الامصار ودسطا الممالك حاو للصوامع والمدارس محل العلماء والصلحاء واهل الوسع والعدم وما واهم له حصار الرواهص الحمراء المؤسس الموطر الطامح محكم والاياس مرصوص الصروح ممرد السطوح صاعد الصروح واسع الدور حوله سور سامك احاطه وسطه الدماء كدار السلام ماءه حلو رسلسل امرء هوءه مصلح للاعلاء ممد للاصحاءه سموم ولا حرور له.[১]

অর্থাৎ ঃ–গ্রন্থকার ইনসাফের নগরী আগ্রায় জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ এর হিফাজত ও রক্ষনাবেক্ষণ করুন। আগ্রা অত্যন্ত উর্বর এবং উন্নতশীল প্রশস্ত এবং বৃষ্টিপাতপূর্ণ শহর। অতি উঁচু ও নয় অতি নীচু ও নয়। বৃক্ষরাজি ও ফলে–ফুলে ভরপুর। প্রশস্ত রাজপথ অলি–গলি ও মাঠে–ময়দানে ভরপুর এ শহর।

সর্বোৎকৃষ্ট এ শহর উপাশনালয় ও শিক্ষাগার, বিদ্বান ও সৎ লোকের লীলা–ভূমি। সুরম্য–অট্টালিকা ও সুন্দর বাড়ী–ঘরে পরিপূর্ণ।

এ নগরী পুরু দেয়াল বেষ্টিত। এর মাঝখানে স্বর্গীয় খেলা ধুলার আয়োজন। এর পানি সুমিষ্ট, বাতাস স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগ মুক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী।[২]

---

১. সাওয়াতিউল ইলহাম-মোকাদ্দমা-পৃ. ৪ আবুল ফায়েজ ফৈজী, লক্ষ্ণৌ, সন-১৩০৪ হিঃ

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃ পরিচয় ঃ

শায়খ ফৈজীর পিতার নাম শায়খ মোবারক। ফৈজী ছিলেন তাঁর পিতার জেষ্ঠ্যপুত্র। নাগুরের অধিবাসী শেখ মোবারক এর পূর্ব পুরুষ, ইয়েমেন হতে এসে হিজরী নবম শতকে সিসস্থানে বসতি স্থাপন করেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হিজরী দশম শতকে শেখ মেবারকের পিতা হিন্দুস্থানে এসে নাগুরে বসতি স্থাপন করেন। তার কয়েকটি সন্তান একের পর এক মারা যায়। তিনি পরবর্তী সন্তানটির নাম রাখেন মোবারক। ৯১১ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

যুবক বয়সে তিনি গুজরাটে গমণ করেন এবং সেখানে খতীব আবুল ফজল এবং অন্যান্য ওলামা ও ইমামদের কাছে পড়াশুনা করেন। ৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আগ্রাতে বসতি স্থাপন করেন।

কথিত আছে, তিনি প্রায়ই তার ধর্মীয় অভিমত পরিবর্তন করতেন।[৪] সম্রাট আকবরের শাসন কালের শুরুতে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত হন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে একজন নকশবন্দী এবং অবশেষে রাজসভা যখন পার্সীদের দ্বারা পূর্ন হয়ে যায়, তখন তিনি শিয়া মতবাদের দিকে ঝুকে পড়েন। কিন্তু দর্শন যাই থাকুক না কেন, তিনি তাঁর সন্তানদের যে শিক্ষা দেন, তাতে দেখা যায় যে ফৈজী এবং আবুল ফজল পরবর্তীতে ভারত বর্ষের বিখ্যাত লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। সেই খ্যাতি প্রাপ্তি পিতা শায়খ মোবারকের ব্যাপক মেধার পরিচয় বহন করে। শায়খ মোবারক পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা চার খণ্ডে প্রকাশ করেন – তার লিখিত তাফসীরের নাম জামেউল কালাম (جامع الكلام)। জীবনের শেষের দিকে তিনি আংশিক অন্ধত্বে ভুগেছিলেন। তিনি ১০০১ সালে ১৭ই জিলকাদ ৯০ বসর বয়সে লাহোরে ইনতিকাল করেন।[৫] তাঁর ইনতিকাল সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন ঃ- ولما احم رواه العمر وعصر الدلوك ولاح صعود الروح وامد السلوك وسطع كلمال الامر وحسم الكل دعا اولاده واهل الولاء طر ووصاهم سدادا ودادا وصلاحا وسماحا ولما رحل ووصل احاط اللهم عموما وعم الصدور همموما وهرع العالم وعال الدهر وسال الدروع

---

৩. অনুবাদ আইন-ই-আকবারী-অনুবাদ, এইচ বালুম্যান-এম,এ ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৮-৪৯, ১৯৮৯ ২য় প্রকাশ।

8. It is said he often changed his Religious opineouns. The Ain-I-Akbari; p. 549

৫. আইন-ই-আকবারী ইংরেজী অনুবাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

وطال الهموع وسبح ماء السماء ومطر الركام حال موصه واكارم اهل الله وردوا صدده وماصحوه وحملوه روسا كحمل الملك السماء وصلوا علاه ورمسموه مرمس الطهر وود الملك الاعدل الاكرام ادم الله ملكه وعدله دار اولاده وسلاهم واهداهم وكرمهم وهو لعام معدود رحل سر اسرار الود ومدد عمره عدد كامل طهر الله وحه وعطره رمسه.[৬]

ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজন ও সন্তানদের ডেকে নসিহত করেন। তিনি মারা যাওয়ার পর স্বয়ং বাদশাহ এসে শেখ মোবারকের সন্তানদের সান্তনা দেন। শীর্ষস্থানীয় আলেমরা তার লাশ বহন করে তাঁকে দাফন করেন।

গ্রন্থকার তার পিতা শেখ মোবারকের প্রশংসায় বলেন ঃ-

والكل مكارم دعاء والوالد الواطد او حد الدهر موحد العصر الكامل المكمل الامام الهمام لاهل الكلام سطاع ولاهل الكمال سطام. كلامه لحامل حرم الورع كلاعكام. وعلمه لدوح اصول الصلاح كالعصر دام الواسل الواصل حمله وعلمه طود موطد وطم طام. موسر العلم موسع العمل ماحامه الوكس والاصرام. احكم الله اصول عمره مادام الطلع محاط اسمه صمم الساو وصمد للاسهام. وسمه واعلاء الكمام والاكمال[৭]

অর্থাৎ ঃ- কৃতকার্যতার সব টুকুই তার সম্মানিত পিতার দোয়ার ফসল। যিনি যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম, ইলমুল কালামের আলেমদের জন্য তিনি খুঁটি এবং আহলে কামালাতের জন্য ধারাল তরবারী স্বরূপ। তার বাণী তাক্ওয়াপুর্ণ লোকদের জন্য শক্ত রশি সাদৃস্য এবং তার ইলম মহাবৃক্ষরুপী শরীয়তের শাখা প্রশাখার মত। তার ধৈর্য্য ও জ্ঞান যেন অনড় পাহাড়। যেন তিনি জ্ঞানের ধনী, ব্যাপক কর্ম দৈন্যতা ও তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। আল্লাহ তাঁর জীবনাদর্শকে দীর্ঘজীবী করুন, যতদিন ফল ফুলের কুঁড়ি খোসা বেষ্টিত থাকবে ততদিন। তাঁর নাম ও খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে তিনি আমাদের নিয়তকে মজবুত করে দিন এবং তাঁর অবদান পূর্ণ করে দিন।

---

৬. সাওয়াতিউল ইলহাম, মোকদ্দমা, পৃ. ৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকারের মাতার পরিচয় ঃ

আল্লামা ফৈজীর মাতাকে (ام المكارمة) উম্মুল মুকারিমা বলে ডাকা হতো। এটা তার আসল নাম কি না সঠিকভাবে তা জানা যায় না। তবে তিনি সৈয়দ বংশীয়া, বুদ্ধিমতি, খোদাভীরু এবং সাহসী ছিলেন। তিনি নিজে সুন্দর চেহরা এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। স্বামীর জীবনের উত্থান পতনে তিনি ছিলেন সমান অংশীদার। বিশেষ করে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তার দু'সন্তান আবুল ফজল এবং ফৈজী মাতার কাছেই পবিত্র কুরআন মজিদ শিক্ষা করেন। আল্লামা ফৈজী মাতৃ পরিচয় দিতে গিয়ে পাকে রাসুল (সঃ)-এর বংশধর হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তার মাতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৮]

শিক্ষা-দীক্ষাঃ

আল্লামা ফৈজীর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে একথা ষ্পষ্ট যে, যুগ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শেখ মোবারক আপন সন্তানদের শিক্ষা গুরুর দায়িত্ব পালন করেন। ফৈজী প্রথমে তাঁর মায়ের কাছে পবিত্র কুরআন মজীদ শিক্ষার পর শেখ মোবারক পুত্রদ্বয়কে এর ব্যাখ্যা শিক্ষা দেন। সাথে সাথে ইলমে কালাম, উসুল, ফিক্হ, আকাইদ ও তাসাউফ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে গভীর জ্ঞান দান করেন।

বাল্যকাল থেকেই ফৈজী প্রতিটি কাজেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। যে কোন বিষয় একবার দেখলেই আয়ত্ব করার ক্ষমতা ছিল তার। মহান স্রস্টা অদ্ভূত স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন তাকে। একই কথা বার বার বলা তিনি কখনও পছন্দ করতেন না। সর্বদা নুতনত্বের প্রতি অসাধারণ আগ্রহ ছিল তার। জ্ঞান অন্বেষণ এবং বিতরণে তার জুড়ি ছিল না। কাব্য সাহিত্যে তার দখল ছিল অসাধারণ। তিনি আরবী, ফারসী এবং সংষ্কৃত ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। তার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে সাওয়াতি উল ইলহামে উল্লেখ আছে ঃ-

لما ولد محرر سواطع الالهام عام معدود محرر سر سواطع السداد ومحرر واحاط سواط سر الكل ودع المهد وادرك صلاح العهد علمه الوالدالوطد علم الحلال والحرام والاصول والكلام وحصل له صدرع العلوم

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

وكمال مراسمها هو الرسوم وهلهل الكلام والكلام واطلع عوالم السر والالهام وصار راسا لامراء الكلام وعلما للاكارم والاعلام. ولما سمعه الملك العادل واللملوك الكامل ارسل له صراطا اطوال رسوا مسرعا مع الحكم المطالع والطرس الرعراع وسعد المحرر لادراك السول وهرول ساعرا معدا الحصول الوصول محرما لحرام السرور ..... –[৯]

অর্থাৎ ঃ–

"سواطع الالهام" এর লেখক জন্মের পর যখন দোলনা ছেড়ে বৃদ্ধি মত্তায় পদার্পণ করেন, তখন সম্মানিত পিতা তাঁকে হালাল, হারাম, উসূল, কালাম শিক্ষা এবং আকাঈদ সম্পর্কিত শিক্ষা দান করেন। এ ভাবে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভের পর অদৃশ্য জগৎ ও ইলহাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমে তিনি আকাঈদ বিশেষজ্ঞদের শিক্ষক হয়ে উঠেন এবং প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিশানায় পরিণত হন। এরপর যখন ন্যায় পরায়ন বাদশাহ তার খবর শুনেন, তখন তাকে গ্রহণের জন্য লোভনীয় বার্তা দিয়ে দ্রুতগামী দূত পাঠান। সেই বার্তা নিয়ে গ্রন্থকার মহামতি বাদশার দরবারে মহা খুশীতে উপস্থিত হন। তখন মহামতী বাদশাহ ফৈজীর ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং তাকে সর্ব প্রকার মূল্যবান উপহারে ভুষিত করেন। সাথে সাথে বাদশাহ লেখক কে "ملك الشعراء" বা কবি সম্রাট উপাধিতে ভুষিত করেন। খোদার কসম করে বলছি সম্মানিত বাদশাহ লেখক কে এমন সম্মানে সম্মানিত করেন যা কোন যুগেই কোন বাদশাহ কোন লেখক /কবি কে করেন নি। বিনিময়ে কবি তার প্রশংসায় আত্ম নিয়োগ করেন এবং বাদশার নামে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ সবের মধ্যে ''সাওয়াতি উল ইলহাম '' সব চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ।

---

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন ঃ

আল্লামা ফৈজী সম্রাট আকবরের সভাষদ ছিলেন। তিনি সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুরাদের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু আকবর নামা ৩১১ পৃঃ উল্লেখ্য আছে যে, সম্রাট আকবরের তিন শাহজাদা সেলিম, মুরাদ ও দানিয়্যাল তার ছাত্র ছিল।[১০] ১৫৯১ সালে তিনি দাক্ষিণাত্যের গর্ভনর নিযুক্ত হন। কিন্তু তার এ পদ ভালো না লাগায় সম্রাট তাকে দরবারে ফিরিয়ে আনেন। তিনি আকবরের নুতন ধর্ম দ্বীন-ই-ইলাহী গ্রহন করেন এবং অভিযোগ করা হয় যে, ঐ ধর্ম প্রচারে তিনি একনিষ্ঠ সেবকের ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয় সমকালীন আলেম ও ওলামাদের সাথে তিনি বিতর্কে ও লিপ্ত হন।

আইন-ই-আকবরীতে ফৈজীর সম্রাটের সাহচর্য্য এবং তার রাজদরবারের মর্যাদা লাভ সম্পর্কে এ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন ফৈজী তার পিতার সাথে শায়খ আবদুন নবীর কাছে আসেন এবং ১০০ বিঘা জমির জন্য আবেদন করেন। তিনি কেবল প্রত্যাখাতই হননি বরং শিয়া মতবাদের প্রতি তার প্রবনতার জন্য সভাকক্ষ হতে অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হন। কিন্তু ফৈজীর সাহিত্য খ্যাতি আকবরের কাছে পৌছে ছিল। দ্বাদশ বছরে আকবর যখন চিতোর অভিযান করেছিলেন তখন আকবর তাকে সভায় ডেকে নেন। ফৈজীর আগ্রারাসী গোড়া শত্রুরা সভার এই আহবানকে ব্যাখ্যা করলে। বিচারের সমন হিসাবে এবং সে শহরের গর্ভনরকে সর্তক করে দেন যে, যেন ফৈজী পালিয়ে যেতে না পারেন। তখন গভর্ণর কিছু মোঘলকে শেখ মোবারকের বাড়ী ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ফৈজী তখন সেখানে ছিলেন না। অবশেবে ফৈজী সেখানে ফিরে এলে তাকে জোর করে সভায় আনা হয়। কিন্তু সম্রাট আকবর তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। খুব অল্প সময়ে ফৈজী আকবরের সার্বক্ষনিক সহচর এবং বন্ধুতে পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি শেখ আবদুন নবীর পতন ঘটাতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।[১১]

---

১০. দায়েরায়ে মায়ারেফ, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১০৮৮, প্রথম সংস্করণ।

১১. ইংরেজী অনুবাদ আইন-ই-আকবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে ঃ

গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে ফৈজীর ভূমিকা অনন্য। তিনি প্রায় ১০১ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এসবের মধ্যে "سواطع الالهام" সাওয়াতি উল ইলহাম সর্বাধিক আলোচিত এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ।

আল্লামা ফৈজী মহা-ভারত এবং অংক শাস্ত্রের বহু বই সংস্কৃত থেকে ফারসীতে অনুবাদ করেন। ফৈজীর পছন্দনীয় ৪৩০০টি গ্রন্থ সমৃদ্ধ একটি বিরাট লাইব্রেরী ছিল। তার মৃত্যুর পর সম্রাট সেটি রাজকীয় পাঠাগারের সাথে একীভূত করেন। ফৈজীর চিঠি-পত্রের বহু অনুলিপি এখনও বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

তার লিখিত "লিলাওয়াতি আজবাহাসেকার" শীষক গ্রন্থের অনূবাদ ১৮৮২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। John Toylor এর ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং উহা ১৮২১ খৃঃ বোম্বাই-এ প্রকাশিত হয়। শেখ ফৈজী তাঁর জীবনের ত্রিশ তম বছরে খামছা (خمس) বা পাঁচটি মহা কাব্য সংকলনের পরিকল্পনা করেন। তিনি এক্ষেত্রে নিজামির খামছাকে অনুসরণ করেন। প্রথমটি ''মারকাজুল আদওয়ার'' "مركز الادوار" ইহা ৩০০০ কবিতার সমন্বয়ে রচিত। নিজামির মাখজানুল আসরারের (مخزن الاسرار) এর অনুরুপ সৃষ্টি। তাছাড়া সুলাইমান ও বিলকিস এবং ন্যালদামান প্রতিটি গ্রন্থ ৪০০০ (চার হাজার) কবিতা নিয়ে রচিত। কাছরে শীরীন এবং "লাইলামজনু" অনুসরণে রচিত "হাফত পাইকার" এবং "সিকন্দার নামা"-র অনুসরণে ৫০০০(পাঁচ হাজার) কবিতা নিয়ে রচিত যথাক্রমে "হাফ্তকিস্ওয়ার ও আকবর নামা"। তার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর তখন তাকে "মালেকুশ্ শোয়ারা" (مالك الشعراء) বা কবি সম্রাট উপাধিতে ভুষিত করা হয়। তিনি যদিও খামছার (خمس) অংশ বিশেষ রচনা করেন কিন্ত পুরা পরিকল্পনাটি তখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এ সময় তার বয়স ছিল উনচল্লিশ বৎসর। সম্রাট আকবর তাকে উৎসাহিত করেন আরও অধ্যাবসায়ী হতে এবং "ন্যালদামান" গ্রন্থটি সম্পূর্ন করতে। অবশেষে আল্লামা ফৈজী ঐ বছরেই কাব্যটি শেষ করে তার একটি অনুলিপি সম্রাটকে উপহার দেন।[১২] তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ''সাওয়াতি উল ইলহাম''

১২.ইংরেজী অনুবাদ আইন-ই-আকবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

রচনার পুর্বে "المورد الكلام" নামে একখানা ধর্মীয় পুস্তক নুকতা বিহীন বর্নের সাহায্যে লেখেন ।[১৩] আল্লামা ফৈজীর কৃতিত্বের আরও একটি স্বাক্ষর হলো "ন্যালদামান" গ্রন্থ ।[১৪]

সমালোচনা গ্রন্থ ঃ

আল্লাহ ফৈজীর সমালোচনামূলক গ্রন্থের মধ্যে "أغز احمد" (আগাজ আহমদ) "هفت أسمان"(হাফ্তে আসমান) "مركز أدوان" , "آين اكبرى " আইন ই আকবরী অন্যতম। বিশেষ করে (Hassan Blachman Biograph notis)-এ এর কঠোর সমালোচনা করেন।[১৫]

চরিত্র ঃ

আইন ই আকবরীতে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে "كان هو كريم النفس مخير الانسان"। তিনি অত্যন্ত প্রশস্ত মনের অধিকারী এবং সুন্দরের পূজারী ছিলেন। তিনি সব সময় উত্তম পোষাক পরিধান করতেন।[১৬]

মৃত্যুর এক বসর পূর্বে রাসুল (সঃ) এর প্রশংসা করে তিনি একখানা পুস্তক রচনা করেন -যার মধ্যে বিগত দিনের ভ্রান্ত আকীদা ও লিখা হতে তাওবা করেন। কি কারণে তিনি তার নাম "فياضى" ছদ্য নাম ধারণ করেন তারও তিনি ব্যাখ্যা দেন।[১৭]

---

১৩. উক্ত রচনা সম্পর্কে আইন -ই- আকবরীতে বলা হয় - I have not seen a copy of this work. Itis confounded with the mawrid -L- kalam because the letter also is written benuqut Without the use of dottded letters. The Mawrid was printed at Calcutta in A.H. 1241 bythe professor of the Madrasha and Maulavi Mohmmad Ali of Rampur .It Contain sentences often pithy an the words Islam Salam Ilm-UL- kalam. Adam Muhanmad Kalam ullah etc. and possesses little in terest. Fayzi displays in it his lexicorgraphical ablities. (The Ain-i- Akbari H.Bloch Man. english Ten vol 1. p. 619 F.iv

১৪. ঐতিহাসিক বাদাউনি বলেন ঃ-Fayzi Naldaman (fornal daman contains about 4200 verses and was composed AH -1003 in The short space of five notes). It was presented to Akbar with a few Ashrafis اشرفى as nazar . It was put amoung the set of book read of caurt and Nagibkhan was appoented to read it out to his magisty it indeed a masnawi thelike of which for the last three hundred years not poet of Hindustan after Amir Khusraw of Dihli. Badaoni v ii. p. 296.

১৫. দায়েরায়ে মায়ারেফ, পৃ. ১০৮৮

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. বাদাউনী, তরজমা. পৃ. ৪৪২

Dhaka University Institutional Repository

আইন–ই– আকবরীতে তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, শায়খ আবুল ফয়েজ ফৈজী ছিলেন বিচক্ষণ, স্বাধীন চেতা, কর্মঠ, হাসি–খুশী স্বভাবের ও প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগকারী। তিনি সম্রাটের ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন। সে জন্য তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। সম্রাট তার জ্ঞানের মূল্য বুঝেছিলেন এবং এ জন্য তাকে কবি সম্রাট উপাধি দেন। তিনি প্রায় ৪০ বছর ফৈজী নামে লিখেন পরবর্তিতে স্বর্গীয় অনুপ্রেরনায় ফৈজী নাম বদলিয়ে তিনি ফাইয়াজী নাম ধারণ করেন। তার জ্ঞানের উপর তার অতুলনীয় স্বভাব এবং অভ্যাস দীপ্তি প্রদান করে ছিল। তিনি কয়েকটি শাখায় বিশিষ্ট ভাবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ফারসী ও আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার অনেক লেখার মধ্যে "সাওয়াতি–উল–ইলহাম" বা ''ইলহামের চমক'' কুরআনের তাফসীর। সেখানে তিনি এমন কিছু অক্ষর ব্যবহার করেছেন, যার কোন নূক্তা নেই। ''সাওয়াতি উল ইলহাম'' নামটির মধ্যে তার রচনাকালের তারিখ নিহিত রয়েছে।[১৮]

তিনি ধন সম্পদকে দারিদ্র উৎপাদন করার উপায় মনে করতেন। তার ঘরের দরওজা আত্মীয় ও আগুন্তক, বন্ধু ও শত্রু সবার জন্য খোলা ছিল। তার এলাকার দরিদ্রদের তিনি সুবিধা প্রদান করতেন না। যেহেতু তিনি সহজে সন্তুষ্ট হতেন না তাই তিনি তার রচনার সম্পর্কে কোন প্রচার করতেন না এবং কখনও অতি উচ্চ কপালে অনুরোধের হাত ছোয়ান নাই। তিনি তার নিজের প্রতি কখনও মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নি। তিনি যেমন জ্ঞানী তেমন সু–চতুর ছিলেন। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, তাই তিনি তার কার্য্যের প্রতি ছিলেন প্রশংসায় অনাগ্রহ এবং চাতুর্য প্রদর্শনেও অনীহ। তিনি দার্শনিকতার গভীর জ্ঞানে পূর্ণ ছিলেন। তিনি যা চোখ দিয়ে দেখতেন, তা তার হৃদয়ের মধ্যে পুষ্টি যোগাত। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র গভীর ভাবে অধ্যায়ন করতেন এবং গরীব লোকদের বিনা মূল্যে উপদেশ প্রদান করতেন।

মৃত্যুঃ–

ফৈজী হাপানিতে ভুগছিলেন। ১০০৪ হিঃ ১০ই সফর মোতাবেক ৫ই অক্টোবর ১৫৯৫ সাল ৫০ বছর বয়সে উচ্চ রক্ত চাপের দরুন তিনি আগ্রায় ইনতেকাল করেন। তার মৃত্যুর তারিখ ''ফৈজী এ আজদ'' শীর্ষক কবিতার মধ্যে লিখিত পাওয়া যায়।[১৯]

---

১৮. আইন–ই–আকবারী, ভলিউম–১, পৃ. ১৮

১৯. দায়েরায়ে মায়ারেফ, পৃ. ১০৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায়
গ্রন্থের পরিচয়

পরিচিতি–১

আরবী বর্ণমালার সংখ্যা–২৯টি। এর মধ্যে নুক্‌তা যুক্ত ও নুকতা বিযুক্ত দু ধরণের বর্ণ রয়েছে। নুকতা যুক্ত বর্নের সংখ্যা ১৫টি আর বাকী ১৪টি নুকতা বিযুক্ত। শুধূ মাত্র নুকতা বিযুক্ত বর্ণ দিয়ে যে সব শব্দ গঠিত হয়, কেবল সে সব শব্দ দিয়েই রচনা করা হয়েছে سواطع الالهام বা ঐশী বাণীর বিচ্ছুরণ ।

পরিচিতি–২

কেন তিনি নুক্‌তা বিহীন বর্ণ দিয়ে লেখার ইচ্ছা পোষন করেন এ প্রসংগে আল্লামা ফৈজীর মন্তব্যঃ

لما طار اسم المحرر حوم الدهر وحام وكساه الطالع ملحم العلم موسع الاكمام. واراد اولو الكمال مرأه وارواع كلامه ورام. سدد المسطر وحرك مرسام واسال المداد كما هطل الركام. وصور كلمه عوطل * مع روع مسرع مسحل كهام واما لاكمل الكلام واكرم اللكلام لا اله الا الله محمد رسول الله .وهو مدار الامر وملاك الاسلام وامل ماصلا رسعا للاسلام وسرع. لسطره اسحارا وأصالا عدوالعوام ولا كماله كما هو مصور الصدر وملهم السر ركع وصام وكل امرء رواه اهمالا ولا اهمال له حار ٢٥وهام–

অথ্যাৎ ঃ গ্রন্থকারের খ্যাতি যখন চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে এবং সৌভাগ্য যখন তাকে পরিপূর্ন জ্ঞানের আসনে উপবিষ্ট করে, তখন সম্মানিত ব্যক্তিরা তাকে দেখার এবং তার বিখ্যাত বাণী জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাদের আকাঙ্খা পুরণে তিনি সুযোগ্য লেখনি তুলে

---

২০. صور كلمه عواطل ঃ عواطل বহু বচন, এক বচনে عاطلআভিধানিক অর্থ সম্পদ ও সাহিত্য বিহীন ব্যক্তি। কিন্তু বাগালাতের ভাষায় عاطل অর্থ নুক্‌তা বিহীন বর্ণ দিয়ে বাক্য তৈরী যেমন ঃ– لا اله الا الله এর বিপরিত হলো حالى যেমন ঃ– فقبضت قبضة সবই নুক্‌তা যুক্ত। লেখক কেন তাঁর গ্রন্থে নুক্‌তা বিহীন عوطل অক্ষর ব্যবহার করেন তার উত্তর এখানে দেয়া হয়েছে যে, ইহা 'لا اله الا الله' এর সাথে সামঞ্জস্য পুর্ণ নুক্‌তা বিহীন হওয়ার ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

নেন। এবং নুক্‌তা বিহীন অক্ষর ব্যবহার করে মসি চালাতে শুরু করেন আর শব্দ সমষ্টি তীক্ষ্ণ মেধা ও শান্ত ভাষা সৌন্দর্য দিয়ে সাজান। তিনি নুক্‌তা বিহীন বর্ণে লিখতে শুরু করেন, যা মহা পরিপূর্ণ ও সর্বাধিক সম্মানিত বাণী "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"–এর সাথে বাহ্যিক ভাবে সামাঞ্জস্যপুর্ন । ''লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ'' এ কালিমা সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দু এবং ইসলামের মূল ।

গ্রন্থকার তার এ মহান কর্মের শুরুতে সদাসর্বদা অবস্থিত যে স্বত্তা, তাঁর সাহায্য কামনা করেন, যাতে ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করতে না পারে । এরপর রাত–দিন খেটে দ্রুত এ গ্রন্থ লেখতে শুরু করেন। আর পরিকল্পনা মোতাবেক ইহা পরিপূর্ণ করার মানসে নামাজ রোজা আদায় করেন। অবশেষে যারা এ গ্রন্থ দেখেন, তারাই হতবাক ও বিশ্মিত হন ।

পরিচিতি –৩

আরবী একটি প্রাচীন এবং উন্নত ভাষা। রচনা শৈলী, বাচন ভঙ্গি ছন্দের মাধুর্য ও অলংকারিত্যের বৈশিষ্টে এই ভাষার জুড়ি নেই। শব্দ সম্ভার সম্পর্কে বলতে গেলে আরবীতে ভাব প্রকাশের জন্য অন্য কোন ভাষার দ্বারস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমন কি কোন কোন শব্দের তিন শো এর বেশী প্রতিশব্দ রয়েছে। রচনাশৈলী ছন্দের মাধুর্য ও অলংকার লহরী যুক্ত সাহিত্য কর্ম সৃষ্টিতে আরবী ভাষার স্থান সবার শীর্ষে । কারন জ্ঞানের উৎস তথা – জ্ঞান বিজ্ঞানের সার্বিক তথ্য সমৃদ্ধ ভান্ডার সর্ব শক্তিমান আল্লাহর বানী পবিত্র 'কুরআন মজীদের' ভাষা আরবী ।

আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ার পর সব ধরনের উন্নত সমৃদ্ধ সাহিত্য কর্মের মান উতরে গেছে। প্রদীপ্ত দিবাকরের কাছে যেন হারিকেনের আলো আপন অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছে।

যে ভাবেই চুলচেরা বিশ্লেষন ও বস্তু নিরপেক্ষ মুল্যায়ন করা হোকনা কেন আরবী ভাষা আপন প্রতিভা বলে বিশ্ব ভাষা সাহিত্যের দরবারে আপন স্থান দখল করে আছে এবং থাকবে চিরকাল। আপন বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান এ আরবী ভাষায় কুরআনের অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রণীত হয়েছে। এ সব তাফসীর গ্রন্থ নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। কোনটি বর্ণনামূলক ও বিস্তারিত কাহিনী ভিত্তিক, কোনটি ফিক্‌হ্ ভিত্তিক, আবার কোনটি উচ্চমানের সাহিত্য ভিত্তিক রচনা। বিষয় ও আলোচ্য সূচীর তারতম্য থাকলেও লিখন রীতি ও রচনা শৈলীর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। প্রচলিত নিয়মের বাইরে উচ্চমানের সাহিত্য রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যাওয়া পন্ডিতবর্গের সংখ্যা খুব-ই কম। তবে তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল ফায়েজ ফৈজী লিখিত 'সওয়াতি উল ইলহাম' একটি অনন্য সাধারণ সাহিত্য গ্রন্থ যা তার এক অসামান্য প্রতিভার অন্যতম সাক্ষর।

পরিচিতিঃ ৪

এ গ্রন্থের নাম "سواطع الالهام" সাওয়াতি উল ইলহাম" কেন রাখলেন এ প্রসংগে "مقدمة سواطع الالهام"-এ বলা হয়েছে ঃ

ولماالهمه الله الهاما ساطعا سماه سواسطع الالهام وهو لسماه احمد الاسماء واصلح الا علام- واول سور اوله وسلك درر ماوله اواسط المحرم الحرام- وصدد دراسرار السماء عددالعلم علم الله ماهو لحصول الحطام ووصول الدرها اللهم سهل الامر ومهل الحمام واصح امم المصامد وامد المصام-

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এ কিতাবের বিষয়বস্তু তার অন্তকরণে ভোরের আলোক রশ্মীর মত ঢেলে দেন সেহেতু তিনি এর নাম "سواطع الا لهام" "বা ইলহামের রশ্মী" রাখেন। আর এ নাম এই গ্রন্থের ব্যাপারে যথার্থই প্রশংসনীয় নাম। তিনি মুহাররম মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই তাফসীর গ্রন্থের প্রথম সুরার তাফসীর লেখা শুরু করেন। এ সময় তিনি এরূপ দোয়া করেনঃ হে আল্লাহ! তুমি একাজ কে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং মৃত্যুকে বিলম্বিত করে দাও।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি ঃ ৫

এ গ্রন্থ লেখার পুর্বে গ্রন্থকার শরীয়তের জ্ঞানে সমৃদ্ধ "الورد الكلام" নামে একখানা পুস্তিকা রচনা করেন, যা ছিল নুক্তা বিহীন। যখন তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে এ কাজ শেষ করেন, তখন তিনি মহাগ্রন্থ আল –কুরআনের তাফসীর নুক্তা বিহীন বর্ণ দিয়ে লেখার ইচ্ছা পোষন করেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় পরিস্থিতি তার অনুকুলে ছিল না। এ কাজ তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। তিনি অস্থিরতার সাথে নিরাশ না হয়ে কয়েক বছর কাটান। পরে তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হন এবং আল্রাহ পাক এ কাজকে পরিপূর্ন করা তার জন্য সহজ করে দেন। এ জন্য তিনি এ গ্রন্থের নাম রাখেন "سواطع الا لهام" বা ইলহামের বিচ্ছুরণ।

এ প্রসংগে সাওয়াতি উল ইলহামে তিনি এ কথা নিম্নোক্তভাবে বলেন–

ساطعة املاء المحرر اول الامر طرسا مملو الحكم والاسرار محمود الاعلام والاحرار مسددا المصالح امور المعاد موسسا مرصرصا الاساس الصلاح والسداد كله مدلول كلام الله ورسوله علاه السلام ومجعول طروس العلماء واهل اصوله حاو لصروع العلوم والحكم طاو لمواد ما هو المسطور المحكم لكلها المصادر الاصول وما هو الملمع المحسول للعمول وصار علما كلا عصار والادواد اسمه موارد الكلام سلك درر الحكم وعدد اسمه عام رسمه موارده محال ورود احكام الاسلام كلمه محاطا اسرار عالم الالهام كلها عواطل اوردها اهمالا وسهل الله اكماله ولما اكمله واراد املاء ماول كلام الله كله ساعده العهد وراه امرا عسرا كلمحال وهام وحار راصدا مؤملا صامودا ولما مر أعوام الهمه الله وسهل امره املاء ساطعا مسلسلا مكملا وسماه سواطع الالهام وهو اسم اروع الدال والمدلول ما كرر اصلا كمسماه–[২১]

২১.সাওয়াতিউল ইলহাম, মোকাদ্দমা, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি ঃ–৬

আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রন্থকার যখন গ্রন্থ লেখার ব্যাপারে ইলহাম প্রাপ্ত হন, তখন তার পিতা (শায়খ মোবারক) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং এ ইলহামকে আল্লাহর সর্বোত্তম সন্তুষ্টি হিসেবে মনে করেন । এর পর গ্রন্থকার গ্রন্থের কিছু অংশ রচনার কাজ যখন সম্পন্ন করেন তখন তার পিতা তা দেখেন এবং পরিপুর্ণ করার তাউফিক দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ তালার কাছে তার জন্য দোয়া করেন । যখন গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রথম অংশ রচনার কাজ শেষ করেন তখন তার শুরুতেই তিনি নিম্ন বর্ণিত ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা করলেন "الحمد لله كما هو رسم الرسام"

তাঁর পিতা এ প্রসংশার ভাষা এভাবে সংশোধন করে দেন–

" احامد الحامد ومحامد الاحامد لله" ফয়েজী এতে ফয়েজী অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পিতার এ সংশোধনীকেই তিনি গ্রন্থের প্রথমে স্থান দেন।

সাওয়াতি উল ইলহামে এ কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ–

المحرر لما الهمه الله املاء سواطع الالهام صار الوالد مرحا سرورا وعده اكرم الاباء ولما حرر المحرر كردوسا وسمعه الوالد وراه مدحه مدحا كاملا ودعاله اكمالا سلاما وسرورا ولما سود سدسه صار الوالد حامدا الله مادحا للمحرر كمال المدح. وكما سطر محرر اوالطرس وصدره وهو حامدا ومصلى واورد اول الكلام، الحمدلله كما هو رسم الرسام. ورأه الوالد حوله اصلاحا وارد وسه. احامد المحامد ومحامد الاحامد لله. والمحرر مرح وسطر كما اصله الوالد. مقدمة سواطع الالهام

পরিচিতিঃ ৭

গ্রন্থকার বলেন ঃ যখন আমার এ গ্রন্থের এক ষষ্ঠাংশ লেখা শেষ হয়, তখন বাদশাহের দুত এসে আমাকে তাঁর দরবারে নিয়ে যায় এবং পুরো এক বছর ও কিছু সময় এমনি ভাবেই অতি বাহিত হয়ে যায়। এরই মধ্যে পিতার অসুস্থতা এবং ইনতিকাল আমাকে ব্যাথিত করে তুলে। অবশেষে প্রায় দু'বছর পর আমি এ গ্রন্থ লেখা শুরু করি এবং আল্লাহর ইচ্ছায়

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্ত করি। এ কথা সাওয়াতি উল ইলহামে এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ-

..... ولما كمل سدسد ارسله الملك العادل دام ملكه روسولا لاداء حكمه المعطاع وامره المعمول ورحل المحرر وصار صراطا اطول واطوادا ومهامه وطواها عامرا سالما مامورا مطارحا لامره مع الارداء والمحامل والرواحل والدول وح مع سلوك المسالك والمراحل وصروع المهام اهم اموره وصراح مهامه املاء سواطع الالهام ومر سلوكه حول كامل وكسر واحم اكماله وصدر وعاد وادرك الوالد الوالد اكرمه
ودوروده السار وسمع ما سطر وحمد الله وامل اكماله .২২

পরিচিতি ঃ ৮

এ গ্রন্থটি লেখার কাজ তিনি লাহোরে সমাপ্ত করেন। এ সময় প্রসঙ্গে লেখক লাহোরে অবস্থান করেন। লাহোর পর্যটকদের তীর্থ ভূমি, বহু আলেম ওলামার জন্ম ভূমি, শ্রম জীবী চাষীদের আবাস স্থান। এর প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মাহমুদ গজনবী।[২৩] এ প্রসংগে সাওয়াতি উল ইলহামে এরূপ বর্ণিত আছে-[২৪]

سواطع الالهام طرس مسدد الكمله الله الهاما وسعدا ومحل اكماله دار الكمال والاكمال لاهور ومصر معمور واسع اطول مولد العلماء والكمل محط الرحال مركد اهدالكد واكدح ممر اهل السلوك اصلع لعساكر الملك المملوك عمر ساحل الداماء عهد العادل محمود وموسسه مملوك ومودوده مرمسه-

পরিচিতি ঃ ৯

গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮০ (সাত শ আশি) ৯৯৯ হিজরী সনে তিনি এ গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন এবং ১০০২ হিজরী জমাদি-উল -উলা মাসে লাহারে এর রচনা শেষ করেন।গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩০৪ হিজরী জমাদি-উল-উলা মাসে। প্রকাশকঃ আশ্রাফ আলী ছাহেব, মুদ্রণেঃ নাওলকিশুর, লক্ষ্ণৌ। গ্রন্থটি এক ভলিউমে, মজবুত চামড়ার বাধাই, এর দৈর্ঘ্যঃ ১৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ ইঞ্চি পুরোস্ত ২.৫০ আড়াই ইঞ্চি।

---

২২. প্রাগুক্ত পৃ. ৮
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি ঃ ১০

এই গ্রন্থে দুটি মোকাদ্দমা (مقدمة) এবং তাফসীর ও পরিশিষ্ট আছে।

১ম মোকদ্দমায় বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহর প্রশংসা, রাসুলের প্রশংসা, গ্রন্থকারের পিতার প্রশংসা, তাফসীর লেখার পরিবেশ, গ্রন্থকারের ভাই আল্লামা আবুল ফজলের প্রশংসা, গ্রন্থের নাম করণ, বাদশাহের প্রশংসা, বাদশাহের সন্তানদের প্রশংসা, নিজের প্রশংসা, মায়ের প্রশংসা, গ্রন্থ লিখার প্রতিবন্ধকতা এবং গ্রন্থের প্রশংসা।

২য় মোকাদ্দমায় বর্ণিত হয়েছে ঃ গ্রন্থ লেখার মুল উদ্দেশ্য রাসূলদের (সঃ) প্রেরণের কারণ, শেষ নবী (সঃ) এর বিশেষ প্রশংসা। ইলমের মহত্ব, ইল্‌ম বিহীন মানুষ এর কথা। খারাপ আলেমদের বৈশিষ্ট্য তাফসীর এবং মোফাসসীর এর অর্থ, তাফসীর করার নিয়ম পদ্ধতি। এরপর সংক্ষিপ্ত আকারে উসুলে তাফসীরের বিষয় বস্তুর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।।

দ্বিতীয় মোকাদ্দমার শেষাংশে তিনি এ বলে দোয়া করেন ঃ-

اللهم اسألك صالح الاعمال ومصالح الامال مادام مد الدهور وكر الاحوال والمامول اصلاح الكلام وهو اصلح واوامر الكرام واسلم مراسم الاسلام وهااصدر ما هو المعمود والمراد ممردا مؤردا لمدلول كلام الله وماول كلمه وحاصل اسراره وهو الملهم للسداد والمد للمداد - سواطع الالهام . صفحة-٢٠

হে আল্লাহ! তোমার কাছে নেক কাজের তাওফিক চাই এবং মংগল সমূহ কামনা করি, যতদিন এ যামানার প্রবাহ চলবে। তোমার নিকট সৎবাণী সমূহের তৌফিক চাই যা সম্মানিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে কাম্য, যা ইসলামের মূল শিক্ষা।

আমি এখন শুরু করছি, যা আমার ইচ্ছা আল্লাহর কালামের তাফসীর । কেননা তিনি সৎ কাজের যথার্থতা দানের ইলহামকারী এবং তিনি লেখা শেষ করার তৌফিকদানকারী।

পরিচিতি ঃ ১১

১ম মোকাদ্দমা এবং দ্বিতীয় মোকাদ্দমার পর একুশ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে ৭২৭ (সাত শত সাতাশ) পৃ. পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের তাফসীর করা হয়েছে এবং ৭৫৩ পৃ. থেকে ৭৭১ পৃ. পর্যন্ত নুকতা বিহীন কঠিন শব্দ গুলোর যথার্থ অর্থ, নুকতা যুক্ত আরবী শব্দ ব্যবহার করে অভিধান আকারে দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত – ১২

গ্রন্থটির পরিশিষ্ট লেখেন যথাক্রমে আল্লামা মুহাম্মদ আল–হুসাইনী, আল্লামা জাবেরী, আল্লামা সুলাইমান, আল্লামা নূরুল্লাহ হুসাইনী, আল্লামা আবদুল আজীজ বিন আব্দুল আজিদ জামালুল্লাহ, আহমদ বিন মোস্তফা শরীফ, আমানুল্লাহ বিন গাজী সেরহিন্দী, আল্লামা যোহরী, আল্লামা হায়দার রাফেয়ী তাবে–তাবেয়ী মোহাস্মায়ী এবং নুকতা বিহীন শব্দের সাহায্যে পরিশিস্ট লেখন আল্লামা আবদুর রাজ্জাক।এঁরা সকলেই সমকালীন যুগশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থটির পরিশিষ্ট মোট ১১টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ থেকে অষ্টম ভাগ পর্যন্ত উপরোক্ত মনীষীগণ গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্পর্কে খুটি নাটি তথ্যসহ বহুল প্রশংসা করে পরিশিষ্ট শেষ করেন।

পরিচিত ঃ ১৩

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভুমিকার প্রতিটি বাক্যের শুরু এবং শেষ করেছেন "ساطعة" শব্দ দ্বারা প্রত্যেক "ساطعة" শব্দের পরেই গ্রন্থকার পিতা, মাতা, ভাই, বাদশাহ, বাদশহ–এর পুত্র এদের প্রশংসা করেছেন।

পরিচিতি ঃ ১৪

গ্রন্থকার ১১৪টি সুরাকে এক একটি অধ্যায় হিসাবে বর্ণনা করেন। ১১২ তম অধ্যায় সুরা এখলাস এর বর্ণ সমষ্টির সংখ্যাগত মানের মধ্যে তিনি অত্র গ্রন্থ লিখার সামাপ্তির তারিখ লুকিয়ে রাখেন। আইনে আকবরীতে এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৫]

পরিচিতি ঃ ১৫

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা তিনি এ ভাবে লেখা শুরু করেন ঃ–

هو الله لا اله الا هو أدم الاسماء كلها، اللهم لك الحمد لما كمل رسم طرس مكمل هو لصدع كلام الله اصرح ماول سماه عالمه الهمام سواطع الالهام العالم الطمطام والكامل الهمهام ابو الفيض فيضى صححه العلماء الاعلام والكملاء الكرام.

---

২৫. The Ain-i- Akbari -v-1,FN-p. 619

Dhaka University Institutional Repository

সর্ব শেষে নিম্নোক্ত ভাবে তিনি গ্রন্থ লেখা শেষ করেন ঃ-

الهم احرص كلمة عما عمل لصوص اللدواورد امره موارد مسامع اهل الود واعصم سطوره مما هرطه هؤلاء الاعداء الحساد وحول دوره عم ادروه سلك الكساد واعد محرره معصوما مودودا حاما مهللا وللك الحمد دهورا حمدا صاعدا مصعدا اكاملا مكملا.* تمت

পরিচিতি ঃ ১৬

প্রারম্ভিকা শেষে সুরা ফাতিহা থেকে তিনি তাফসীর লেখা শুরু করেন এবং ধারাবাহিকভাবে ১১৪টি সুরার তাফসীর লেখেন।

পরিচিত ঃ ১৭

তাফসীর এর ধরন প্রকৃতিঃ

সূরার নাম প্রথমে লেখে তার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখেছেন। তারপর আয়াত/ আয়াতের অংশ বিশেষ এর অত্যন্ত সুন্দর সাবলীল ভাষায় এর অর্থ প্রকাশ করতে চেষ্ট। করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে নুক্তা বিহীন শব্দ চয়ন করতে গিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন তবে ব্যাকরণের জটিল নিয়ম কানুন নিয়ে খুব একটা মাথামাথি তিনি করেননি। আয়াত/ আয়াতের অংশের তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন রকম দলীল পেশ করেন নি। এমন কি কোন একটি সূরার শানে নুযুল ও তিনি বর্ণনা করেন নি।

পরিচিত ঃ ১৮

গ্রন্থকার "সাওয়াতি উল ইলহাম" নামক গ্রন্থে কি লিখবেন এবং এর প্রকৃতি কি হবে সে সম্পর্কে বলেনঃ

اعلموا رهط رؤساء العلوم والعلماء الاعلام احرر مدلول الكلام كلام الله الملك العلام، وارسم محصول ما اوله الكلم وحاوله الكرام واحكم ماول سوره ومدلول دواله كمال الاحكاء والاحكام، واسطر ما هو اصل المروم وأس المرام- سواطع الالهام

صفحة- ৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঃ – "স্মরণ করুন হে জ্ঞানী– গুনীবৃন্দ, আমি মহা–পরাক্রমশালী মহা–জ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী লিপিবন্ধ করছি এবং সম্মানিত ব্যক্তিগণ যা ব্যাখ্যা করেছিলেন তারই মূল বক্তব্য উল্লেখ করছি। আমি দ্যর্থহীনভাবে সুরা সমূহের বর্ণনা করবো এবং বর্ণনায় শুধু উদ্দেশ্যই স্থান পাবে"

প্রথমে তিনি একটি আয়াতের অংশ বিশেষ নিয়েছেন তার পর সহজ অর্থ জ্ঞাপক শব্দ দ্বারা এর অর্থ প্রকাশ করেছেন। একই শব্দের একাধিক অর্থ করেছেন এক্ষেত্রে (مرادف) সমার্থক গ্রহণযোগ্য শব্দ বেশী চয়ন করেছেন।

অনেকটা তাফসীরে জালালাইনের মতো। অর্থ প্রকাশ শব্দের গঠন প্রণালী এবং গ্রহণযোগ্য শব্দের ব্যাপারে অভিধানের উপর গুরুত্বআরোপ করেছেন। তাফসীরের মধ্যে কোথাও কোন নিজস্ব মতামত দেখা যায় না। তিনি শব্দ গতভাবে যে অর্থ ব্যবহার করেছেন তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন দলিল উপস্থাপন করেন নি।

পরিচিতি ঃ–১৯

তিনি মুহকাম (محكم) আয়াত সমূহের তাফসীর এক বা একাধিক অর্থ হয় এরূপ শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করেছেন। যেমন সুরা " নছর" এর তাফসীর তিনি এভাবে লেখেছেন ঃ–

اذاجاء نصر الله لك وسطوع اعلام الاسلام حولك وعلو امرك والمراد امداد الله واسعاده لاهل الاسلام عموما والفتح حصول ام الرحيم وملكها الخ.

সূরা বাকারার শুরুতে "حروف مقطعات" এর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেন–

الم. سر الله مع رسوله ارسل اعلامه مااطلع احد سواه اوهو واعداله اسما السور او اسماء كلام الله كله او عهود الله او اسماء الله الخ.

متشابهات মুতাশাবেহ আয়াত এর অর্থ ও তিনি অতি সংক্ষেপে লিখেছেন। যেমন–

সূরা বাকারার ১৭৮ আয়াতে উল্লেখিত ক্ষমা "عفى" সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে এখানে "عفى" শব্দের অর্থ দিয়াত বা দন্ড।

আল্লামা ফৈজী তার তাফসীর সাওয়াতি উল ইলহামে বর্ণনা করেনঃ–

فمن كل مهلك او مصالح عفى له وهو المحو او اصلا الا عطاء سهلا اوس اهلاكه من دم اخيه او ماله والمعاد مالك الدم او المهلك المعدم عدوا وعداء شى محو ماو مال صلح المال.

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে তাফসীর সম্পর্কে গ্রন্থকাররের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

(১) অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় মোফাদ্দমার শুরুতে গ্রন্থকার এ ঘোষনা দেন যে, সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি । তিনি যুগে যুগে রাসূলদের প্রেরণ করেছেন মানব চরিত্র সংশোধন এবং এর উন্নতি সাধনের জন্য। সীমা সংখ্যাহীন রাসুলদের প্রথম আদম (আঃ) এবং শেষ মুহাম্মদ (সঃ)–এর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম।[২৬]

(২) গ্রন্থকার তারপর বলেন আদম সন্তানগণ শুধু ইলমের কারণেই সম্মানিত। তা না হলে বড় একটা উটের মাথা মানুষের চেয়ে অনেক বড়, সিংহের গর্জনও মানুষের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর, গাধার নাড়ীভুড়ী মানুষের চেয়ে অনেক প্রশস্ত। আর এ সকল প্রাণীর জ্ঞান নেই বলেই এরা সর্বাবস্থায় মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।

প্রকৃত ন্যায় পরায়ন আলেমদের অনেক বংশধর থাকে যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইসলাম এবং তাদের খুশী ইসলামের শান–শওকতের সাথে জড়িত। ইসলামের অনুসারীদের খুশীতে তারা খুশী হন এবং তাদের খুশী একমাত্র আল্লাহ এবং তার হুকুম উর্ধে তুলে ধরায় এবং তার আযাব কে ভয় পাওয়ায়। বস্তুত আলেমদের বিশুদ্ধতাই জগতের পরিশুদ্ধিতা। [২৭]

(২) অসৎ আলেম সম্পর্কে আল্লামা ফৈজী বলেন–

"علماء السوء لصوص الإسلام" খারাপ আলেমগণ ইসলামের চোরের মত, তারা আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ)–এর দুশমন। যারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)–এর কথাকে বিকৃত করে তারা সব সময়ই খারাপ। কিন্তু তাদের অনেক আশা। তাদের বুক আনন্দে

---

২৬. ساطعة اصل المراد واس المرام هو الله وحده وله رسل ارسلهم لاصلاح العالم وهم مؤصلوا المراد لاحصر لاعدادهم اولهم ادم وامدهم وحماداهم محمد صلعم والله طرس والواح او سلها للرسل للحلم والمصالح كلها كلام الله ارسل لا أدم الوحا ولمحمد رسوله صلعم طرسا– سواطع الالهام. صفحة–১৫

ساطعة العلماء الصلحاء لهم الارها السعداء همهم هم الاسلام وسرورهم.২৯

لعلوامره وسرور اهله ومرادهم هوالله واعلاء اومره وروادعه وورد صلاح العالم صلا العالم–(سواطع الالهام مقدمة صفحة..১)

Dhaka University Institutional Repository

ভরপুর, তাদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন। তাদের কাজ সাধারণ মানুষের অর্থে নিজের জীবন নির্বাহ করা। ফলে তারা নিজেরাও ধ্বংশ হয় এবং অন্যকেও ধ্বংস করে।[২৮]

(৩) প্রকৃত মোফাচ্ছির তিনি যিনি কালামুল্লাহ'র ইলম সম্পর্কে অবহিত, তা হল আল্লাহ কি বলতে চেয়েছেন তা প্রকাশ করা । এ ব্যাপারে মোফাচ্ছির পুর্বা-পরের সাথে সম্পর্ক রেখে তাফসীর বর্ণনা করে থাকেন। আর এ তাফসীর সব ইলমের মধ্যে সম্মানিত ইলম। কারণ এ এমন এক গ্রন্থের সাথে সম্পর্কিত, যার উপরে আর কিছু নেই।[২৯]

(৪) মোফাচ্ছির এর উচিত আয়াতের অর্থ যথাযথ বর্ণনার জন্য সে আয়াত বা অন্য কোন আয়াত অথবা "تفسير بالنقل" অথবা রাসুল (সঃ) এর কোন হাদীছের অন্বেষণ করা। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন আলেমদের বাণী অনুসরণ করা।[৩০]

(৫) আল্লাহর কিতাবের ইলম কয়েক প্রকার, প্রথমত ঃ যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না কোন ভাবেই এ সম্পর্কে আল্লাহ কাউকেও জ্ঞান দান করেন নি। আর কারো এ সম্পর্কে কোন প্রকার দাবী করাও অসম্ভব। দ্বিতীয়ত ঃ ঐ ইল্‌ম, যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ) কে জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে অন্য কারো দাবী করা সম্পুর্ন অসত্য,তবে তিনি যদি কাউকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

---

২৮. ساطعة علماء السوء لصوص الاسلام واعداء الله ورسوله ومحول كلام الله ورسوله لهم سؤء العمل وطول الامل وصدورهم مصادر الاسواء مرادهم ومدرم الدراهم والا هواء مسالكهم سدد الحرص والطمع امرهم اهلاك العوام لهم هلاك ..... - سواطع الالهام مقدمة صفحة ١١

২৯. ساطعة الماول هو العالم بعلم مدلول كلام الله وهو اعلام ماارادالله واما لامام وراء مهما استطاع وهو اكرم العام كلها لحصول علو العلم لعلو معلومه ومعلومه اكرمه كل معلوم-

৩০. ساطعة للماول روم المدلول لدوال كلام الله عما ورد محلا سواه ماسطاع والارام كلام رسول الله صلعم والاعاد وصد كلام الرحماء لما لهم علم كامل وعمل صالح - صفحة ١١. مقدمة سواطع الالهام

Dhaka University Institutional Repository

যেমন–সুরার শুরুতে হরুফে মোকাত্তায়াত (حروف مقطعات) তৃতীয়তঃ ঐ ইলম যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে সাময়িকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন– পরকাল সম্পর্কিত খবরা খবর।[৩১]

(৬) ইলমে তাফসীর প্রথম শুরু হয় আল্লাহর নবীর ছাহাবীদের দ্বারা[৩২]।

যেমন– হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), এবং অন্যান্য সাহাবীদের কাছে এক দল লোক ইলমে তাফসীর–এর দীক্ষা লাভ করেন। যেমনঃ হযরত আতা (রাঃ), তাউস, মালেক, মোহাম্মদ (রাঃ) আর এ তাবেঈগণ এক দল লোকদের শিক্ষা দেন। আমি এ তাফসীরের ব্যাপারে তাই অনুসরণ করেছি, যা পুর্ব বর্ণিত আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, পবিত্র কুরআনে ১৪৪টি সুরা আছে এটাই বিশুদ্ধ মত। আয়াত ৬৬১৬। তবে, ওয়াক্‌ফে লাজেম, ওয়াক্‌ফে মুতলাক, ওয়াক্‌ফে জাইয, এই তিন প্রকার ওয়াক্‌ফ বা বিরতি চিহ্নকে বাক্যের শেষে ধরা হলে আয়াত সংখ্যা – ৬৬৬৬টি হবে। কারো গণনামতে শব্দ সংখ্যা (৭৭৯৩৪) সাত লক্ষ সাত হাজার নয়শত চৌত্রিশ।[৩৩]

---

৩১. علوم كلام الله صروع (١) الاول علم ما علمه الا الله وما اطلع علاه احدا لاحد اعلاه مدلوله (٢) ما طلعه الله لرسوله وما صح لاحد الكلام لحل مدلوله لا له صلعم اول حد امره كصدور السور. (١) علوم علمها الله لرسوله صلعم مما اودع كلامه وهو اما ما اصح الكلام وسطه الا سمعا كلمور المعاد..... صفحة ١١، مقدمة سواطع الالهام

৩২. ماولو كلام الله اولا رحماء رسول الله صلعم كاسد الله وولدعم سواه وولد مسعود ورهط سواهم وهم علمور رهطا لعطاء وعطاء سواه وطاؤس ومالك محمد وولد اسلم وهم علموا رهطا كادم روح- سواطع الالهام. صفحة.

৩৩. মোকাদ্দমসা সাওয়াতি উল ইলহাম পৃ. –১৪

Dhaka University Institutional Repository

সাওয়াতি উল ইলহাম ও আল্লামা ফৈজী সম্পর্কে সমকালীণ মনীষীদের মতামতঃ

নানা বিষয়ে শতাধিক পুস্তক রচয়িতা আল্লামা ফৈজী ছিলেন তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিভার অধিকারী। জগতের বুকে যে সকল ব্যতিক্রমধর্মী মেধা ও মনের অধিকারী মীনষা তাদের প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। সর্বজন স্বীকৃত ধারায় কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন অনেকেই, কিন্তু ব্যতিক্রম ধারায় অবদান রেখে যাওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা পৃথিবীতে তেমন বেশী নেই। সব চেয়ে বেশী খ্যাতি তিনি অর্জন করেন সাওয়াতি উল ইলহাম রচনা করে। কিন্তু তার পরেও কথা থেকে যায়। একজন মানুষ কতটা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। অত্র গ্রন্থের শেষে বেশ কিছু সংখ্যাক সমকালীন মনীষী সাওয়াতি উল ইলহাম এবং আল্লামা ফৈজী সম্পর্কে যেভাবে প্রশংসা করেছেন, এতে শুধু অতিরঞ্জিত এবং সত্যের অপলাপ করেছেন বলে মনে হয়, কারণ এরুপ প্রশংসা শুধু মহান আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। কোন মানুষ এমনকি কোন সম্মানিত ফিরিস্তার শানেও এটা নিতান্তই বেমানান মনে হবে। নিম্নে পাঠক সমাজের অবগতির জন্য প্রসংশাকারীদের নাম এবং প্রসংশার ধরণ ও প্রকৃতি কিছুটা উল্লেখ্য করা হলোঃ

(১) আল্লামা মোহাম্মদ আল-হুসাইনী ঃ

যদি তার (ফৈজী) জ্ঞানের আলোচনা করা হয়, তাহলে তাঁর বিচক্ষনতা সর্বজন বিদিত[৩৪] কেননা তিনি তার মৌলিক লেখনিতে অতুলনীয় এবং বিস্তারিত বর্ণনায় যুগ শ্রেষ্ঠ। তাঁর ইলমের সমতুল্য হওয়াতো দূরের কথা, তাঁর প্রাথমিক জ্ঞানের নিকটেও অন্যান্যদের জ্ঞান প্রকম্পিত হয়। তার জ্ঞানের দক্ষতার কাছে অন্যান্যদের জ্ঞান স্থান পায় নি। যিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি বুঝতে পারেন, তিনিই কেবল আসল নকল পৃথক করতে সক্ষম হবেন।

---

৩৪. وان ذكر العلم فنهاية تحقيقة مسلمة اليه والعمدة فى تحريرا اصوله وتقرير فروعه عليه ما أمتطئ جواد العلوم الاوكاد من تحته يتزلزل ولا عتقل رمحا من البلاغة الا اقر له السماك الرمح فكيف الاعزل..... خاطمة صفحة -৭২৯

Dhaka University Institutional Repository

এই যুগ শ্রেষ্ট মহাজ্ঞানী [৩৫] মোফাচ্ছির আল্লাম তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই যে গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন কোন যুগে কেউ তা করতে সক্ষম হন নি। তাঁর তত্ব জ্ঞানের কথা চিন্তা করলে 'আকল স্থিমিত হয়ে পড়ে, তাঁর এ জ্ঞান মানব কল্যানে প্রভূত উপকার সাধন করেছে। তিনি যেন মৌলিক জ্ঞানের সমুদ্র । তিনি মৌলিক ও আনুসঙ্গিক জ্ঞানের এমনি এক সাধক যার কাছে পরবর্তী জ্ঞানী গুনীরা বিপদের সময় মুখাপেক্ষী হয়ে বিশেষ আলো প্রাপ্ত হয়, তিনি হলেন সত্যিকার আলেমগণের পূর্নতা দানকারি ---।

আমার জীবনের শপথ[৩৬] তিনি এক উচ্চস্তরের আলেম, প্রভুর নিকট থেকে তিনি ইখলাছ

من المؤلفات العالم العلامة الذى لم يسمع الزمان بمثله والقروة الفهامة الذى .৩৫

حارت العقول ى كنه علومه وفضله ذى الفضائل العديدة والعلوم المفيدة بحر المعقول والمنقول استاد الفروع والاصول خاتمة الحكماء المتأخرين يكتجا اليه عندنوبب النوائب اكمل العلماء الرسخين- خاطمة سواطع الالهام. صفحة -٦٢٩

ولعمرى انه تحرير عظيم قد جاء ربه باخلاص وبقلب سليم . واتى بايات فوائة.৩৬

وببانات فوائده وبسلطان مبين وبعجائب نمطه القاهرة ونعمه كانوا فيها فاكهين. واذا تكلم قال صوبا. واذا حاطب الحساد لايملكون منه خطابا. واذا انشرقت انوارها لومة كانت من ربك عطائا حسابا. ما ينطق عن الهوای وما قل عن طريق الحق وما غوای اذ عن له البلغاء من شعراء هذا العصر واذا عو بانه الفصاحة والمد والقصر والطاعو الله والرسول واولى الامر- خاطمة. صفحة.٧٣١

" আল্লাহ তায়ালার জন্য পুরিপুর্ণ শুকুর এ পৃথিবীর মধ্যে আরও অনাবর সকলের উপর তার পুর্ন মেহেরবাণী । হে ফায়েজী! তুমি সর্বদা তোমার রচনার মধ্যে বিরাজ মান থাক। পরিপুর্ন মর্যাদার সাথে তোমার বিস্ময়কর বর্ণনা এ যেন তোমার আন্তরীক অবদান।

شعر- فلله شكر وافر متواتر بمرفاك فى الدنيا على العرب والعجم ولا ذالك فى اوح الكمال معضما وبالحكمة الغراء فيضك محتكم.

ফৈজী তিনি উচ্চ বংশীয় মর্যাদা সম্পন্ন আলেমে আমল এর অনুগ্রহ পুর্ন আহবানে এ যেন প্রবাহিত ঝরনা ধারার মত। তিনি বালাগাতের অধিপতি তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। সকল মনি মুক্তা তার কাছে একত্রিত হয়েছে।

তিনি তা থেকে বাক্যর মোতি চয়ন করেছেন। আর অনেক কিছু ঝেড়ে ফেলেছেনর এবং তিনি এ কাজে সফলকাম হয়েছেন।

شعر- عالم عامل حسيب نسيب# فاضل فاض فيضه ونداء
وما هو الا ملك البلاغة # حاز الدر منها وملك
فازيور القول وترك منه ما ترك نفثانه# سحرمة فذهب بالعقول-
خاتمة. صفحة.٧٢١

Dhaka University Institutional Repository

এবং কালবে সালীমের সাথে এসেছেন।অধিক উপকারী আয়াত সমূহের বস্তুনিষ্ঠ প্রমানাদি এবং প্রকাশ্য দলিল তিনি পেশ করেছেন। তার মহিমাময় অদ্ভুত চাদর সব সময় তাকে বেষ্টন করে আছে, যার মধ্যে আছে নেয়ামতের ফল। যখন তিনি কথা বলেন সঠিক কথা বলেন, তখন অন্য কেউ কথা বলার সাহস রাখেনা। আপনি যদি তার অনুগ্রহের নূর থেকে কিছু প্রকাশ করতে চান, তাহলে আপনার প্রভূর নিকট থেকে আপনি অনুগ্রহ পাবেন।

(২) আল্লামা আবদ আল জাবেরীঃ– তার ব্যাখ্যার পূর্নতা যেন প্রাচুর্য্যের সীমাহীন অবারিত প্রবাহ, তার চিন্তা–ধারা যেন বহু গুনের সমষ্টি, তাঁর কল্পনার বাগান সর্ব প্রকার ফুলে শোভিত। তার উচ্চাকাঙ্খার দ্বার আজ উন্মোচিত, তাঁর পরিচিতির দ্বার আজ বিস্তৃত। এ কারণেই বলা হয়, তিনি ইলমে কালামের ইমাম, ইলমে কালাম তার ইমাম[৩৭]। জ্ঞান সমুদ্রে ফায়জী তাঁর জ্ঞানকে প্রবাহিত করেছে। কারণ তিনি কালাম শাস্ত্রের মহা সমুদ্রের মত অথবা ইয়াকুতের বৃষ্টির ফোটা [৩৮] যা বান্দার জন্য পরম উপঢৌকন।

(৩) শায়খ কিরমান আল্লামা সুলাইমান ঃ– মানুষের মধ্যে কারো পক্ষে এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। যিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন, বিশুদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ আলেমে ফাজিল, বিচক্ষণ যুগের সর্বোচ্চ বিজ্ঞদের চ্যালেঞ্জ দাতা, ফাসাহাত এবং বাগাতের ময়দানে তিনি দ্রুতগামী সাওয়ারী, যার কালামের যাদুর কাঠির ছোয়ায় সমকালীন জ্ঞানীদের ভাষা মোহরাঙ্কিত হয়েছে। যিনি যুগের মর্যাদা ও সকলের অন্তরের অপেক্ষার বস্তু, যার উপর কেউই উদাহরণ স্থাপন করতে সক্ষম হননি যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী। গোপন ও প্রকাশ্য নেয়ামতের ধারক যিনি গদ্য এবং পদ্যের বাদশাহ, অনুগ্রহ

---

৩৭. فيض براعات عبارته بزخار العباب فأيضه وفكرته الصابب يجوا مع الاشكل.
رايضه، ونفحات معارفه مطلقة عن التقدير ونفثات عوارفه معونة عن التقليل والتقليد.
فلذا نطفت لغير اختيار السنن الاقلام كلام الامام امام الكلام– خاطمة صفحة ٧٣٥.

৩৮. وفيض للعلوم افاض علماء لفيضه كان بحر الكل كلام ام عدام ام نظام من.
الياقوت ام حب الغمام– تقريظ سواطع الالهام. صحفة ٧٣٤.

Dhaka University Institutional Repository

দাতা তিনি হলেন সত্যের জিহবা আবুল ফয়েজ ফৈজী।[৩৯] কল্যাণের প্রভূ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমার প্রভূ তাকে আপন সাহায্য নে'য়ামতে পরিপূর্ণ করে দিন ইজ্জতের সাথে, যিনি হিন্দুস্থানীদের গৌরব এবং তার সুখ্যাতি সর্ব যুগে বিদ্যমান থাকুক। সকল জিল্লাতি তার প্রসংশার ইজ্জতে দূর হয়ে যাক।[৪০]

(৪) আল্লামা সায়াদাত আশ্‌শামী বলেন ঃ– হে ঐ অস্তিত্ব যিনি নিজের পূর্নতার সাথে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন তিলক চিহ্নের মত। তুমি ছাড়া বড়দের মধ্যে কেউ উচ্চতর প্রতীক প্রাপ্ত হয়নি। ইতিহাসে তোমার মত মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তুমিই আপন গৌরবে উজ্জ্বল ভাস্কর রূপে পৃথিবীর নেতা, হে যুগের অনুগ্রহ, তুমি করুনা ও মর্যাদার আঁধার। আল্লাহ নির্দিষ্ট করেছেন তোমাকে, তোমার সকল রচনা উচ্চে থাকবে সকলের চেয়ে তোমার রচিত তাফসীর "سواطع الالهام" সাওয়াতি উল ইলহাম।[৪১]

(৫) আল্লামা হায়দার রাফেই' তাবাতাবায়ী মোয়াম্মায়ী বিস্তারিতভাবে গ্রন্থকারের প্রশংসা করেনঃ তাফসীর শাস্ত্রের মধ্যে আলোচ্য তাফসীর খানার (سواطع الالهام) নির্মাতা রচয়িতা বিন্যাস ও উপস্থাপনকারী ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ন জ্ঞানের অধিকারী গুঢ় রহস্য এবং গোপন বিদ্যার দ্বার উদঘাটনকারী ব্যক্তিত্ব, যার পূর্নতার কথা জ্ঞানী গুনী মর্যাদাবান সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। তার জ্ঞান এমন এক পর্যায়ে উন্নীত যে, উর্ধজগত এবং মন জগতের সবকিছু যেন 'রুহুল কুদূস' তার অন্তরে ফুকে দিয়েছেন।

---

৩৯. وما صدرمن فرد من الافراد مثل هذا الامر الدبح صنف العالم والفاضل الكامل
افضل الفصحاء الزمان وابلغ البلغاء الاوان الجائز فى حلية البرهان فرسان الفصحاحة
والضاعة الحايز بداعة السيق فى ميدان البلاغة والبراقة الحاتم افواه علماء الدهر نجتام
سحر الكلام .... سلطان اثاليم اللفظ والمعنى ببدايع الافكار خاقان ممالك النظم والنثر
بروابع الاسرار السيغ عليه الا الاء الصورية والمعنوية الفائض عليه العنونص الدينية
والدينوية لسان الحق والحقيقة الشيخ ابوالفيض- تقريض سواطع الالهام صفحة ٧٣٧

৪০. شعر. جزاه اله الخير خير جزان ونعمه ربى بقد عنابه
به فخز اهل الهند دام حياته ونال به ذلى لعز شانه. سواطع الالهام صفحة ٧٣٧

৪১. شعر. يامن يكمال به تعالى وسما من غيرك صار فى المعالى وسما ما مثلك -
فى الدهر كمالا فلذا فدرت امام اهل ارض وسماء
يامن.... هذا الامام # قد خصك ذو الجلال والاكرام،
تحريك من بدايع الارقام تفسيرك من سواطع الالهام.
تقريض سواطع الالهام. صحفة ٧٦١.

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার অন্তর ভরে গেল নূরের ফয়েজে ও মৌলিক জ্ঞানের যতটুকু সম্ভব তাঁর ফয়েজ ও বরকত তারই মনে ইলহাম করা হয়েছে। তাঁর এ মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। তাঁর আকর্ষণ ছিল সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মত। তাঁর কথার মুক্তাগুলো ছিল চিন্তার সমুদ্রের তলদেশ থেকে উত্থিত। তার বর্ণনা শৈলী দৃষ্টিবানদের জন্য অন্যতম দান। আল্লাহ তাকে যে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী করেছেন তা অন্য কেউ লাভ করতে পারে নি। এ বিশেষ দান আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি ছিলেন অথৈ সাগর, যার কুল কিনারা নেই। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কেউই এ পর্য্যায়ের গৌরবে উন্নীত হতে পারেনি। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য বিষয়। তাঁর চিন্তা ধারায় সকলেই পঞ্চমুখ। তিনি ছিলেন জ্ঞানের প্রমানাদির সমাহার, সাহিত্যের পথ পদ্ধতির পরিচালক। গুনগত ও বংশ মর্যাদায় তিনি ছিলেন সম্মানের পাত্র। তিনি ছিলেন চিরন্তন প্রজ্ঞার স্থায়ী সৌভাগ্যের পরশ পাথর, তরবারি ও কলমের মান উন্নতকারী। ঈমানের পতাকাবাহী। মর্যাদার দিক থেকে সুস্থ বিবেক বুদ্ধিতে নিস্কলুষ অন্তরে তার ছিল নূরের ফয়েজের বিকিরণ। তাঁর দুনিয়া জোড়া সম্মান ও প্রতিপত্তি সর্বজন বিদিত। তিনি তার অবদান ও অনুকম্পা দ্বারা অবিরাম ধারায় তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেন। তার ফয়েজ শরীরের শিরায় প্রবাহমান ধারায় মত চলমান। তার অনুগ্রহে মানুষ হয়েছে কৃতকার্য।তার সাধনায় সৃষ্টি জগত হয়েছে উপকৃত। তিনি ছিলেন প্রথিতযশা মূল্যবান মুক্তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমুজ্জল নক্ষত্র। যার আলোক রশ্মি এসেছে পবিত্র কল্যানময় নূর বৃক্ষ হতে যা ছিল অবারিত, তাঁর গুন ছিল সীমাহীন। তাঁর প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল অগনিত। তিনি ছিলেন সঠিক পথ প্রাপ্ত, যিনি অন্তর সমূহকে হেদায়েতের নূর দ্বারা আলোকিত করেন, যার আগমনে চোখ সমূহ আলোর সন্ধান পায়, তিনি দীন দুনিয়ার সৌন্দর্য। ''আবুল ফায়েজ ফৈজী" তাঁর অমরত্বের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের অনুকম্পা দান করুন।[৪২]

---

৪২. ..... ان هذا التفسير الذى ابدعها والفها ورتبها وصنفها الشيخ الاجل الاكامل كمل المتقن الموقن فى الفضائل والمكمالات والبارع لابواب الاسرار والحالات صار فى كماله افهام العقلاء كلا وحار فى افضاله اوحام الالباد كلا كانه نفث فى روحه روح القدس ..... جمال الدنيا والدين ابوالفيض فيض متعا الله بقول بقاية ابدا ونور الله عيوننا بنور لقائه سرمدا-

تقريض سواطع الالهام ، صفحة -٧٤٦

* اى شيخ مفسر بتودر سورة اخلاص رحترى بنمايم كه بر اعجاز بود دال يك سورة اخلاص بده سورة يكسان بحساب أمد تاريخ درس سال- صفحة ..٧٥٢

হে শেখ মুফাসসীর সূরা এখলাসে তুমি ডুবে আছ. তোমার গ্রন্দের আলৌকিকতা তোমাকেও করেছে আলৌকিক।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সমকালীন প্রেক্ষাপট

রাজনৈতিক ঃ

আল্লামা ফায়জী হিজরী ৯৯৯ সালের মুহাররম মাসে তিনি সাওয়াতিউল ইলহাম রচনা শুরু করেন এবং ১০০২ সালে তা সমাপ্ত করেন। পুরো সময়টাই ছিল মোঘল শাসনামল। রাজনৈতিক দিক থেকে সুদীর্ঘ মোঘল রাজত্ব ভারত বর্ষের ইতিহাসে শুধু একটি অনবদ্য ও স্বর্ণ যুগেরই সৃষ্টি করেনি বরং তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রেখেছে।

মোঘল বাদশাহগণ সৌর্য-বীর্য প্রশাসন, সম্পদ-সম্ভার পরধর্ম সহিষ্ণুতা সাংস্কৃতিমনা, শিল্প প্রিয়তা, ইতিহাস সৃষ্টি, সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে যে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে বিষ্ময় ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মোঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট আকবরই ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সমাধিক প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লামা আবূল ফায়েজ ফৈজী রচনা করেন সাওয়াতি উল ইলহাম।

সাওয়াতি উল ইলহাম سواطع الالهام রচনার ব্যাপারে লেখকের অনুকুলে যা কাজ করেছে, সে সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, তা-হল দীর্ঘ সময় সৌভাগ্যক্রমে স্বর্ণযুগ এবং সমকালীন বাদশাহর পৃষ্ঠপোকতা।[৪৩] গ্রন্থকারের খ্যাতি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সৌভাগ্য যখন তাকে দেখা ও তার বানী শুনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন তিনি তার লেখনি পুনারায় তুলে নেন এবং নুকতা বিহীন বর্ণ ব্যবহার করে মসি চালনা করেন ।

আল্লামা ফৈজী বলেনঃ আমার গ্রন্থের এক ষষ্ঠাংশ লেখা শেষ হলে সম্রাটের দূত এসে আমাকে তার দরবারে নিয়ে যায় এবং এভাবে দীর্ঘ একটি বছর এবং কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমার পিতার অসুস্থতা এবং তার ইন্তিকাল আমাকে

৪৩. املاء محرر سواطع الالهام مما ساعد العهد الممدود والعصر المعمور والملك المسعود وعدل الملك العادل ....- مقدمة سواطع الالهام-٤

* فيقول الفقير الى الغنى محمد اللحسينى المشهود بالشامى لما مد تعالى على المسلمون سراق الفضل والاحسان وافاض عليهم سجال سواطع افيضى والامهنان بابراز رموز اسرار الفضاء والقدر باوضع عبارة فى تفسير سواطع الالهام : تقريض - ٧٢٨

Dhaka University Institutional Repository

ভীষণভাবে ব্যথিত করে। এর পর প্রায় দু'বছর চলে যায়, এর পরে আমি এ গ্রন্থ রচনা পুনরায় শুরু করি এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সমাপ্ত করি।[৪৪] সাওয়াতি উল ইলহাম এর উপক্রমনিকায় বলা হয়েছে যে– [৪৫] ন্যায় পরায়ন পরাক্রমশালী বাদশাহ যখন তার (ফৈজীর) কথা জানতে পারেন তখন তার আগমনের জন্য লোভনীয় বার্তা দিয়ে দ্রুতগামী দুত পাঠান, সেই বার্তা পেয়ে লেখক মহা খুশীতে রাজ দরবারের উপস্থিত হন। তখন মহামতি বাদশাহ তার ভুয়সী প্রশাংসা করেন এবং সর্ব প্রকার মূল্যবান উপহারে তাকে পুরস্কৃত করেন। সাথে সাথে মহামতি সম্রাট লেখককে "কবি সম্রাট" উপাধিতে ভুষিত করেন। আল্লাহর শপথ! তিনি বলেন মহামতি সম্রাট লেখককে এমন সম্মানে ভুষিত করেন, যা কোন যুগেই কোন বাদশাহ কোন কবিকে করেন নি। বিনিময়ে লেখক তার প্রশংসায় আত্ম নিয়োগ করেন এবং তাঁর নামে বহু গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে সব চেয়ে পরিপূর্ন গ্রন্থ হলো "সাওয়াতি উল ইলহাম" [৪৬]

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পুর্বে মহামতি বাদশাহ সম্রাট আকবর সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করবো কারণ আল্লামা ফৈজীর গ্রন্থ রচনার পুরো সময়টাই সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল আর নানা দিক থেকে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে তাঁর নাম লিখিত।

ولما كمل سدسه ارسل الملك العادل دام ملكه رسولا لاداء حكمه المطاع وامره .٤٤
المعمول ورحل المحرر روصا وصراطا طول واطوادا وامهامه وطواها عامرا سالما مامورا مطاوحا لامره مع الارداء والحامل والرواحل والدول وح مع شلوك المسالك والمراحل وصروع المهام اهم اموره وصراه مهامه املاء سواطع الالهام ومر لسلوكه حول كامل وكسر واحم اكماله وصدر وعاد ادرك الوالد والوالد اكرمه ودور وده السار وسمع ما سطر وحمد الله وامل اكماله . سواطع الالهام -٨
ولما سمعه الملك العادل والمالك الكامل ارسل له صراطا اطول رسولا مسرعا مع .٤٥
الحكم المطاع والطرس الرعراع وسعد المحر لادراك السول وهرول سارعا معدا لهصول الوصول محرما السرور عامدا لمعسكره المعمور ووصل وماس سدد علوه مس الراس حول سرر سموه ورامه الملك روم الاكرام ومدحه مدح اكرام وكساه المرط المرحل واعطاه الارهم والارحل واولاه الدرر والدراهم وحلاه حلل المكارم والمراحم وصار المحرر المداد الملك الصمد واسعد طالعه الاسعد مملو اللعطاء محاطا الاأه موصولا لمراصم وصلوكا لمكارمه اكرمه اكراما كاملا واوصله دولا وموادا وسع ما اعطاها ملك لاهل كلام عصره ودام المحرر لمدحه مروحا ومسرورا ولحمده حاصرا ومحصورا ورسم اسمه الاطهر واسمه المطهر طروسا اراوع وسواطع الالهام اكملها والحال عمر المحرر معدود الطم والمط طمه مصلل- سواطع الالهام ديباجه صفحة-٤

৪৬ অনুবাদ সাওয়াতিউল ইলহাম পৃঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ আকবর

জন্ম ঃ

জালালুদ্দীন আকবর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতার নাম হুমায়ুন এবং মাতার নাম হামিদা বানু বেগম, তিনি ছিলেন শায়খ আলী আকবর জামীর কন্যা। [৪৭]

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ূন শেরশাহের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কনৌজে ঘুরে বেড়াবার সময় যখন অমরকোটের প্রাসাদে রাজ্যে আশ্রয় নেন, তখন আকবরের জন্ম হয়। কথিত আছে, হুমায়ুণ উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একটি মৃগনাভী বিতরণ করে আশা পোষন করেন যে, সুগন্ধি মৃগনাভির মত যেন তার পুত্রের যশ-খ্যাতি চর্তূদিকে ছড়িয়ে পড়ে।আকবরের পরবর্তী জীবনে হুমায়নের সেই দু'আ কবুল হয়ে ছিল বলে মনে হয়।

বাল্য জীবনঃ

রাজ পরিবারে জন্ম নিলেও আকবরের বাল্য জীবন সুখের হয়নি। তাঁর পিতা হুমায়ুন সুর্দীর্ঘ ১৫ বছর এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। ফলে নিয়মতান্ত্রিক লেখা পড়া থেকে আকবর বঞ্চিত হন।

আকবরের সিংহাসন আরোহন ঃ

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী হুমায়ন তার পাঠাগারের সিড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ইনতেকাল করেন। [৪৮] হুমায়নের মৃত্যুকালে মাত্র ১৩ বছর বয়সের কিশোর আকবর তার অভিভাবক বৈরাম খানের সাথে পাঞ্জাবের গুরুদাশপুর জেলার কালাপুর শহরে ছিলেন। হুমায়ুন এর মুত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহচর সুচতুর বৈরামখান অবিলম্বে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষনা করেন। [৪৯]

---

৪৭. Akbar the gret mughal-smith-v-A

৪৮. An Advenced history of India- p. 434

৪৯. Akbar the gret mughal -smith- p.22

Dhaka University Institutional Repository

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আকবরের বয়স যখন ১৮ বছর তখন তিনি স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহন করার সময় পাঞ্জাব ও দিল্লী এবং আগ্রার চতুর্পার্শ্বস্ত অঞ্চল ছাড়া আর কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর পুর্বে তিনি আরব সাগর হতে বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় হতে নর্দমা পর্যন্ত এক বিস্তীর্ন সম্রাজ্য রেখে যান।

বৈবাহিক জীবন ঃ

আকবর একাধিক বিয়ে করেন। ১৫৬২ সালে তিনি জয়পুরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধবাইকে বিয়ে করেন। যোধবাই ছিলেন যুবরাজ সেলিমের মাতা। ১৫৭০ সালে আকবর জয়সলমীর এবং বিকালীরের রাজ কুমারীদের বিয়ে করেন। তিনি একাধিক হিন্দু রমনীর পানি গ্রহণ করেন।

শেষ জীবন ঃ

আকবরের শেষজীবন অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত হয়। অত্যধিক মদ্য পানের ফলে তার পুত্র দানিয়েল এবং মুরাদ মৃত্যুরবরণ করে। এ দিকে যুবরাজ সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন এবং ইলাহাবাদে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব শুরু করেন।

সম্রাটের অন্যতম বন্ধু জ্ঞানের আধার আবুল ফজল কে[৫০] সেলিমের প্ররোচনায় হত্যা করা হয়।আবুল ফজলের মৃত্যুতে সম্রাট মনে দারুণভাবে আঘাত পান। এদিকে তার জামাতা আজীজকোকা সেলিমের পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।পরে সেলিম পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, অসহায় পিতা তাকে ক্ষমা করে দেন।১৬০৫ সালে উদারময় রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্রাট ইনতিকাল করেন।[৫১] তার মৃত্যু ঈমান ও ইসলামের উপর, না নিজ প্রবর্তিত ধর্ম দীন-ই-ইলাহীর উপর হয়েছিল, তা বলা কঠিন। কেননা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টি ভংগী পরিলক্ষিত হয়। তুযুগে জাহাঙ্গীর এর ইংরেজী অনুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহামতি আকবর সব চেয়ে বড় আলিমের হাতে তাওবা করে ও কালিমা পড়ে জান্নাতী মুসলমানদের ন্যায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।[৫২]

---

৫০. ঐতিহাসিক আবুল ফজল ছিলেন আল্লামা ফৈজীর ছোট ভাই। সাওয়াতিউল ইলহাম পৃ. ৪

৫১. ভারত বর্ষের ইতিহাস মাহমুদুলহাসান, পৃ. ৩৪২

৫২. বিপ্লবী মোজাদ্দেদ ডঃ আ, ফ, ম আবু বকর সিদ্দিক, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট জাহাঙ্গীর বলেন, মৃত্যু কালে আমার সম্মানিত পিতা আমাকে বলেনঃ, মীরানে সদরে জাহান কে ডেকে আনো, তিনি যেন আমাকে কালিমা শাহাদাত পাঠ করান, এরপর সদরে জাহান এসে হাজির হন এবং আদরের সাথে দুই জানু পেতে মহামতি আকবরকে কালিমা শাহাদত পাঠ করান। সম্রাট আকবরও কালিমা শাহাদাত পাঠ করতে থাকেন। তিনি সদরে জাহানকে তার শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন ও দু'আ আদিল্লা পাঠ করার নির্দেশ দেন। সদরে জাহান সূরা ইয়াসীন ও দু'আ আদিল্লা পাঠ শেষ করলে সম্রাটের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। অবশেষে তিনি ইনতিকাল করেন।[৫৩]

চরিত্র ঃ

ধর্মীয় দিক থেকে বিচার না করলে আকবরের চরিত্রে অসাধারণ ও অসামান্য গুনাবলির সমাবেশ ঘটে ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। আবুল ফজল এবং ইংরেজ কবি ফাদার মানশারেট তার আদত প্রকৃতি ও চারিত্রিক গুনাবলীর ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। অন্য দিকে মোল্লা বাদাউনী তার বিরুদ্ধে বিরুপ সমলোচনা করেছেন।তার পুত্র জাহাঙ্গীর তার পিতা সম্পর্কে বলেনঃ তার প্রতিটি কাজে এবং কর্মোদ্যমে তিনি পৃথিবীর অপর লোকদের মত ছিলেন না। কথা-বার্তা, চাল-চলন, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার দ্বারা আকবর প্রভাবশালী সম্রাটদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি জাক-জমক পূর্ন পোষাক সব সময় পরিধান করতেন। লোক হিসেবে তিনি সু-চতুর সহজ ভদ্র ও অমায়িক ছিলেন।

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ফাদার জেতিয়ামের মতে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মতই শ্রেষ্ঠ এবং সরল ব্যক্তিদের মতই সরল প্রকৃতির ছিলেন। শৈশব থেকেই নির্ভীক, তেজস্বী ও অত্যন্ত ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অসামান্য ব্যুৎপত্তি জ্ঞান তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও অসীম অনুসন্দিৎসার অধিকারী ছিলেন।অসামান্য ব্যুৎপত্তি জ্ঞান তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা অসীম অনুসন্ধিৎসা আকবরের মানসিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে প্রসারিত করে তোলে। তিনি পরিমিত আহার করতেন। গোশতের প্রতি তার অনীহা ছিল। তিনি গোমাংস রসুন, পিয়াজ গ্রহণ করতেন না। তার জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সুদুর প্রসারী ছিল।

---

৫৩. তারিখে হিন্দু স্থান ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ. ৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, ধর্মতত্ব, প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার দখল ছিল অসামান্য। তিনি সুন্দরহাতের লেখা পছন্দ করতেন। পুত্র কন্যাদের প্রতি তিনি সদয় ছিলেন। তার বিদ্রোহী ভাই হাকীমকে তিনি ক্ষমাকরে মহনুভবতার পরিচয় দেন।[৫৪] ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেনঃ তার জীবনের সর্বক্ষণ আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আল্লাহর উপাসনায় অতিবাহিত হয়।[৫৫]

রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টিকারী ইসলামিক দল ঃ

শীয়া, সুন্নী, খারেজী, মু'তাযেলী প্রভৃতি মতবাদের অনুসারী লোক আকবরের সম্রাজ্যে বসবাস করত। তাদের কোন সুক্ষমতবাদের সাথে অপর সম্প্রদায়ের সৌজন্য মুলক সম্পর্ক ছিল না। তাদের দলীয় ও উপদলীয় কোন্দলের ফলে প্রায়ই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। সম্রাট আকবর অবস্থা ভেদে অত্যন্ত কঠোর ভাবে বিশৃংঙ্খলা দমন করতে দ্বিধা বোধ করতেন না।

রাজনৈতিক অঙ্গনে হিন্দুদের প্রভাব ঃ

সম্রাটের প্রজা সাধারণের শতকরা নব্বইজন হিন্দু ছিল।এ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর প্রভাব এড়িয়ে চলা সম্রাটের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ইসলাম বিদ্বেষী একটি রাজনৈতিক চাল চালেন, আর তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদের দুই চারজন পন্ডিত নিয়ে সভা অনুষ্ঠান তাদের সাথে ধর্মালোচনা করাও ছিল তার রাজনীতির অন্যতম বিশেষ দিক। তার ধারণা ছিল যে, এই কর্মকাণ্ডের ফলে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাকে আপন মনে করবে, আর তিনি আপন মনে নিশ্চিন্তে রাজ্য শাসন করতে পারবেন। এই মানসিকতার বশবর্তী হয়ে তিনি "সুলহ্-ই-কুল বা সর্বজনীন সহিষ্ণুতা" নীতি গ্রহণ করেন। সম্রাটের সভায় যে একুশ জন সভাসদ ছিলেন তাদের মধ্যে নয়জনই হিন্দু ছিলেন। ফলে রাজ কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এদের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হতো। রাজ কার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আলিমদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হত না।সর্ব ক্ষেত্রেই হিন্দুদের অভাবনীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যেত।

---

৫৪. ভারত বর্ষের ইতিহাস মাহদুমুদুল হাসান, পৃ. ৩৪২

৫৫. The Ain -1- akbari-V-1- 619

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবর যেহেতু নিজে একজন নিরক্ষর ছিলেন, তাই বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিতদের উর্বর মস্তিষ্কের কারসাজিতে তিনি "দীন-ই-ইলাহী" নামক নতুন ধর্মের মতের প্রবর্তন করেন এতে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিছুটা অর্জিত হলেও মূলতঃ উপ মহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসকে কলংকিত করে। যেহেতু আকবর নবী ছিলেন না, তাই মৃত্যুর পর পরই তার নূতন ধর্ম দীন-ই-ইলাহীর অপ মৃত্যু ঘটে।[৫৬]

সামাজিক :

এ সময় ভারত বর্ষে সামাজিক অবস্থা খুবই চমকপ্রদ ও নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ছিল। প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এ সমাজে সম্রাট ছিলেন প্রধান। তার নিচে ছিলেন মন্ত্রী ও আমীরগন। অভিজাতবর্গ জাঁক জমকপূর্ন ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করতেন। মদ্য পান উচু শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবন যাত্রা ছিল অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। দোকানদার, ব্যবসায়ী-বনিক, মহাজন, প্রভৃতি ছিল মধ্যম শ্রেণীর লোক। ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করতেন, কিন্তু রাজ কবি বা ঐতিহাসিকগন উন্নতর জীবন যাপন করতেন।

সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জীবন যাপন তুলনামূলক ভাবে কঠিন ছিল। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ খুব কম মূল্যের ও অল্প সংখ্যক ছিল। তারা মোটেই পশমী পোষাক ব্যবহার করতেন না। জুতা ব্যবহার করাও অনেক সময় কঠিন ছিল। দুর্ভিক্ষ ছাড়া অন্য সময় খাদ্যাভাব ঘটতনা। স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে অনাহারে থাকতে হত না। তারা মাটির ঘরে বাস করত। বিদেশী পর্যটক পাইরার্ড ও টেভার্নিয়ার এর বিবরন থেকে জানা যায় যে, সাধারন মানুষের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিলনা। সময় অসময় বিভিন্ন অজুহাতে তাদের উপর অত্যাচার করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগন নানা ভাবে কৃষকদের থেকে অর্থ আদায় করত।[৫৭]

---

৫৬. বিপ্লবী মোজাদ্দিদ, পৃ. ৫৮
৫৭. ভারত বর্ষের ইতিহাস, কে আলী, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক রীতিনীতি ঃ

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। হিন্দুদের ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। সম্রাট আকবর সতীদাহ বাল্য বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা হিন্দু সমাজ থেকে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং বিধবাদের বিবাহের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের গোড়ামীর জন্য তার প্রচেষ্টা পূরোপুরি সফল হয়নি। এ সমাজে অবস্থা ও পদ মর্যাদা অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদের তারতম্য ছিল লক্ষনীয়। পুরুষ ও নারী উভয় কাপড় ছাড়াও প্রচুর পরিমানের স্বর্ণলংকার ব্যবহার করতো। আমোদ প্রমোদ সংস্কৃতি চিত্র শিল্প, দাবা খেলা, প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা ছিল। সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল।সে যুগে অনেক নারীই সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেন।[৫৮]

হিন্দুদের প্রতি সম্রাটের নীতি ও হিন্দুদের আনুগত্যতা ঃ

সম্রাট আকবর নিজে হিন্দু রমনী বিয়ে করেন এবং হিন্দুদের রাজ কার্যে নিয়োগ দান করে ছিলেন। রাজা টোডরমল, রাজা ভগবান দাশ, রাজা মানসিংহ, রাজা বিরবল, প্রমুখ রাজপুতগন তার দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত আকবর বিশ্ব জনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার "صلح كل" নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত প্রজাকে তিনি নিজস্ব ধর্ম পালন করার এবং বিবেক অনুযায়ী চলার স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। হিন্দুদের মন্দির নির্মানে ও ধর্মীয় উৎসব অবাধে পালন করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন।

নানা অজুহাতে তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। অমুসলমানদের উপর থেকে তিনি জিজিয়া কর তুলে দেন। আকবর হিন্দুদের উপর আরোপিত তীর্থ কর বিলোপ সাধন করেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তার অনুগ্রহ লাভের আশায় দরবারে আগত হিন্দু পণ্ডিত, কবি সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্র শিল্পিদের তিনি প্রচুর উৎসাহ দান করতেন। আকবরের নবরত্ন সভার ২১জন পণ্ডিত ছিলেন,তার মধ্য ৯ জন ছিল হিন্দু।[৫৯]

---

৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৯. আকবর নামা।

Dhaka University Institutional Repository

আকবরের সময় দর্শনার্থী হিসাবে পরিচিত এক দল হিন্দু ছিল, যার প্রত্যুশ্যে সম্রাটের মুখদর্শন না করে খাবার গ্রহন করতো না। সম্রাট সূর্যের নাম জপ করে যখন প্রাসাদের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াতেন তখন তারা আকবরের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।[৬০]

মুসলিম সমাজে সুদ দেয়া-নেয়া সম্পূর্ণ হারাম।কিন্ত হিন্দু সমাজে সূদী কারবার কোন দোষের ব্যাপার নয়। হিন্দুদের প্রভাবে আকবর সুদ প্রথা, পাশা খেলা, জুয়া খেলা সহ আরও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ্য ঘোষনা করেন। রাজ দরবারে জুয়া খেলার জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল এবং জুয়ারীদের কে সরকারী কোষাগার থেকে সুদে টাকা ধার দেয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়।[৬১] রাজা ভগবান দাসের কন্যার সাথে আকবর তার পুত্র সেলিমের বিয়ের সময় সম্পূর্ণ হিন্দু রীতিনীতিতে বিয়ে উৎসব সম্পন্ন করেন[৬২] হিন্দু সমাজের প্রথা অনুযায়ী নিকট আত্বীয়-স্বজনের মধ্যে বিয়ে সংগত নয়। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্রাট এক নির্দেশ জারী করেন যে, ভবিষ্যতে কোন মুসলমান তার চাচাতো খালাতো ফুফাতো কিংবা মামাতো বোন বিয়ে করতে পারবেনা।[৬৩] হিন্দু সমাজে একাধিক বিয়ে বৈধ নয়। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আকবর এ মর্মে এক শাহী ফরমান জারী করেন যে, "কোন ব্যক্তি একাধিক বিয়ে করতে পারবে না। আইন হল একজন নরের জন্য কেবল মাত্র একজনই নারী।" আকবরের সময় সমাজে হিন্দুদের প্রতিপত্তি এতই বেড়ে যায় যে, তারা নিশ্চিন্তে মসজিদ ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণ করতো। এ প্রসংগে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রাঃ) বলেন হিন্দুস্থানের কাফিরগন নির্দয়ভাবে মসজিদ সমূহ ধ্বংস করে তৎস্থলে মন্দির তৈরী করেছে। তিনি আরো বলেনঃ থানেশ্বরের নিকট কুরুক্ষেত্র হাওয়াজ নামক স্থানে একটি মসজিদ ও কবরস্থান ছিল। হিন্দুরা তা ধবংস করে মন্দির নির্মাণ করে। তাছাড়া হিন্দুরা যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান প্রকাশ্য ভাবে সম্পন্ন করলেও মুসলামনরা ইসলামের অধিকাংশ সামাজিক অনুশাসন সঠিক ভাবে পালন করতে পারত না।[৬৪]

---

৬০. বাদাউনী পৃঃ ৩২৬, আইনে আকবরী ১খন্ড- ১৮৪পৃ.

৬১. বাদাউনী -পৃ. ৩২১

৬২. বাদাউনী- পৃ. ৩৪১

৬৩. আখবারে মোহাব্বভ পৃ. ৮৯

৬৪. মোহাদ্দেদে আলফেসানী - ১ম মাকুতবাতঃ পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

এ সমাজে গরু জবাই সর্ম্পূণ নিবিদ্ধ ছিল। কারণ, হিন্দুরা গরুকে দেবতা জ্ঞান করে, আর মুসলমানরা গরু কুরবানী করে। সম্রাট আকবর এক রাজকীয় ফরমানে গরু জবাইকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষনা করেন। রাজা দেবচাঁদ বলতেনঃ আল্লাহর দরবারে গরু খুবই সম্মানিত, তা না হলে গরুর কথা পবিত্র কুরআনের প্রথম সুরাতে আসত না । এ ব্যাপারে ফৈজীর এক খানী আরবী কবিতা সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে ।

কবিতা খানি এই-[৬৫] يا ايها البشر لا تذبحو البقرة

ان يذبحو البقرة مأوكم السقر"

"অর্থাৎ, হে মানব তোমরা গরু জবাই করো না, যদি তোমরা জবাই কর, তাহালে তোমাদের স্থান হবে সাকার (দোযখ)।

অভিজাত শ্রেনীর সামাজিক জীবনঃ

পুর্বেই বলা হয়েছে যে, সমাজের চুড়া মনি ছিলেন সম্রাট এবং তার নীচে ছিলেন আমাত্যবর্গ। অভিজাতবর্গ রাজ্যের বিশাল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন এবং বিলাস ব্যসনে কালাতিপাত করতেন । মদ্য পান ও ব্যভিচার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত দেখা দেয়। কখনও কখনও প্রকাশ্য রাজ দরবারে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল ফৈজীর ছোট ভাই বলেনঃ আকবরের রাজত্বকালে হেরেমে পাঁচ হাজার অন্তঃ পরিচারিকা ছিল। জাক জমক ও ভোগ বিলাসে নিয়োজিত অভিজাত সম্রাটদের সমাজ জীবন কলূষিত ও নোংরামিতে আছন্ন করে রেখেছিল।[৬৬]

অভিজাত শ্রেনীর পানাহার ঃ

সাম্রাট ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর প্রধান, তিনি পার্থিব ও ঐশ্বরীক নেতৃত্ব দিতেন। তাই তিনি কখন ও এ প্রশ্ন করতেন না, যে আজকে কি খাবার তৈরী হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সম্রাট মাত্র একবার আহার গ্রহণ করতেন, কিন্তু তার সভাসদ সুযোগ খুঁজে আহার করতেন। তবে তাদের তেমন কোন নিয়ম ছিল না। সম্রাটের সন্তুষ্টির জন্য

৬৫. বিপ্লবী মোজাদ্দেদ –পৃ. ৬৩

৬৬. ভারত বর্ষের ইতিহাস মাহমুদুল হাসান, পৃ. ৪২৯

Dhaka University Institutional Repository

ভৃত্যদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হতো অথচ সম্রাটের আহার গ্রহনের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। এক ঘন্টার নোটিশে আদেশ পাওয়ার পর এক শত প্রকার খাদ্য পরিবেশন করা হতো বলে কথিত আছে। অন্তঃপূরের মহিলারা এই খাদ্য রান্না ঘর থেকে খাবার ঘরে নিয়ে আসতো, এ দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করা হতো। সকল দক্ষ ভৃত্যকে যে কোন দায়িত্ব দেয়া হোক না কেন, তারা সে সকল দায়িত্ব সুষ্ঠ ভাবে আঞ্জাম দিত। তাদের প্রধান থাকতো প্রধান মন্ত্রীর অধীনস্থ। এমনকি সম্রাট নিজেও তার ভৃত্যদের সম্পর্কে অবগত থাকতেন। তিনি উদ্যমী এবং বিশ্বস্তলোককে এই বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করতেন। তার উপাধি ছিল``Amir Bakwal" বা রান্না ঘরের প্রভূ। তার অধীনে এমন কিছু দক্ষ লোক ছিল, যারা সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের উত্তম খাদ্যদ্রব্য যেমন–সাক সব্জী, মাংস, তৈল, মিষ্টি ইত্যাদি সংগ্রহ করে রান্নাঘরে যোগান দিত। রন্ধনশালায় নিযুক্ত ভৃত্যেরা প্রতিদিন শত প্রকার খাদ্য তৈরী করে প্রস্তুত থাকত, যাতে উচ্চপদস্ত ব্যক্তিবর্গ আদেশদান মাত্র ভোজ শুরু করা যায়।[৬৭]

বছরের শুরুতে উপখাজাঞ্চী বাৎসরিক হিসাব করতেন এবং ``Amir Bakwal" বা রান্না ঘরের প্রধানের কাছে এক মাসের পরিমান মোহরাঙ্কিত টাকার থলে পাঠিয়ে দিতেন। আমীরে বাকাওয়াল প্রত্যেক মাসের সঠিক বিবরণী পেশ করতেন। এভাবে বার মাসের হিসাব রাখা হতো।প্রতি তিন মাস অন্তর আমীর বাকাওয়াল যা প্রয়োজনীয় মনে করতেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থান থেকে তা সংগ্রহ করতেন। যেমন–গোয়ালিয়া হাতে DEWZIRA চাল। কাশীর থেকে নির্দিষ্ট কিছু সব্জী এবং প্রসিদ্ধ স্থানে থেকে ঘি, হাস, জলজপাখি সংগ্রহ করা হতো। শহর থেকে দূরে নদীর পার্শ্বে কসাইখানা স্থাপন করে সেখানে মাংস সুন্দর ভাবে পরিচ্ছন্ন করে থলিতে মোহরাঙ্কিত করে রান্না ঘরে পাঠানো হতো, রান্না ঘরের প্রধান পূনরায় অঙ্কিত মোহর পরীক্ষা করে মাটির পাত্রে ধৌত করে রান্নার জন্য প্রস্তুত করত। এভাবে অত্যন্ত সুশৃংখল নিয়ম তান্ত্রিক ও কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রান্না বান্নার কাজ সমাপ্ত হতো যা পরবর্তীকালে উচু শ্রেণীর রন্ধনশালার একটি অলংঘনীয় নিয়মে পরিনত হয়।[৬৮]

---

৬৭. আইনে আকবরী ইংরেজী অনুবাদ, পৃ. ৬০

৬৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যের পাত্রঃ

উঁচু শ্রেণীর লোকদের খাদ্যের পাত্র সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথরের এবং মাটির দ্বারা তৈরী হত। সম্রাটের সভাসদগণ পছন্দসই পাত্র গ্রহণ করতেন। এ সকল পাত্র Sub Bakwal –এর অধীনে থাকত। রান্না শেষে সামিয়ানা টানানো হতো এবং পাহারাদার রাখা হতো এবং পাচকরা সমস্ত খাদ্যের স্বাদ নিত। `Amir Bakwal" এর দ্বারা স্বাদ নেয়ার পর খাদ্য পাত্রে তোলা হতো। স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রগুলি লাল কাপড়ে এবং তামা ও চিনা মাটির পাত্র সাদা কাপড়ে বাঁধা হতো। আমীরে বাকাওয়াল তার উপরে সীল দিতেন এবং পাত্রের গায়ে খাদ্য উপাদানের নাম লিখে দিতেন। ভাড়ার ঘরে কেরানীরা কাগজে সমস্ত পাত্র এবং খাদ্যের নাম লিখে সীল করে দিতেন যাতে কেউ কোন ভাবে পরিবর্তন করতে না পারে।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা যখন সকল খাদ্য দ্রব্য বহন করে নিয়ে যেত, তখন অন্য কাউকে খাদ্যের কাছে যেতে দেয়া হতো না। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্লেটে করে আচার কাচা আদা, লেবু এবং বিভিন্ন সবজী বহন করতো, আবার ভৃত্যগণ খাদ্যের স্বাদ নিত। টেবিলের কাপড় মাটিতে বিছিয়ে খাদ্য সাজিয়ে ভৃত্যগণ এক পার্শ্বে বসে পড়তো তখন সম্রাট এবং তার সঙ্গীরা খাদ্য গ্রহন শুরু করতেন । এরুপই ছিল তাদের খাদ্য গ্রহণের রীতি।[৬৯]

বৈবাহিক রীতিনীতি ঃ

তদানীন্তন সমাজে মুসলমান কি হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবে বিবাহের ব্যাপারে তেমন কোন ভেদাভেদ ছিল না। ইচ্ছা করলে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান পাত্রের সাথে অভিজাত হিন্দু কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হতো। সম্রাট আকবর তার পুত্র যুব রাজ সেলীমকে রাজা ভগবান দাসের কন্যার সাথে বিয়ে দেন। তিনি নিজেও একাধিক হিন্দু রমনীর পানি গ্রহণ করেন। রাজকীয় ফরমানে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে

---

৬৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বালকদের বয়স নির্ধারণ করা হয় ১৬ এবং বালিকাদের বয়স ১৪, এর কম কারও বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হতো। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে বিয়ে দেয়া যেত না। এর অতিরিক্ত যৌতুক প্রথা নিন্দনীয় ছিল। বৃদ্ধ মহিলার সহিত যুবকের বিয়ে নিন্দনীয় ছিল। যুদ্ধ বন্ধীদের স্ত্রী পরিবার পরিজনের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা সম্পুর্ণ নিবিদ্ধ ছিল। সম্রাট হিন্দুদের নানাবিধ ধর্মীয় ও সমাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন।

মধ্য বিত্তরা যার যার ধর্ম অনুযায়ী বিয়ের কার্য সম্পন্ন করতেন, কিন্তু প্রতিটি বিয়ে অনুষ্ঠানে কিছু না কিছু হিন্দুয়ানী রসম ও রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। সমাজের সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে যার যার ধর্ম মতে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন।[৭০]

শিক্ষা সংস্কৃতি ঃ

এ সময় শিক্ষার উৎকর্ষই শুধু সাধিত হয় নি বরং এর ব্যাপক সম্প্রসারণ ও ঘটে। বিশেষকরে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিতে এক নব যুগের সুচনা হয়। তিনি ফতেহপুর সিক্রী, আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মক্তব মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর অমানিশার অন্ধকার নেমে আসে।

সম্রাট আকবর আরবী ভাষা তথা কুরআন ও হাদীছ শিক্ষার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন এবং বৈষয়কি দৃষ্টিতে যে সব বিষয় শিক্ষা করা কর্তব্য যেমন, জোতি বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কারণে অধিকাংশ আলেম দেশ ত্যাগ করেন। ফলে দেশে আলিমের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসা সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। [৭১]

এমন কি ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ কাযীর সংখ্যাও কমে যায় ফলে উক্ত সময়ে অন্যতম মুসলিম অধুষ্যিত এলাকা সিরহিন্দে কয়েক বছর যাবৎ কোন কাযী নিয়োগ হয়নি।[৭২]

---

৭০. ভারত উপ মহাদেশের ইতিহাসঃ কে আলী।

৭১. বাদাউনী ২য় খন্ড পৃ. ৪–৬–৩৫৭

৭২. মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) মাকতুবাত পৃ. ১৯৫– ১ম খন্ড

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প সাহিত্য ঃ

এ সময়টি মুসলিম সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে বিবেচিত । হিন্দু ও মুসলিম প্রতিভাশালী শিল্প সাহিত্যিকরা উন্নতির শীর্ষে আরোহন করেন এবং তারা এমন শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করেন, যা যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবের বস্তু। ফার্সী ও হিন্দী সাহিত্যের প্রতি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা সমাজে সম্প্রসারিত হয় এবং সম্রাট উভয় সাহিত্যের প্রতি একই রকম আগ্রহ প্রদর্শন করেন। ঐ সময়ের সাহিত্য সাধারণতঃ দ'ুপ্রকার। যথা– ইতিহাস সম্পর্কীয় ও প্রকৃতিগত সাহিত্য। প্রকৃতিগত সাহিত্য বলতে গদ্য ও পদ্য বুঝায়, যা সরাসরি ঐতিহাসিক সাহিত্য নয়।

ঐ সমাজের ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মোল্লা দাউদের তারিখে আলফী, আবুল ফজলের আইন–ই–আকবরী, আকবরনামা, বাদাউনীর মোন্তাখাবুত তাওয়ারীখ তাবাকাত আকবরী, ফৈজীর আকবরনামা ও সাওয়াতি–উল–ইলহাম। আবুল ফজল ছিলেন কবি, সমালোচক, ঐতিহাসিক, কুটনীতিবিদ, তথ্য ও তত্ত্বের জ্ঞানের এক গ্রন্থশালা। তার রচনা শৈলী ছিল সহজ সরল এবং মনোমুগ্ধ কর। আইন–ই–আকবরী ও আকবরনামা এই দুটি গ্রন্থে সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালের খুটি নাটি মুল্যবান তথ্য রয়েছে। আবুল ফজল ও ফৈজী অত্যন্ত মুন্সী আনার সাথে দুলর্ভ রুপক উপমা ব্যবহার করতেন। আব্দুল্লাহ উজবেগ মন্তব্য করেনঃ আমি এদের কলমকে যত খানি ভয় করি সম্রাটের তরবারিকে ততখানি ভয় করিনা।

তদানীন্তন সমাজে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের প্রভূত কদর ছিল। সম্রাটের নির্দেশে বহু গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়। মোল্লা আবদুল কাদির বাদাউনী, বাল্মিকীর রামায়ণ এবং মহা ভারতের কিছু অংশ অনুবাদ করেন। হাজী ইবরাহীম হিন্দী বেদ অনুবাদ করেন এবং আবুল ফয়েজ ফৈজীও অসংখ্যক গ্রনথ সংস্কৃত ভাষা থেকে ফারসীতে অনুবাদ করেন। তার রচনা শৈলী অত্যন্ত রুচি সম্মত সর্ব প্রকার অশ্লীলতা মুক্ত। ফলে শুধু রাজকীয়ভাবে নয় সামাজিক কবি হিসাবে ও তার কদর ছিল যথেষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দী সাহিত্য ঃ

এ যুগে হিন্দী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সম্রাট আকবর হিন্দী সাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষাকতা করতেন। তার সভাবদগণের মধ্যে রাজা ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ, বীরবর প্রখ্যাত কবি ছিলেন। আবদুর রহীম খান-ই-খানান সম্রাটের দরবারে একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তাছাড়া সুরদাস, তুলসীদাস এ যুগের নামকরা কবিদের অন্যতম। কবি তুলসীদাস রচিত রামচরিত্রমানু, হিন্দী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । বঙ্গা দেশেও এ সময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং চৈতন্য ভগবত রচয়িতা বৃন্দাবনদাস। চৈতন্য মঙ্গাল রচয়িতা জয়ানদ প্রমুখ বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব এ যুগেই ঘটেছিল। কাশিরামদাস রচিত মহাভারত, কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত চন্ডিমঙ্গাল প্রভৃতিও এ যুগের সাহিত্য।

সঙ্গীত ঃ

এ সময়টি সঙ্গীতের স্বর্ণযুগ। পন্ডিত আবুল ফজল বলেন, সম্রাট নিজেই সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং এই আনন্দ দায়ক শিল্প চর্চায় নিয়োজিত সকলের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তার দরবারে মহিলা গায়ক ছিল। হিন্দুস্তানী, ইরানী, তুরানী, কাশ্মীরী সংঙ্গীতজ্ঞদের সাতটি দলে বিভক্ত করে সপ্তাহের প্রতিদিন এক একটি সঙ্গীত পরিবেশন করতে বলা হতো।

মিয়া তানসেন ছিলেন তদানীন্তন কালের সবচেয়ে খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়ারের অধিবাসী। সেখানেই তিনি সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। মিয়া তানসেন সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন ভারত বর্ষে গত হাজার বছরের মধ্যে তার ন্যায় কোন গায়ক জন্ম গ্রহণ করেন নি। তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে, রামদাসা বৈজুবারা ও সুরদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যের দাবি রাখে।কথিত আছে যে, সঙ্গীতজ্ঞ রাম দাসের বাদ্য যন্ত্র সুরে সন্তষ্ট হয়ে বৈরামখান এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্য শিল্প ঃ

এ যুগটি ভারত উপ মহাদেশের স্থাপত্য শিল্পকলা বিকাশের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।এ প্রসঙ্গে পার্সিব্রাউন যথাযথই বলেছেন–"মুঘল আমলে স্থাপত্য শিল্প ভারতীয় মুসলিম শিল্প ও স্থাপত্যর ইতিহাসে স্বর্ন যুগের সৃষ্টি করে।"

তাদের প্রায় দু'শত বছরের শাসন কালের মধ্যে এ উপ মহাদেশের স্থাপত্য শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। ভারতীয় উপ মহাদেশের বিভিন্ন অংশে তারা যে সকল সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন তা তাদের সুরুচি ও সংস্কৃতি বোধের অগ্রগতির প্রমাণ বহন করে।

ঐতিহাসিক ফার্গুশন বলেনঃ –"মুঘল স্থাপত্য সম্পুর্ণ বিদেশী। কারো মতে তা পাঠান ঐতিহ্যে ভরপুর। কারো মতে তা হিন্দু মুসলিম রীতি বা দেশীয় রীতির স্থাপত্য বলেও অভিহিত। বিশেষতঃ সম্রাট আকবরের নির্মিত ভবন গুলোর মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য রীতির মিলন ঘটেছে। ফতেহপুর সিক্রীর স্থাপত্য আকবরের শিল্প প্রীতির প্রতিফলন বলে পরিগনিত হয়।"

মনোরম অট্রালিকা ও ভবনগুলোর নির্মানে তিনি উদার হস্তে শ্বেত পাথর ব্যবহার করেছেন। এ যুগের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে ফতেহপুর সিক্রীর নির্মিত বিভিন্ন ভবন। যেমন– জামে মসজিদ, শেখ সেলীম চিশতির সমাধি দিওয়ান, সামেলা– মাকান, অম্বরের রাজ কুমারদের প্রাসাদ, যোধাবাইর প্রসাদ, তুর্কি সুলতানের প্রাসাদ এবং সাওয়ার গাহ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

সেকেন্দ্রায় অবস্থিত আকবরের সমাধি ভবন অপুর্ব স্থাপত্য কর্মের জন্য সমগ্র এশিয়ায় অতুলনীয়।এর নির্মানকার্য্য আকবর শুরু করেন এবং জাহাঙ্গীর সমাপ্ত করেন। হিন্দু ও মুসলিম বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রনে তার আমলে নির্মিত অনেক ভবনই দেখা যায়। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে সম্রাট আকবর স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অসাধারণ দুর্বলতা প্রকাশ করেন এবং প্রতিটি ইমারত নির্মানে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক প্রদান, উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি তদারক করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকলা ঃ

এ যুগে চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট ব্যক্তিগত ভাবে চিত্রকলার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।তিনি মনে করতেন চিত্রকরদের স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌছার এক অদ্ভুত উপায় রয়েছে। একজন চিত্রকর কোন কিছু অংকন করার সময় উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি তার শিল্প কর্মে জীবন সঞ্চার করতে পারছেন না। তখন তিনি বাধ্য হয়ে জীবন দানকারী আল্লাহ তাআলার কথা চিন্তা করেন। এভাবে তার জ্ঞানের প্রসার ঘটে।[৭৩]

আকবরের সময় চিত্রকলার জন্য একটি সতন্ত্র বিভাগ ছিল।খাওয়াজাহ আবদুস সামাদ উক্ত বিভাগের প্রধান ছিলেন । চিত্রের প্রতি সম্রাটের বক্তিগত আগ্রহ ছিল বলে তার পছন্দ মোতাবেক একটি রীতিও গড়ে উঠে। এমন কি বিদেশ থেকে ও শিল্পীদের আমন্ত্রন করা হতো।

এব সব শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন আঃ সামাদ, মীর সাঈদ আলী, ফারুক বেগ, দাস বন্ত, বাসাওয়ান, সনওযালদাস, তারা চাঁদ, প্রমুখ। এছ ছাড়াও অসংখ্য শিল্পী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন।

এ যুগে লাল পাথর ও লিন্টন পদ্ধিতির বহুল প্রচলন দেখা যায়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় দিল্লীর ফটক সম্ভবতঃ আকবরের রাজত্বের সর্ব প্রথম আকর্ষণীয় ইমরাত।

আবুল ফযল বলেন ঃ-"আগ্রার দুর্গে বালা এবং গুজরাটি রীতিতে পাচশতের ও অধিক লাল পাথরের চমৎকার ইমরাত নির্মিত হয়।"

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অফুরন্ত বিত্ত বৈভব এবং সম্রাটের সাংস্কৃতিক মনন ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ভারতবর্ষের দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, ফতেহপুর সিক্রী প্রভৃতি স্থানে নির্মিত স্থাপত্য কীতি এ সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার স্বাক্ষর বহন করে আছে।

---

৭৩. আবদুল ফজল, আইনে আকবরী ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় ঃ

এ যুগে বিশেষ করে ষষ্টদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় আলোড়নের সৃষ্টি হয়।মুসলমান সম্রাটগণ অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন।এ সময় ভক্তি আন্দোলনে রাম প্রাসাদ, সুরদাস, কবির, নানক, তুলসী দাস প্রমুখ সাধক, পুরুষ নিজ নিজ ধর্মে প্রভূত অবদান রাখেন। এক দিকে বৈষ্ণব ধর্ম উত্তর ভারত ও বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, অপর দিকে ভণ্ডসুফী মতবাদও এ সময় ভারতীয় মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে।অপর দিকে সম্রাট আকবরের প্রচারিত ধর্মমত দীন–ই–ইলাহী এবং সুলহে–কুল–এর কারণে এ উপমহাদেশ হতে দীনইসলাম চিরতরে উৎখাতের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে যায়।এ ছিল তখনকার ধর্মীয় অবস্থা।

সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি

প্রথম জীবনঃ

(১) প্রথম জীবনে সম্রাট আকবর একজন সুন্নী মুসলমান ছিলেন, তিনি শরীয়তের অনুশাসন কঠোর ভাবে মেনে চলতেন। তিনি আলিম, উলামা, পীর দরবেশদের অত্যান্ত শ্রদ্ধা করতেন। ১৫৭৮ খ্রীঃ পর্যন্ত একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করার পর সম্রাট আকবরে চিন্তা ধারায় পরিবর্তন দেখা যায়।

(২) উলামা ও পীর দরবেশদের সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আকবর যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন এবং শরীয়তের যাবতীয় বিধান মেনে চলতেন। তিনি অনেক সময় আযান দিয়ে নামাজের ইমামতিও করতেন। তাছাড়া অধিক পূন্যের আশায় তিনি মসজিদ ঝাড়ু দিতেন।[৭৪]

(৩) প্রথম জীবনে সম্রাট আকবর রীতিমত পাঁচ বার জামাআতে নামাজ আদায় করতেন, এ জন্য তিনি সপ্তাহের সাত দিনের জন্য সাত জন ইমাম নিয়োগ করেন।[৭৫]

---

৭৪. শাহ নেওয়াজ খান –২য় খন্ড পৃ. ৫৬১

৭৫. বাদাউনী, ২য় খন্ড– পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

(৪) প্রতি বছর আকবর হজ্জের মৌসুমে একজন আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করতেন এবং এ মর্মে ঘোষনা করা হত যে, যে কেউ আমীরে হজ্জের সাথে হজ্জে গমন করবেন তার সমূদয় খরচ সরকার বহন করবে।তাছাড়া প্রতি বছর কাবা ঘরের জন্য এবং তার প্রতি বেশীদের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। হাজীদের বিদায় মুহূর্তে এহরামের কাপড় পরিধান করতেন। মস্তক মুণ্ডন করতেন।তাকবীর পাঠ করে খালি মাথায় নগ্নপদে বুহুদুর পর্যন্ত গমন করতেন।

(৫) সম্রাট রাসুল (সঃ) এবং তার পরিবার পরিজনের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যার ফলে তিনি তার যমজ সন্তানের নাম রাখেন যথাক্রমে হাসান ও হুসাইন।[৭৬]

(৬) আবুল ফযল তার দরবারী জীবনের প্রথম দিকে আয়াতুল কুরসীর তাফসীর লিখে সম্রাট আকবরকে উপহার দিলে তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং তাকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থটি সসম্মানে রাজকীয় গ্রন্থগারে সংরক্ষিত হয়। একই সময় মোল্লা আঃ কাদির বাদাউনী চল্লিশ হাদীছের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। তাছাড়া ইসলামী সাহিত্যের প্রতিও আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল। প্রত্যহ রাতে নিদ্রা যাবার পুর্বে নকীব খানের নিকট থেকে ধর্মীয় গ্রন্থের কিছু অংশ শ্রবন করে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করতেন। [৭৭]

ইসলাম ধর্মের প্রতি আকবরের অনীহার কারণ

(১) গৃহ শিক্ষকের ও পারিবারিক প্রভাব ইসলামের প্রতি আকবরের অনীহার প্রধান কারণ। আকবরের পিতা ও পিতামহ একেবারে গোড়া মুসলমান ছিলেন না। তার মাতা হামিদাবানু বেগম এবং গৃহ শিক্ষক আঃ লতিফ ছিলেন উদার মতাবলম্বী। শিক্ষক আঃ লতিফের নীতি ছিল সুলহ–ই–কুল অর্থাৎ সার্বজনীন সহিষ্ণুতা। তিনি তার ছাত্রের মধ্যে এই ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন এবং উদার নীতির মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। সুতরাং পারিবারিক এবং শিক্ষকদের প্রভাব আকবরের ধর্মদর্শন ও মানসিকতা পরিবর্তনের সহায়ক হয়।[৭৮]

---

৭৬. বাদাউনী পৃ. ৬৯

৭৭. বাদাউনী পৃ. ৩১

৭৮. ভারতীয় উপমাহদেশের ইতিহাস পৃ. ৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

(২) **যুগের প্রভাবঃ** বিশ্ব ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী ছিল সন্দেহ, সংশয় ও অনুসন্ধানের যুগ এবং আকবর ছিল এ যুগেই একজন সম্রাট।[৭৯] সে যুগ ছিল ধর্মান্দোলনের অকে নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। সে সময় বিশ্ব প্রেম, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচারের জন্য। এ সকল নেতার আদর্শ ও উদারতা আকবরের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তার রাজপুত পত্নীদের প্রভাবও তার উপর নেহায়েত কম ছিল না।

(৩) মাযহাবী দ্বন্দ্বঃ–শিয়া সুন্নী ও সুফী সম্প্রদায়গুলির দ্বন্দ্ব এবং গোড়ামী সম্রাট–এর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সুস্টি করে। [৮০] অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তিনি ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি উদার ও উন্নতমনা ছিলেন। তার অন্তরে পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং ধর্মের ব্যাপারে চরম উদার ভাব সৃষ্টি হলে তিনি ক্রমেই সকল ধর্মের সার গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং হিন্দু, জৈন ও পারসিক ধর্মের সার ও মুল কথা কি তা জানার জন্য কৌতুলী হয়ে উঠেন।[৮১]

(৪) ৯৮৩ হিজরীতে ফতেহপুর সিক্রিতে তিনি ইবাদত খানা নির্মাণ করেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মনীষী একত্রিত হয়ে পরস্পর আলাপ আলোচনা ও তর্কযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন।[৮২] সম্রাট তা শুনতে খুবই পছন্দ করতেন।আলোচনা ও তর্ক বির্তকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম নেতা বিশেষ করে খাদেমুলমুল্ক ও আবদ–উন্–নবীর মধ্যে ঘৃন্য বিবাদের ফলে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং উভয়কে ধর্মীয় নেতা হিসাবে অনুপযুক্ত মনে করেন।শায়খ মুবারক তাকে পরামর্শ দেন যে, রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হওয়া সত্যেও তিনি ধর্মীয় নেতা হতে পারেন।[৮৩]

---

৭৯. A short history of muslim Rule in India p-289

৮০. বাংলাদেশ ও পাক ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস, কে আলী পৃ. –৬৪–৬৫

৮১. ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস পৃ. ২৬১, এ,কে,এম, আঃ হালীম

৮২. তাবাকাত আকবরী, –৫ খন্ড পৃ. ৯০–৯১

৮৩. ভারতে মুসলিম রাজ্যের ইতিহাস পৃঃ ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

(৫) অসৎ আলেমরা উক্ত ইবাদত খানায় দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন, তাদের এক দল মাখদুমূল-মুলক -এর নেতৃত্বে এবং অন্য দল শায়খ আবদ-উন-নবীর নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা একজন অন্য জনকে ফাছিক, মুরতাদ, আহমক বলে গালি গালাজ করতেন, এতে সম্রাটের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।তিনি মোল্লা বাদাউনীকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে যেন কোন আলিম এরূপ অসংলগ্ন কথা বার্তা না বলেন।[৮৪]

(৬) দুনিয়াদার আলিম মাখদুমুল মূলক স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য যাকাৎ ফরব না হওয়ার এক অভিনব পন্থা আবিস্কার করেন। বছরের শেষের দিকে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি স্বীয় স্ত্রীর কাছে অর্পন করতেন এবং বছর শেষ হওয়ার পুর্বেই আবার ফিরায়ে নিতেন। এ সংবাদে সম্রাট তার প্রতি দারুনভাবে ব্যথিত হন। ফলে এর প্রতিক্রিয়া সম্রাটের মনে দারুনভাবে রেখাপাত করে।

(৭) এ সময় শায়খ তাজুদ্দীন ইবাদত খানায় আগমন করেন এবং সম্রাটের জন্য তাজিমী সিজদার (যমীনবুস) প্রচলন করেন। শায়খ ইব্রাহীম নামক জনৈক ব্যক্তি জাল হাদীছের মাধ্যমে প্রমান করেন যে, দাড়ী মুণ্ডানো জায়েজ। কারণ হিসাবে বলা হয়, জান্নাতী মানুসের চেহারা দাড়ীবিহীন হবে।এ ঘটনা সম্রাটকে দাড়ি মুন্ডনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি দাড়ি মুন্ডান বৈধ ঘোষনা করেন।[৮৫]

(৮) মাযাহাবের চার ইমামদের অনুসারী দিগকে জনাকীর্ণ সভায় আবুল ফজল বলতেন, আমার সামনে কেউ ঐ সমস্ত মিষ্টান্ন বিক্রেতা চর্মকার ইত্যাদির কথা বলবেন না, যারা অন্ধ অনুকরণের নিগুঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।এভাবে আবূল ফজল ও তার অনুসারীরা সম্রাট কে ইমামদের অনুকরণ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।[৮৬]

(৯) এ সময় আবুল ফজল সম্রাটকে এই বলে ফতোয়া দেন যে,ডাক্তারের পরামর্শে মদ পান করা বৈধ। নব বর্ষের ভোজে আকবর উলামা, কাজি, মুফতীদেরকে মদ পান করার জন্য উৎসাহিত করতেন।

---

৮৪. বাদাউনী - পৃ. ২৫৫

৮৫. প্রাগুক্ত ২য় খন্ড ২১২পৃ.

৮৬. প্রাগুক্ত ৩৪৭.পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৎ আলেমগণ ইবাদত খানা পরিত্যাগ করেন। সম্রাট আকবর ও সত্যান্বেষী আলমদের প্রভাব থেকে নিজকে মুক্ত করার ইচ্ছায় তারদের সকলকে রাজধানী শহর দিল্লী থেকে বহিষ্কার করেন। 'মাহযিরনামা' বা 'সর্বময়কর্তৃত্বের' ঘোষনার মাধ্যমে অবশিস্ট সকল আলেমদের বাক স্বাধীনতা হরণ করেন।[৮৭]

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে-সানী (রঃ) বলেন, আকবরের সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য দুনিয়াদার অসৎ আলিমরাই দায়ী।[৮৮]

(১০) ভন্ড সুফীরাও আকবরের মনমানসিকতা পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ সময় অনেক সুফী ওহ্দাত-উল-ওজুদ বা হামাউস্ত অর্থাৎ সবই তিনি এর ধারক বাহক ও প্রচারক ছিলেন।তাদের ধারনা ছিল, অবিশ্বাসীরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না। পরে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।তারা আরও মনে করতো, যুগের সুলতানই পরিপূর্ন মানুষ। কাজেই তার সম্মানে সিজদা করা বৈধ।[৮৯]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রঃ) বলেন এ সময়ের অধিকাংশ জাহিল সুফী, অসৎ আলিমদের ন্যয় ছিল। তাদের ফিতনা ছিল সুদুর প্রসারী।[৯০]

(১১) হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদেরকে আকবর খুবই সম্মান করতেন। তারা আকবররকে দেবতা জ্ঞান করতো।তাদের সংস্কৃত কবিতার মধ্যে ভবিষ্যদ্বানী ছিল, ভারত বর্ষে অদুর ভবিষ্যতে একজন দিগ্বিজয়ীর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি ব্রাহ্মনদের সম্মান করবেন এবং ন্যায় পরায়ন হবেন।[৯১]

---

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

৮৮. মাকতুবাত, ১ম খণ্ড, নং- ৩৩, ইমামে রব্বানী।

৮৯. বাদাউনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮

৯০. মাকতুবাত, ১ম খণ্ড, নং-৪৭, হযরত মোজাদ্দেদ।

৯১. বাদাউনী, পৃ. ৩২৬

Dhaka University Institutional Repository

রাজা বীরবল, পুরুষোত্তম ও দেবী নামক ব্রাহ্মন আকবরের মানসিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। ব্রাহ্মনদের প্রভাবে আকবর সামন্তবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন।দেবী তাকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন।তাছাড়া যৌবনে তিনি রানী যোধাবাই ও অন্যান্য হিন্দু ও রাজপুত রমনীদের বিয়ে করেন। যার ফলে হিন্দুদের সাথে অবাধ মেলা মেশার কারণে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।[৯২] হেরেমের রাজপুত ও হিন্দু রমনীদের প্রভাবে আকবর গোশত পর্যন্ত পরিহার করে চলতেন। কথিত আছে দীর্ঘ সাত মাস পর্যন্ত তার রন্ধনশালায় কোন রূপ গোশত রান্না হয় নাই। [৯৩]

(১২) ষোড়শ শতাব্দীতে আগ্রায় জৈনদের একটি কেন্দ্র ছিল।সম্রাট প্রথম সেখানে তাদের সাহাচর্য্যে আসেন। হিরা বিজয়াশ্বরী ও জয়চন্দ্রশ্বরী নামক দুজন জৈন আচার্যের প্রভাবে আকবরের নুতন ধর্ম চিন্তা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেয়া এবং গোশত পরিহার করা মূলতঃ জৈন আচার্যের প্রভাবের ফলশ্রুতি।[৯৪]

(১৩) পারসিক ধর্মগুরু দাস্তর মিহারাজিরানা, যিনি গুজরাটে অবস্থান করতেন। তিনি সম্রাটকে জোরো যুস্ত্রীয় ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত করেন।[৯৫] তিনি আগুনকে সকল সৃষ্টির উৎস মনে করেন। এবং তা মনে প্রানে শ্রদ্ধা করতে থাকেন।[৯৬] ধর্ম গুরুদের দ্বারা আকবর এতই প্রভাবিত হন যে, তিনি মোল্লা আবুল ফজলকে তার দরবারে পবিত্র শিখা অনির্বাণ প্রজ্জলিত রাখার নির্দেশ দেন।[৯৭] তাদের প্রভাবে আকবর সূর্যের পুজা শুরু করেন। কারণ সূর্য্য হল সমস্ত আগুনের উৎস।[৯৮] ঐতিহাসিক বাদাউনী বলেন,আকবর প্রদীপ জালাবার সময় দাঁড়িয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা সভাসদের জন্য বাধ্যতামূলক করেন।[৯৯] তাদের প্রভাবে মৃত দেহকে ইসলামী নিয়ম অনুসারে দাফন করাকে আকবর অপছন্দ করতেন।

---

৯২. নাদাওয়াতুল মোছান্নে ফীন পৃঃ ১১৬
৯৩. মাতবায়ে লাওলাকসুর (আবুল ফজল) পৃঃ ১৩ ভুমিকা
৯৪. ইশ্বরী প্রাসাদ পৃ. ২৯২
৯৫. ইশ্বরী প্রাসাদ, পৃ. ২৯৩
৯৬. আবুল ফযল, পৃ. ২৫
৯৭. বাদাউনী –২য় খন্ড– ২৬১ পৃ
৯৮. আইনে আকবরী প্রথম খন্ড, পৃ. ৪৭
৯৯. বাদাউনী ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

(১৪) ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসন্ধানী মন তাকে খ্রীস্টানদের সাহচর্যে নিয়ে আসে।ফতেহপুর সিক্রীর ইবাদত খানায় ধর্ম আলোচনায় যোগদান করার জন্য সম্রাট তাদের আমন্ত্রন জানাতেন।

খ্রীষ্ট ধর্ম মতের প্রতি সম্রাট যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করেন।[১০০] তাদের প্রভাবে সম্রাট –এর মনে কুরআন ও মুহাম্মদ (সঃ) –এর প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সম্রাট এর নির্দেশে আবুল ফজল পবিত্র ইনজিলের ফার্সি ভাষায় অনুবাদের সময় বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম এর পরিবর্তে "যীশু খ্রীষ্টের নামে শুরু করছি" এভাবে অনুবাদ করেন।[১০১]

(১৫) মুক্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্রাট আকবরের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিরাট ভুমিকা পালন করেন। এদের প্রধান ছিলেন শেখ মোবারক, আবুল ফয়েজ ফৈজী, আবুল ফজল ও রাজা বিরবল। এদের মধ্যে আবুল ফজলই সব চেয়ে বেশী দায়ী। আবুল ফজল ছিলেন অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি আকবরের দরবারে বহু খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মুক্ত বৃদ্ধিজীবিদের অনুসারী ছিলেন।সম্রাট এর উপর তিনি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্রাট শরীয়তের সত্য পথ হতে বিচ্যুত হন।[১০২]

মুক্ত বুদ্ধিজীবিগন যুক্তির অনুসারী হিসাবে শরীয়তের বিধি বিধানকে অবিশ্বাস করতেন। এদের প্রভাবে আকবর যুক্তিবাদী হয়ে উঠেন। তিনি বলতেন, যদি কেউ ধর্মীয় বিধি বিধান জানতে চাও তবে মোল্লাদের জিজ্ঞাসা কর, আমরা তো কেবল সে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করি যা যুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন।[১০৩]

---

১০০. ইশ্বরী প্রাসাদ, পৃ. ৩০১

১০১. বাদাউনী ২য় খন্ড, পৃ. ২৬

১০২. ইসকান্দর মুন্সী –২য় খন্ড– ৩২৫

১০৩. স্মীথ,পৃ. ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীন-ই-ইলাহী

১৫৫৬-১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবর ছিলেন একজন সুন্নী মুসলমান ১৫৭৪-১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তার ভাব প্রবণ মনে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তখন তাকে সন্দেহ বাদী অহী অবিশ্বাসী, যুক্তিবাদী মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অবশেষে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের ধর্মীয় চিন্তাবোধ চূড়ান্ত রুপ ধারন করে। ফলে তিনি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে সর্ব ধর্মসার দ্বীন-ই-ইলাহী প্রচার করেন।[১০৪]

আইনে আকবরী ৭৭নং আইনে দ্বীন-ই-ইলাহীর মৌলিক আদর্শ ও রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে দ্বীনে ইলাহীর অনুসারিদের মধ্যে নিম্নোক্ত আদর্শ ও রীতিনীতির প্রচলন ছিলঃ

(১) দ্বীন-ই-ইলাহীর অনুসারীরা নুতন প্রথায় সম্ভাষণ করতেন। পরস্পর দেখা হলে বলতেন, "আল্লাহ আকবার" উত্তরে বলা হত "জাল্লা জালালুহু।"

(২) এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে জন্ম বার্ষিকী পালন করতে হতো এবং সে সময় ভোজের আয়োজন করে দরবারীদের দাওয়াত দেয়া হতো।

(৩) দ্বীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের যতদূর সম্ভব গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হতো। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব-স্ব জন্ম মাসে গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

(৪) মৃত্যুর পর দাওয়াতের মাধ্যমে লোক খাওয়ানোর পরিবর্তে জীবিত কালেই এই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হতো।

(৫) দ্বীনে এলাহীর সদস্যরা কসাই, ধীবর, ব্যাধ প্রভৃতি নিম্ন জাতীর লোকদের সহিত মেলামেশা করতো না।

(৬) দ্বীন-ই-ইলাহীর ধর্মের অনুসারীরা আগুনকে পবিত্র জ্ঞান করতো এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। এ ধর্মের অনুসারীরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

---

১০৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) যারা ধন–সম্পত্তি সম্রাটের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল তারা প্রথম শ্রেণী।

(খ) যারা ধন ও জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তারা দ্বিতীয় ।

(গ) যারা ধন, জীবন ও সম্মান উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তারা তৃতীয়।

(ঘ) যারা ধন, জীবন, সম্মান ও ধর্ম সম্রাটের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তারা চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল।[১০৫] "দ্বীন–ই–ইলাহী" ধর্ম মতের জন্য সম্রাট এমন কতক আইন প্রনয়ণ করেছিলেন যা ইসলামের জন্য ধ্বংসাত্মক। ঐতিহাসিক বাদাউনী ডঃ স্মিথ এর ভাষায় বলেন–"আকবর মসজিদ গুলোকে আস্তাবলে রুপান্তরকরণ, নামাজ নিষিদ্ধকরণ, মক্কায় হজ্জ বন্ধ করে দেয়া, সম্রাট কে সিজদা করা, আযান দেয়া বন্ধ করা, কুরআন হাদীছ পড়া নিষিদ্ধ করা, দাড়ী কেটে ফেলা, আলেম ওলামাদের বিতারিড়ত করা ইত্যাদি তার সময়কার জঘন্যতম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন।

ইসলাম ধর্মের সংগে দ্বীন–ই– ইলাহীর বিরোধঃ

(১) ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ (ক) কালিমা (খ) নামাজ (গ) রোজা (ঘ)হজ্জ (ঙ) যাকাত। আকবর ইসলামী বুনিয়াদের পরিপন্থী সকল কর্মকান্ড দ্বীন–ই–ইলাহীর মাধ্যমে কুরবানী দেন।

(ক) পবিত্র কালিমা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ"–এর পরিবর্তে প্রচার করেন "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারু খলীফাতুল্লাহ।"[১০৬]

সম্রাট আকবর আল্লাহর নবীর নামকে অপছন্দ করতেন। তার পৌত্রদের নাম শাসানীয় বাদশাহদের নামের অনুকরণে হাওশংগতাহমুরাছ এবং রোয়াসানগার রাখেন।[১০৭]

---

১০৫. ভারতীয় উপ মাহাদেশের ইতিহাস পৃ. ৩৪

১০৬. বাদাউনী পৃ. ২৭৩

১০৭. আকবর নামা –পৃ ঃ ৩১৪ ২য় খন্ড ও ৩৫৮ ৩য় খন্ড

Dhaka University Institutional Repository

(খ) নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। সম্রাট আকবর শাহী মহলে ও দরবারে নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। ঐতিহাসিক মোল্লা বাদাউনী বলেন,–সেখানে কেউই প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতে পারত না।[১০৮]

(গ) ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ রোজাঃ আবুল ফজল ও অন্যান্য অনুসারীরা মাহে রমজানকে ক্ষুধা তৃষ্ণার মাস বলে বিদ্রুপ করতো।[১০৯] আকবরের নির্দেশ ছিল, রমজান মাসে কমপক্ষে একটি পান মুখে দিয়ে হলেও যেন দরবারে আসা হয়।নতুবা তাকে রোজা রাখার অপরাধে পাকড়াও করা হবে।[১১০]

(খ) ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ যাকাতঃ সম্রাট আকবর একটি রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে যাকাত উসুলকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন।[১১১]

(গ) পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ ঃ আকবর হজ্জে গমননেচ্ছুক ব্যক্তিদের উপর কড়া কড়ি বিধি নিষেধ আরোপ করেন। বাদাউনী বলেন,এ সময় আকবরের নিকট হজ্জের অনুমতি চাওয়া মৃত্যুকে আহবান করার মত ব্যাপার ছিল।[১১২]

ইসলাম ও মুসলমানের দুরাবস্থাঃ

১। এ নতুন ধর্ম তাওহীদি ধ্যান ধারণাকে পরিত্যাগ করে সূর্য্য, নক্ষত্র, আগুন, পানি, বৃক্ষ, বানর, প্রভৃতি পূজার সূচনা করে। আখিরাত বা পরকালীন বিশ্বাসের পরিবর্তে ব্রাহ্মন্য ও চানক্য সমাজের পূণর্জন্মবাদ বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত হয়।

২। মুসলমানদের পবিত্র কিব্‌লাহ ক্বাবা শরীফ–এর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে নুতন ধর্মের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে মাথা পুর্ব দিকে এবং পা পশ্চিমে দিকে রাখা হতো। মৃতকে দাফন করার পর সুর্যের আলো প্রবেশ করার মত কবরে একটি জানালা রাখা হতো। পরে এ আইন বাতিল করে মৃতকে পোড়ানোর ব্যবস্থা করার আইন জারী করা হয়।

---

১০৮. বাদাউনী পৃ. ৩০৫
১০৯. খাজা ওবায়দুল্লাহ পৃ. ২৫
১১০. তাযকেরাতুল মুলক, পৃ. ২৩১
১১১. রুকআতে আবুল ফযল, পৃ. ৬২
১১২. বাদাউনী ২য় খন্ড পৃঃ ৬৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৩। পর্দা প্রথা ইসলামের অন্যতম বিধান। তখনকার রাষ্ট্রীয় বিধান এই ছিল যে, যে সব যুবতী রাস্তায় কিংবা বাজারে বের হবে তাদের চেহারা অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।

৪। বিয়ে সম্পর্কে এই আইনজারী করা হয় যে, কেউ তার চাচাতো, খালাতো, মামাতো বোনকে বিয়ে করতে পারবে না। ১৬ বছরের কম কোন ছেলে এবং ১৪ বছরের কম কোন মেয়ে বিয়ে দেয়া চলবে না। কোন পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারবে না। ঋতুহীনা স্ত্রী লোক কখনও স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না।[১১৩]

৫। মদ, জুয়া ব্যাভিচার বৈধ বলে ঘোষণা করেন। কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভাল্লুক এর গোস্ত হালাল ঘোষনা করেন। অপর দিকে গরু, মহিষ, উট ও বকরির গোস্ত সম্পর্কে হারামের সুস্পষ্ট ফরমান জারী করেন।[১১৪]

৬। আরবী ইল্‌ম শিক্ষা করাকে অমার্জনীয় অপরাধ এবং কুরআন হাদীছের শিক্ষার্থীদেরকে মারদুদ বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১১৫] এ অবস্থায় সকলেই আরবী ইলম, পরিত্যাগ করে, তার পরিবর্ততে জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, অংক, প্রভৃতি অধ্যায়ন ও চর্চা শুরু করেন।[১১৬]

৭। মাদ্রাসা, মসজিদ ধবংস করা হয়[১১৭] প্রতিবাদকারী সত্যপন্থী আলেমদেরকে নির্বাসিত করা হয়।

৮। হিন্দুদের প্রভাবে গরু জবাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়। পবিত্র মাহে রমজানের প্রতি করা হয় মর্মন্তুদ অবমাননা।পক্ষান্তরে হিন্দুদের একাদর্শীর সম্মানের খতিরে মুসলমানদেরকে তাদের দৈনন্দিন পানাহার ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এমন কি কোন মুসলমান যদি সেখানে ইসলামী বিধি নিষেধের কথা উল্লেখ করতো, তবে তাহাকে প্রানদণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা হতো।[১১৮]

---

১১৩. বিপ্লবী মোজাদ্দেদ পৃ. ৬২

১১৪. প্রগুক্ত।

১১৫. বাদাউনী ২য় খন্ড পৃঃ ৩১৭

১১৬. মাকতুবাত, ২য় খণ্ড।

১১৭. প্রাগুক্ত।

১১৮. বিপ্লবী মোজাদ্দেদ পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

৯। খাতনা করা সম্পর্কে আইন জারী করা হলো যে, ১২ বছরের কম কোন ছেলের খাতনা করা যাবে না। ১২ বছর পার হলে খাতনা করা না করা ছেলের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।[১১৯]

১০। সাধারণ দরবাদীদের সাথে দুনিয়াদার আলেমরাও বাদশাহ আকবরকে সিজদাহ করতো যা তাজামী সিজাদা নামে প্রচলিত ছিল।[১২০]

১১। আকবর প্রচার করতেন ওহী বা প্রত্যাদেশ বলতে কিছু নেই। কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ঐটা বিশ্বাস করতে পারে না।ঐটা "বেদুইন সরদারদের মনগড়া কথা"। মুজেজা এবং মিরাজকে হাসির খোরাক হিসেবে ব্যবহার করতেন। মাযহাবের ইমামদেরকে অবমাননাকর ভাষায় গালি দিতেন। সাহাবাদের সম্পর্কে বলতেন "সামান্য কয়েকজন দরিদ্র সর্বহারা বেদুইন উটের রাখাল ছিল ইসলাম প্রচারের সাহায্যকারী, তাদের পেশা ছিল দিনের আলোতে রাহী মুসফিরদের সর্বস্ব লুন্ঠন করা এবং কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করে নর হত্যা করা এবং এরাই ছিল তৎকালীন ফিতনা ও বিবাদের মুল।[১২১]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সু-স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যে দ্বীন ইসলামের ধবংসের উদ্দেশ্য আকবর এ পদক্ষেপ গ্রহন করেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য এ সময়টি ছিল খুবই মারাত্বক। এ সময়ের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রঃ) বলেন "মুসলামানরা ইসলাম প্রচার করতে পারতোনা, যদি কেউ প্রচারে সচেষ্ট হতো তবে তাকে হত্যা করা হতো।"[১২২]

এ বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় দ্বীনের হিফাজতের জন্য এমন একজন মুজাদ্দিদকে প্রেরন করেন, যিনি ইসলামের দরদ ও আবেগভরপুর অন্তঃকরণে ধর্ম দ্রোহীতা ও বেদ্বীনী কার্য্যকলাপকে সমূলে উৎপাটন করে আল্লাহর কানুন তথা প্রকৃত দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন।

আল্লহ তায়ালা হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানীর উপর এ বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। আমরা তার সংস্কার সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করতে প্রায়াস পাবো।

১১৯.আবুল ফযল, আইনে আকবারী,১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

১২১. বিপ্লবী মোজাদ্দেদ পৃ. ৮৩

১২২. মাকতুবাত ,পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রঃ)

পরিচয়ঃ

তার প্রকৃত নামঃ শায়খ আহমদ সিরহিন্দী আল-ফারুকী, উপনামঃ আবুল বারাকাত, উপাধিঃ বদরুদ্দীন,

পরবর্তীকালে ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী শায়খ আহম্মদ ফারুকী সিরহিন্দী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর বংশধর। তাঁর পিতার নাম শায়খ আবদুল আহাদ রহমাতুল্লাহ। তার পুর্ব পুরুষগণ আরবের হিজায প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। ৯৭১ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল রোজ শুক্রবার সিরহিন্দ নামক স্থানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন ঃ

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রাঃ)-এর শিক্ষা দীক্ষার প্রতি পিতা মাতা বিশেষ যত্ন নিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ে তিনি কুরআন হিফজ করেন।অতঃপর ইলমে দ্বীনের অনেক কিতাব স্বীয় পিতা আবদুল আহাদ (রঃ)-এর নিকট অধ্যায়ন করেন। সিরহীন্দের অন্যান্য খ্যাতিমান আলিমের কাছে থেকেও দ্বীনী ইলম অর্জন করেন। তাসাউফ বা ইল্‌মে মারেফাত সম্মানীয় ওস্তাদদের কাছে শিক্ষা করেন। আওয়ারিফুলমা'রিফ, ফুসুলুলহিকাম প্রভৃতি কিতাব তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের নিকট পড়েছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি জাহিরী ও বাতিনী ইলমের এক বিরাট ভান্ডারে পরিণত হন।

কর্মজীবন ঃ

ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার মধ্যে দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে তার নিকট দলে দলে শিক্ষার্থী আসতে শুরু করেন। দিন রাত শিক্ষা দেয়ার কাজ চলতে থাকে। বহুলোক তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সনদ লাভ করেন। অবশেষে তিনি ইলমে জাহিরিতে এরূপ পরিপূর্নতা অর্জন করেন যে, মুজতাহিদের দরজায় উন্নীত হন। এ

Dhaka University Institutional Repository

সময় তিনি রাজধানী আগ্রায় গমন করেন। বাদশাহর সেনাবাহিনীর অনেকেই তার জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হন। এমন কি সমকালীন আলিমরা তার থেকে তাফসীর গ্রহণ করতে থাকেন। এর মাধ্যমে তার ইলম ও ইজতিহাদের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তার প্রগতিশীল ধর্মীয় চিন্তা ধারার জন্য তাকে মুজাদ্দিদে আল ফেসানী অর্থাৎ দ্বিতীয় সহস্রের ধর্মসংস্কারক বলা হয়। তিনি ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপকে ঘৃনা করতেন। এ কারণে ভণ্ডসুফী ও অসৎ আলিমদের পথে আনার জন্য শরিয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর বিরোধিতা করে এর মূল উৎপাটন করতে ব্রতী হন। এ কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে বন্ধী করেন।অবশ্য জাহাঙ্গীর কিছু দিনের মধ্যেই ভুল বুঝতে শুরু করে।হযরত মুজাদ্দিদকে স্বসম্মানে মুক্তি দিয়ে তার শিষ্যত্ব বরণ করেন।

তিনি সমকালীন বিশ্বের গ্রীক দর্শন এবং মুতাজিলা দর্শনের বিরুদ্ধে অবলম্বন করেন।এক কথায় গোটা হিন্দুস্থানে সকল ফিৎনার উৎসকে ধ্বংস করে ইসলামের আলো পুনরায় প্রজ্জলিত করেন।

মৃতঃ

তিনি ১০৩৪ হিজরীর সফর মাসের ২৮ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁকে সিরহিন্দ শরীফে দাফন করা হয়।

انا لله وانا اليه راجعون

চারিত্রিক গুনাবলী ঃ

হযরত শায়খ আহমদ (রঃ) ছিলেন নবী চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। ধর্ম ও সহিষ্ণুতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। দয়া-মায়া, উদারতা, ক্ষমা, মহানুভবতা ইত্যাদি গুনে তিনি ভুষিত ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা ও ন্যয় পরায়নতা, নির্ভিকতা, তেজস্বীতা ইত্যাদি মহৎগুনের সমাবেশ তার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। তার উপস্থিত বুদ্ধির বেশ খ্যাতি ছিল। মিষ্টভাষী, সদালাপী ও বিনয়ী হিসাবেও তার তুলনা বিরল।তিনি ধীর ও গম্ভির স্বরে লোক জনের সাথে কথা বার্তা বলতেন। কখনও খিল খিল করে হাসতেন না। পরের দুঃখে তিনি খুবই ব্যাখ্যা অনুভব করতেন।[১২৩] এহেন ব্যক্তিত্ব সাধারনতঃ খুজে পাওয়া যায় না। এক কথায় নবী চরিত্রের সমস্ত গুনের সমাবেশ তার মধ্যে হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

---

১২৩. বিপ্লবী মোজাদ্দেদ পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ) – এর সাথে আবুল ফজল ও আবুল ফায়েজ ফয়জির সাক্ষাৎ এবং আনুগত্যতাঃ

একদিন আবুল ফজল দার্শনিকদের প্রসংশা করতে গিয়ে আলীমদের সম্পর্কে অশোভন উক্তি করেন। হযরত দার্শনিককুল শিরোমনি হযরত ইমাম গাজালী (রঃ) তাঁর "আল –মুনকিজ আনিদ্–দালাল" কিতাবে লিখেছেন যে, দার্শনিক ও চিকিৎসকদের সমস্ত বিদ্যা নবীগণের প্রদত্ত শিক্ষা থেকে চুরি করা হয়েছে। সুতরাং তাদের বাহাদুরী করার কিছু নেই। এ উত্তরে আবুল ফজল ক্রোধস্বরে ইমাম গাজালী সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলা শুরু করেন। হযরত মুজাদ্দিদ তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, যদি ইলমের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকে তবে আলিমদের ব্যাপারে নিজের জিহবাকে সংযত করুন। এই বলে তিনি মজলিশ থেকে চলে যান। পরে এ ব্যাপারে আবুল ফজল অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং পুনরায় আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন।[১২৪]

এ সময় অন্যতম ভাষাবিদ আবুল ফয়েজ ফয়েজী তার নুকতা বিহীন তাফসীর সাওয়াতিউল ইলহাম লিখছিলেন। আল্লামা বদরউদ্দিন সিরহিন্দী বলেন, হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ) উক্ত তাফসির রচনা কালে তাকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। এতে ফয়েজী তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[১২৫]

আগ্রায় অবস্থানকালে মুজাদ্দিদ–ই–আলফেসানী (রঃ)–এর খ্যাতি চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, শাহি দরবারের দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের বিখ্যাত বিচক্ষন আলিম আবুল ফজল ও ফৈজী তার স্বাক্ষাৎ লাভের জন্য আগ্রাহান্বিত হন। তারা মাঝে মাঝে হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ)–এর মজলিশে আগমন করতেন এবং নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা চলতো।[১২৬] ক্রমে ফৈজী ও আবুল ফজল উভয়ই হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ)–এর প্রতি ঝুকে পড়েন।

---

১২৪. প্রাগুক্তপৃ. ২৪

১২৫. প্রাগুক্ত।

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার ঃ

১। হযরত মুজাদ্দিদ রহমত উল্লাহ আলাইহি এর রাজনৈতিক মতাদর্শ এ রুপ ছিল যে, বাদশাহ জনগনের আত্মা সাদৃশ। এমতাবস্থায় আত্মার সংশোধনের মাধ্যমে সমগ্র অঙ্গ প্রতংগ সংশোধন হয়ে থাকে। তিনি সংস্কার গ্রহণের প্রাক্কালে এ কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, মৌলিকভাবে তিনটি ধারায় দেশে ফিৎনার সয়লাব হচ্ছে–

(ক) বাদশাহের আমীর উমরাহের মাধ্যমে।

(খ) উলামায়ে–ছু বা অসৎ আলিমদের মাধ্যমে।

(গ) ভন্ডসূফীদের মাধ্যমে।

তিনি উক্ত তিনটি ধারাকে প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবং সর্বোতভাবে সফল হন।

২। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিশেষ গতি এদের অনেককে ইসলাম ধর্ম হতে বিচ্যুৎ করে হিন্দুদের প্রিয়পাত্র বানিয়ে ছিল। সংস্কার কর্মসূচীর সুচনাতে তিনি আমির উমরাহগণের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন যার ফলে তাদের অধিকাংশই হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ)–এর মুরিদ হয়ে যায়।পরবর্তীতে তিনি তাদের আকিদা পরিত্যাগের নির্দেশ দিলে সহজেই হুজুরের আদেশ প্রতিপালিত হয়। হযরত মুজাদ্দিদ এ সকল উচ্চ পদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারীদের সতর্কতার সাথে তালিম তরবিয়ত দেন এবং তাদের ভ্রান্ত আকিদাগুলো সংশোধন করে সত্যিকার ইসলামী আদর্শের অনুসারী হিসাবে গড় তোলেন। ফলে সময়মত এরাই সংস্কারের সদস্য হিসাবে ভূমিকা পালন করেন।

৩। উলামা–ই–ছু–বা অসৎ আলিমদের একমাত্র আশা পার্থিব স্বার্থলাভ করা।এ জন্য তারা রাজ্যের কর্ণধার আমির ওমরাদের মনোতুষ্টির জন্য ব্যস্ত থাকত। প্রয়োজন বোধে তারা শরিয়তের বৈধ জিনিসকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ বলতে দ্বিধা করত না। তদানিন্তন যুগে শেখ মোবারক নাগুরী আবুল ফজল এবং ফয়েজী ফিতনাবাজ আলিমদের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম ছিলেন। প্রকাশ্য এবং গোপনীয় বিদ্যায় তারা অত্যন্ত বিচক্ষনতার পরিচয় দেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ) প্রকাশ্যভাবে এদের সাথে বিতর্ক ও আলোচনা করে পরাভূত করেন।

শিয়া, মুতাজিলি ও রাফেজী আলিমদের তিনি এককভাবে মোকাবেলা করেন। এ দিকে অধিকাংশ মুসলিম দেশের আমির, হাকিম, আলিম, সুফী দরবেশগণ হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ) সম্পর্কে অবগত হন এবং সকল প্রান্ত হতে তার সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য আগমন করতে থাকেন। তিনি সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধার পাত্র হন। এ সময় তিনি শেখ রফিউদ্দিনকে খলিফা বানিয়ে বাদশা জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের মধ্যে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরন করেন। তিনি সে সময়ের বড় মুফতি সদরে জাহানকেও পত্র লিখেন। সদরে জাহান তার পত্রের অনুকূলে সাড়া দেন।[১২৭]

৪। ভন্ড ও গুমরাহ সুফিদের অভিমত ছিল, "শরিয়ত আওর হ্যায় তরিকতৎ আওর" অর্থাৎ শরিয়তের সাথে তরিকতের কোন সম্পর্কে নেই। বরং তরিকতে পূর্নতা লাভ করলে শরীয়তে পাবন্দী তাদের জন্যে আর দরকার হয় না। এতে কামিল ব্যক্তি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র হতে পারে। এ সময় অধিকাংশ সুফি ওহাদাতুল ওজুদ মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় আল্লাহর সাথে একত্র হওয়া বা আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ এই মতবাদে বিশ্বাস করত। হযরত মুজাদ্দেদ (রঃ) এ রূপ আকীদা পোষনকারীদের মুলহিদ ও জিন্দিক ধর্মত্যাগী মুরতাদ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি এ রুপ ঘোঘনা করেন অনর্থক কথায় মুগ্ধ হয়ে যা আল্লাহ নয় তাকে আল্লাহ কেউ মনে করবেন না।[১২৮] তিনি আরো বলেন যে ব্যক্তি জাহের পরিত্যাগ করেন কেবল বাতিন দুরস্থ করতে চায় সেও মুলহিদ বা কাফের, এ ধরণের কোন ব্যক্তির বাতিনি হাল হলে তা ইস্তিদরাজ বা ভেলকিবাজী মাত্র।

বাতিনি হালের ও কবুলিয়তের চিহ্ন হচ্ছে জাহিরী ভাবে শরীয়তের বিধানগুলো মেনে চলা।[১২৯]

---

১২৭. দ্বীনে ইলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী পৃ. ৩৭

১২৮. মাকতুবাত ২য় খন্ড।

১২৯. প্রাগুক্ত, নং-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ফল কথা এই যে, ইলম-ই তাসাউফ সম্পর্কিত এই জাতীয় ইসলাহ ছাড়াও হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) দীন সর্ম্পকীয় বহু ব্যাপারে ইসলাহ্ করেন। হাজার বছরের আবর্জনা, পাপ-পঙ্কিলতাকে তিনি দুরে নিক্ষেপ করে দীন ইসলামকে নুতনভাবে দুনিয়ার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন আর এ জন্যই তিনি মোজাদ্দিদ-ই-আলফেছানী খেতাবে ভুবিত হন।

অথনৈতিক ঃ

সম্রাট বাবুর ও হুমায়ুনের শাসনামলে জনগনের অথনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। গুল বদন বেগমের হুমায়ুন নামাতে উল্লেখ আছে যে আকবরের জম্মস্থান অমর কোটে তথন এক টাকায় ৪টি ছাগল পাওয়া যেত। শেরশাহ ভারতের সম্রাট হওয়ার পর পুর্বে প্রচলিত মুদ্রার বিলোপ করে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। এ মুদ্রাকে ''ডাম'' বলা হতো। ডামের পরিমান ছিল এক টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। শেরশাহের তিরোধানের পর অর্থনৈতিক অবস্থাতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যার সুফল সম্রাট আকবর পুরাপুরি পেয়েছিলেন । আবুল ফজলের 'আইনে আকবরীতে' এ পরিবর্তনের অবস্থা লক্ষ্য করা যায় । ডাম সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত হতো।আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত সম্রাজ্যের রাজস্ব ডাম হিসেবেই গণনা করা হতো। একজন আদর্শ শ্রমিক সাধারণতঃ দু'ডাম পেত আর একজন দক্ষ শ্রমিকের একদিনের বেতন ছিল ৭ ডাম। দ্রব্য মুল্য কম থাকার কারণে এরকম কম মজুরীতেও তারা সুখে শান্তিতে জীবন ধারণ করতে পারত ।[১৩০]

মানুষ জানে যে, প্রশাসনিক সাফল্যের পূর্ব শর্ত হল, মানুষের অবস্থার উন্নতি করা এবং দুস্থদের ব্যাথ্যা উপশম করা।এটা নির্ভর করে কৃষির অগ্রসরতা, রাজ্যের কৃষি সম্পর্কীয় আইন, সমর্থকদের সদ্দিচ্ছা এবং সেনাবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতার উপর। সম্রাট আকবরের সময় এর সব কিছুর একটা সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তার সময় প্রচুর অর্থ রাজকোষে জমা থাকায় জনসাধারণের সার্বিক অবস্থার প্রভুত উন্নতি সাধিত হয় ।

সম্রাট আকবরের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝাবার জন্য আইনে আকবরী অবলম্বনে ঐতিহাসিক আবুল ফজলের দেয়া একটি মুল্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।[১৩১]

---

১৩০. ভারতীয় উপমাহদেশের ইতিহাস , কে আলী পৃ. ৪২৫

১৩১. আইসে আকবরী , ইংরেজী অনুবাদ পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

১মন গম = ১২ডাম একমন বার্লি ৮ ডাম, ১মন জোয়ার ১০ ডাম , উন্নত মনের চাল প্রতি মন ১১০ ডাম। নিকৃষ্ট মানের চাল প্রতি মন ২০ ডাম। মাশকলাই প্রতিমন ১৬ ডাম, যব প্রতি মন ৮ডাম, গমের ময়দা প্রতিমন ২২ ডাম, মোটা ময়দা প্রতিমন ১৫ ডাম, ঘৃত প্রতি মন ১০৫ ডাম, তৈল প্রতিমন ৮০ডাম ,দধি প্রতি মন ১৮ডাম, সরু চিনি প্রতি সের ৬ ডাম, সাদা চিনি প্রতিমন ১২৮ ডাম, বাদামী চিনি প্রতিমন ৫৫ ডাম।

এ সময় শাক সবজি খুব সস্তায় বিক্রী হতো। জীব যন্তুর দামও খুব কম ছিল। একটি বড় হিন্দুস্থানী ভেড়া দেড় টাকায় বেচা কেনা হত । দিল্লীতে একটি গরুর দাম ১০ টাকা ছিল। খাসি বকরীর গোস্ত প্রতি মন ৫ টাকায় পাওয়া যেত।এ সময় অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল।লোকের মাঝে তেমন কোন অভাব পরিলক্ষিত হতো না। বৈদেশিক পর্যটকগন আকবরের দরবারের শান শওকত দেখে বিস্মিত হয়ে ছিলেন।পাটনা, রাজমহন, হুগলী, লাহোর, দিল্লী,ঢাকা ও চট্রগ্রাম সমৃদ্ধশালী শহর ছিল এবং গোটা সম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিলপ্রশংসনীয় ।

কল কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাষ্ট্র উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সকল কল কারখানায় মুল্যবান সামগ্রী প্রস্তুত হতো। বিশেষ করে রাষ্ট্রয়াত্ব কারখানাগুলো লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর, আহম্মদবাদে অধিক পরিমানে অবস্থিত ছিল। বেসরকারী খ্যাতে বহু বস্ত্র কল ছিল এবং উন্নত মানের বস্ত্র ঐ সকল কারখানাতে উৎপাদন হতো লাহোরের সাল, ফতেপুর সিক্রির কার্পেট, গুজরাট, বুরহানপুর ও টাকার সুতীবস্ত্র মসলিন জগৎ বিখ্যাত ছিল এ সময় বৈদেশিক ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। সুদের হার ছিল নিতান্ত কম। ফলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের কখনও স্বর্ণ, রৌপ্য দেশের বাইরে নিয়ে যেতে দেয়া হতো না । এ আমলের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল নীল ও রেশম। কৃষি ছিল প্রজা সাধারণের মুল উপজীবিকা। সম্রাট আকবর কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট পৃষ্টপোষকতা করেন।এ সময় সরকারে আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব, বানিজ্যশুল্ক, টাকশালের উত্তরাধিকারস্বত্ব, গনিমতের মাল, দিয়াতের অর্থ, উপঢৌকন প্রর্ভৃতি, এ সবের মধ্যে ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাটের রাজস্ব নীতি ঃ

১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর মুজাফফর খানকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। রাজা টোডরমল এ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। রাজস্ব বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা ১০ জন কানুনগো নিযুক্ত করেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন ভুমি ভোগ দখলের প্রকৃত স্বরুপ চিহ্নিত করেন। রাজা টোডরমল নিয়মিত ভাবে ভুমি জরিপ শুরু করেন এবং জমির পরিমান ও উৎপাদিকা শক্তি নির্ধারণ করেন।

প্রতি বিঘার উৎপাদন কর নির্ণয় করার জন্য জমি চার ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা –

১। পোলাজ (২) পরৌতী (৩) চাহার (৪) বনযার ।[১৩২]

পোলাজ অর্থ সেই জমি যে জমি সর্বদা আবাদ হতো। পরৌতি অর্থ সেই জমি যার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে বছরের কিছু সময় পতিত রাখা হতো।এ দু'শ্রেণীর জমি আবার তিনটি পর্যায়ে ছিল। যথা ঃ উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট। প্রতি বিঘার উপাদিত শস্যের দ্বারা এ তিন পর্যায়ের ভুমির গড় নির্নয় করে এক তৃতীয়াংশ খাজনা হিসাবে গ্রহন করা হতো। অন্য দু'শ্রেণী সম্পর্কে সতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল।

অনেক ব্যাপারে প্রজাদের কর মওকুফ করা হতো এবং বিশেষ কর যখন বন্যা বা অন্যান্য দুর্যোগ দেখা দিতো এবং ফসলের হানি ঘটত তখন কর মওকুফ করা হত। সারের প্রয়োজন হলে কৃষকদের তাগাবী ঋণ দেয়া হতো। আবার সহজ কিস্তিতে তা আদায় করা হতো। প্রজাদের সাথে সদয় ব্যবহার করার জন্য সম্রাট রাজস্ব কর্মচারীদের নির্দেশ দিতেন এবং অভাবের দিনে রাজস্ব আদায়ে জোর জুলুম না করার জন্য নির্দেশ দিতেন। আকবরের অর্থনৈতিক পলিসি সম্পর্কে ডঃ স্মিথ বলেন–"সংক্ষেপে বলতে গেলে সম্রাট আকবরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল খুবই প্রসংশনীয়, শাসন ব্যবস্থা ছিল সুষ্ঠু, উন্নত।"[১৩৩]

---

১৩২. ভারতীয় উপমাহদেশের ইতিহাস –কে আলী পৃ. ৩২৯

১৩৩. ভি ,এ স্মীথ, আকবর দি গ্রেট মোঘল ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্ব ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে কৃষকদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দ্রুত হ্রাস পায় এবং সম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। সম্রাট উৎপীড়ন মূলক কর। যেমন– গরু ষাঁড়, লবন প্রভৃতির উপর ধার্য্যকৃত কর বাতিল করায় কৃষক কুলের সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব নীতি এবং সঠিক হিসাব বিকাশের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। দেশের কোষাগারে, প্রচুর মওজুদ অর্থ থাকায় সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অসংখ্য অট্টলিকা নির্মান করা সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন ভাবে সম্রাট উদার হস্তে জন কল্যাণমুলক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

উইলিয়াম স্লীম্যান বলেন, "কবিদের মধ্যে যেমন সেক্সপিয়ার সম্রাটদের মধ্যে আকবরকে তেমন মনে করা হয়।"

ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন–"ভারত বর্ষের রাজন্যবর্গের মধ্যে সম্রাট আকবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন। তার রাজত্বকালকে মুসলিম শাসনের স্বর্নযুগ বলা হয়। রুচি সম্পন্ন অসামান্য মেধা ও বুৎপত্তির অধিকারী শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট আকবর সর্বদা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্ম–পন্ডিত ও বিদ্যান ব্যক্তিদের সঙ্গ দান করতেন।"

তিনি জ্ঞান চর্চার সুবিধার্থে একটি বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তার নবরত্ন সভার সদস্যগণ তাঁর রাজ দরবারের উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল অসামান্য । এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেনঃ

আবুলফজল, ফৈজী, টোন্ডরমল, খানেখানান, বিরবল, মানসিংহ, তানসেন, মোল্লাদো–পিয়াজাও কালিদাস।

এমন একটি শুভক্ষণে সম্রাটের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় তারই সভাষদ এবং বন্ধু আবুল ফয়েজ ফৈজী রচনা করেন–

سواطع الالهام (সাওয়াতিউল ইলহাম) বা ঐশীবাণীর চমক।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

১। সাওয়াতি উল ইলহাম (سواطع الالهام) নামটি বৈশিষ্ট্যপুর্ণ। কারণ এর মধ্যে কোন নুকতা বিশিষ্ট্য বর্ণ নেই। এই গ্রন্থ রচনা করার পূর্বে লেখক, নুকতা বিহীন বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা একখানা পুস্তুক রচনা করেন যার নাম "আল মাওরেদু" (المورد) পাঠক সমাজে এটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে তিনি আনন্দিত হয়ে পবিত্র কোরআনের তাফসীর নুকতা বিযুক্ত বর্ণের সাহায্যে রচনা করার সংকল্প করেন। কিন্তু এটি এমনি কঠিন প্রতীয়মান হয় যেন সুচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করানোর মত।

প্রায় দু'বছরের এমনি চিন্তা এবং সাধনার পর আল্লাহ এ কাজকে সহজ করে দেন।

আল্লামা ফয়েজী এ সম্পর্কে সাওয়াতি উল ইলহামে এ ভাবে বর্ণনা করেন–

ولما الهمه الله الهاما ساطعا سماه" سواطع الالهام" وهو لمسماه احمد الاسماء واصلع الاعلام.

" আল্লাহ যেহেতু এই কিতাবের বিষয় বস্তু তার অন্তকরণে ভোরের আলোর রশ্মীর মত ঢেলে দিলেন সেহেতু তিনি এর নাম রাখলেন سواطع الالهام ইলহামের রশ্মী। আর এই নাম এ ব্যাপারে যথার্থ প্রশংসনীয় নাম।[১৩৪]

২। নুকতা বিযুক্ত বর্ণের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করার মানসিকতা মর্যাদাপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যময়। কারণ তিনি ইসলামের মূলমন্ত্র পবিত্র কালিমার অনুসরণে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এ সম্পর্কে সাওয়াতি উল ইলহামে বর্ণিত আছে ঃ–

"وصور كلمه عواطل مع روع مسرع ومسحل كهام. واما لا كمال الكلم واكرم الكلام لا اله الا الله محمد رسول الله" ومدار الامر وملاك الاسلام–

"তিনি শব্দ সমষ্টিকে তীক্ষ্ণ মেধা ও শান্ত ভাবা সৌন্দর্য দিয়ে সাজালেন নুকতাবিহীন বর্ণে লিখতে শুরু করেলেন যাহা মহা পরিপূর্ন সর্বাধিক সম্মানিত বাণী" লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এর সাথে বাহ্যিক ভাবে সামঞ্জস্য পুর্ন হয়। কারণ" লা–ই ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" لا اله الا الله محمد رسول الله সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দু

১৩৪. মোকাদ্দামা– সাওয়াতিউল ইলহাম পৃ. ৪

১৩৫. সাওয়াতিউল ইলহাম পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

এবং ইসলামের মুল।[১৩৫]

৩। গ্রন্থের ভুমিকায় লেখক ১২৭ বার " ساطعة শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ভুমিকার বিষয় বস্তু হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং এক একটি অংশে নিজের মনের অবস্থার বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন ''বাক্যের প্রারম্ভ হতে পারে এরূপ উপযুক্ত শব্দ হলো سواطع যা سواطع الالهام এর শব্দ سواطع এর সাথে সাম স্যপুর্ণ।

"السواطع الصوالح لصدر الكلام الحوامل لاحوال محرر سواطع الالهام ساطعة"[১৩৬]

৪।এ গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে গ্রন্থ রচনা শুরু করার তারিখ অনুরূপভাবে সূরা এখলাসের তাফসীরের মধ্যেই লুক্কায়িত রেখেছেন একটি তারিখ, যে তারিখে গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত হয়েছে।[১৩৭]

৫। গ্রন্থ লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে আল আবদ আল–অজীজ বিন আবদুল আজীজ জামাল বলেন ''এ তাফসী রচনার যাবতীয় নিয়ম কানুনকে মনসুখ করে উন্নত নূতনত্ব দান করেছে। তাফসীর জগতে এর মর্যাদা লবনাক্ত সমুদ্রের মাঝে এক মিষ্টি পানির ফোয়ারার মত।''

নুকতা বিহীন গ্রন্থ রচনা করার কারণ বর্ণনায় তিনি এক পর্য্যায়ে বলেন, ''হয়তো বা এমন হতে পারে যে, তিনি নুকতার এই উলকাগুলো মানব শয়তানের জন্য তীর হিসাবে

---

১৩৬. মোকাদ্দামা সাওয়াতি উল ইলহাম পৃ. ৪

* ১৩৭. আইন–ই–আকবারী, পৃ. ৬১৯

* This is the 112 chapter of the Quran which commences with the words Qulhu Allahu Ahad. Fayzi therefore wrote the book two years before his death. The clever tarikh was found out Mir Haider Muammai of Kashan.

P. 619

১৩৮. تفسير نسخ شرائع التصنيف ورفع سنن التاليف والتصنيف جرى من سائر التفاسير. مجرى عين الحيوة من البحر الاجاج وتنزل من جميع التصانيف منزله له زواهر فرايد الالى من دقائق الحصى ورجاج لم يكتحل عين انسان ثانية ولم يتمثل الانسان عين مالا بدانيه كابلا وحسيرا–

* তাকরীজে সাওয়াতিউল ইলহাম পৃ. ৭৪৪

Dhaka University Institutional Repository

নপেক্ষ করেছেন যারা আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষকে হিংসা করে।''[১৩৮]

৬। এই গ্রন্থ সম্পর্কে নূরুল্লাহ বিন শরীফ আল হুসাইনি অনেক প্রশংসার পরে বলেন যে,

قد افتخر سواد الهند بهذ الرق المنشور .....

''সকল ভারতবাসী এই প্রচারিত গ্রন্থের ব্যাপারে গর্ববোধ করেন।''[১৩৯]

৭। আহমদ ইবনে মুস্তফা শরীফ আল হুসাইনি গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ سواطع একটি বিরাট অবদান। এই তাফসীর মুফাসসীর আল্লামের মতই বিষ্ময়কর। এটি এমন এক তাফসীর যা কারোর দ্বারা এর পুর্বে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। এর সৌন্দর্য্য ও বাচনভঙ্গী উভয়ই সমান সৌন্দর্য্যের দাবীদার।[১৪০]

৮। গ্রন্থকার এর মধ্যে এমনি জ্ঞানগর্ভ বাক্য প্রয়াগ করেছেন যার সংখ্যা কম কিন্তু অর্থ ব্যাপক।[১৪১] বাক্যের গঠন সুক্ষ্ম তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যা বৃহৎ তাফসীর সমূহের মধ্যে বিদ্যমান। সমষ্টিগত ভাবে সকল কিছুকে একীভূত জ্ঞান করলেও সামগ্রিক পার্থক্য বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সহজ সরল সত্যের নূর, সুক্ষ্ম তথ্যের উজ্জলতা, শান্ত মানসিকতা গবেষণাপূর্ণ জ্ঞান।[১৪২]

---

১৩৯. তাকরীজে সাওয়াতি উল ইলহাম পৃ. ৭৪২

১৪০. তাকরীজে সাওয়াতি উল ইলহাম পৃ. ৭৪৪

১৪১. আল্লামা সাদত আল হুসাইনির মন্তব্য-

مانوسه فى محاورات البلغاء ودواوين الاشعار مختوية على الاشارات بالفاظ موجزة قليل الى معان كثيرة ونكاة جزيلة مسنمة على لطالوا ما فى التفاسير المطولة متضمنة لشرايف ما فى المبسوطات ومفصلة منها تلالات على صفحات الاذهان المستقيمة انور الحقائق وتهلك على ووضات الطباع السليمة لمعات الدقائق تولهت العقول الكاملة فى بيداء معارضة وتنذهت سراوقات كمال له عن وصمة منا فضله قد الطوى على خلاصة ابكار الانكار واحتوى على زبدة نتابح العقول الانصار. تقريض سواطع الالهام. صفحة-٧٤

* كلام كليم او كلام ابن مريم* ادر بحر القدس غير منظم
ام الوردة ورد عطره فاق عنبر* ومسكا وكافوركل مشمم،

১৪২.

شعر : - كتاب جامع كنز الدقائق*لالى فيه من بحر اللحقائق
به نسخ التفاسير الكبيره* وبالوصف الذى قلناه لائق-
فوالله لم يكن الفوز بااختراع هذا التفسير الخارج عن طوق الانسان
الاسبوانح الالقاء السبحانى* وسواطع الالهامر بانى-
تقريض سواطع الالهام. صفحة.٧٤

Dhaka University Institutional Repository

৯। আল্লামা ফুজায়েল ইবনে জালাল এর অলঙ্কার হিসেবে কিছু কবিতা রচনা করেন যার মধ্যে তিনি গ্রন্থের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন– "এটি হযরত মুসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ) এর বাণীর মত, পবিত্র সমূদ্রের মত প্রশস্ত, অথবা গোলাপ ফুলের মত সুন্দর যার সৌন্দর্য আম্বর এবং কাপুরের ন্যায় প্রাধান্য পেয়েছে।

* "সাবধান কান খুলে শোন এটি কোন সাধারণ মানুষের কথা নয়। এ কথা আমাদের শায়খ আবুল ফায়েজ ফৈজীর, যার অনুগ্রহ অসীম, তার বাণী এমন আকর্ষণীয় যা দুনিয়াবাসীকে তেজদ্বিপ্ত করে।[১৪৩]

১০। আরবী ব্যাকরনে জটিল নিয়ম কানুন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং সহজভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন[১৪৪] صفة موصوف. مبتدا خبر. تميز مميز. اسم- ইত্যাদির ব্যবহারে তিনি বিচক্ষনতার পরিচয় দিয়েছেন[১৪৫] موصوله. اسم اشاره. افعال مقاربه

১১। এই তাফসীর চন্দ্র সূর্য্যের মতই সর্বস্তরের নূরে ইলাহীর সাথে তূলনীয় আলোর বিচ্ছুরণ। অতএব, এর নাম " সাওয়াতি উল ইলহাম " – "سواطع الالهام"[১৪৬]

১৪৩.

اما والابل كلام لشيخنا * ابو الفيض لفيضى مصمم

عجيب غريب معجز اهل عالم* صنيع بديع ماتحداه ذه الفم- تقريظ. صفحة-٧٣٨

১৪৪. . তাকরীজে সাওয়াতি উল ইলহাম পৃ. ৭৩৯

১৪৫. আল্লামা আল হুসাইনির মন্তব্য –

وصرفت معارف حياد العقل فى دفع نقاب اشارات فوايده واعراب بناء موصولات فرائده. ناصبا صلات اعلم الادلة الجازمة حافضا احنجه منهمات نكرات حساده بالبراهين القاطعة الازمة ناسخا افعال مفاعيلهم بتوكيد الامر القاطع مميز بافعل المقاربة حال صفة الكاشفة وتعته الساطع، مبتديا بعد ختام حروفه الصامته مخبرا باسرار مصادرها الفاعليته كل اذن واعيه هالينة. فوردت فرات انهار من خمر لذة للشاربين-تقريظ سواطع الالهام. صفحة -٧٢٩

১৪৬.

ورفع صرح العلوم فاسفر عن يد بيضاء اشهر

من نار على علم وسمك على هلم المساكين لسواطع الالهام. صفحة- ٤٣٢

Dhaka University Institutional Repository

১২। মুতাশাবিহাত (متشابهات) আয়াতগুলোকে তিনি স্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। মুহকাম আয়াত সমূহকে তার জটিল জিজ্ঞাসার আবরণ থেকে মুক্ত করেছেন। প্রকাশ্য এবং গুপ্ত বিদ্যায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি গুপ্ত জ্ঞান প্রঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন যেটা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যেখান থেকে তারা শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। তিনি এমন গোপন বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন করুনাময় আল্লাহ তায়ালা যার অঙ্গিকার করেছেন আর রাসুলগন তা বাস্তবায়িত করেছেন।[১৪৭]

১৩। আরবী ভাষায় তার মুন্সীয়ানা যুগের আলেমদের পথ নির্দেশ এবং আত্মার পরিতৃপ্তি।তার বর্ণনা মনোবাসনার পূর্ণতা, তার শব্দার্থ যেন প্রজ্জলিত আলোকদানী যার কাছে আর সবই ম্লান।[১৪৮]

১৪। গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করলে দেখা যাবে যে এই তাফসীর গ্রন্থ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যায় অতি উচ্চ মানের। তার লেখনী গুঢ় অর্থবহ। ভাবা অলংকৃত। আধুনিকতার মানদন্ডে তার গদ্য ও পদ্য অতুলনীয়।[১৪৯]

---

১৪৭. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৭৩২

১৪৮. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৭৩৫

১৪৯. ----------

عن كل لفظ فيه لطف كاشف * في كل معنا منه حسن باهر

بحر ولكن الطفاء عنبر * مذن والكن الغيوث جواهر

بواطنه مخشونه بلطايف النكاحت* جواهه مرابا وسادته براس

ترا فيها عجائب الصناعات* وشاهد بها غرايب البراعات

لكدور تطفوا بالانفاس لانتفاس وهو فى علو بلاغته

وحسن فصاحته قد قرب من حد الاعجاز-

وفى عدم عديله وانفاء مثيله حقيق لالامتياز

واعجازه بازه فى غايه البراز كانه اعجاز فى اعجاز-

تقريط سواطع الالهام صفحة- ٧٤٧

Dhaka University Institutional Repository

কবি হায়দার রাফেয়ী তাবাতাবেয়ী মোয়াম্মায়ী বলেনঃ– "এর প্রতিটি শব্দ এক একটি সুক্ষ্ম তথ্য উদঘাটন করেছে। এর প্রতিটি ভাব ও অর্থ সৌন্দের্য্যের প্রতীক" , "এটি এমন এক সমুদ্র যার ফেনা হচ্ছে আম্বর। এটি এমন মেঘমালা যার প্রতিটি ফোটা হচ্ছে অমুল্য রত্ন। এর বহিরঙ্গ নির্মল ও স্বচ্ছ। তাতে নেই কোন খুত। আর অভ্যন্তরভাগ সুক্ষ্ম তথ্যে ভরপুর। রূপের দিক থেকে মোহনীয় ও অতুলনীয়।দেখা যায় এটা কত অপূর্ব শিল্প সুষমা মন্ডিত।"

" এখানে পরিলক্ষিত হয় পরিশুদ্ধ ও কলুষমুক্ত হওয়ার উপকরণ। তার প্রতিটি প্রশ্বাসে বের হয় সকল ময়লা আবর্জনা।

অলংকারণ সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতায় মন্ডিত যা অলৌকিকত্বের পর্যায়ে উপস্থিত, যার নেই জুড়ি।এর সার বস্তু হল, আপন ভূবনে এক স্বাতন্ত্র অস্তিত্ব, যা আলোকিতোর পর্যায়ে উন্নীত।"

১৫। এ গ্রন্থের প্রশংসায় বিখ্যাত সমকালীন ফারসী কবি আমানুল্লাহ গাজী আসরারে হিন্দী বলেন ঃ "এখানেই রয়েছে হেদায়েতের আলোকবাহী ইসলামের আলোকছটা। গোপন ভান্ডারের আলোক বিকিরণ হয় এখান থেকেই। নুকতার সুতা ছাড়াই অলংকার পরিয়েছেন এর গলায়। এ একমাত্র উদ্দেশ্য মহান প্রভূর হেরেমে পৌছার অদম্য আকাংক্ষা।[১৫০]

তাফসীর গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেনঃ এই তাফসীর যেন কুরআন প্রেমিকদের জন্য এমন একটি পাত্র যার শব্দ ও অর্থ সবটাই মোহনীয় নুকতার বেড়াজাল মুক্ত, প্রতিটি লেখা যেন কস্তুরী দ্বারা সিক্ত।

" এই গ্রন্থ এমন যার আবরণই ইয়াকীনের মূল উৎস দ্বারা নির্মিত। তার নুকতা বিহীন প্রতিটি অক্ষরে শত রহস্যের নুকতা বিরাজমান। তার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যবহ শব্দ থেকে

১৫০.

* مشكوة يدى سواطع الالهام است+لب شعشعة راز گفتن اين نامه است
بي نجينه نقطه حله افكنده بدوش+از شوق حريم وصل درامم احست
اين نامه كه لفظ ومعنى اگين دارد+بى نافه نقطه خط مشكين دارد
يك نقط حروفش باسبر بندر+ باآنكه كمند مسطرصد چين دارد،
تقريظ سواطع الالهام صفحة-٧٤٨

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল দেহী আনকা পাখির পক্ষে কিছু শিকার করা সম্ভব নয়। চড়ুই পাখির জন্য ছোট দানাই উত্তম। (বড় কিছু আশা করা অসম্ভব)।[১৫১]

"এই গ্রন্থ তো তুর পাহাড়ের ঝলক যার জ্যোতিতে সমকালীন সব কিছু নিস্প্রভ। এ গ্রন্থ তো খোদায়ী কালামের সূর মুর্চ্ছনা। এটা এক বিজলীর চমক বা চন্দ্র–সূর্য্যের বিকিরণ।

"এ দপ্তর তো ইসকে ভরা যাতে আছে ভয় ও আশা। জযবা আর নূরে মিশ্রিত এ গ্রন্থ।[১৫২] এ গ্রন্থের জ্ঞান রহস্য ততদিন হবেনা উদঘাটিত যতদিন নুকতা না দেওয়ার হবে না শেষ। তার মধু মাখা লেখার নুকতার মাছি বসেনি কবু। জিব্রাইলও তার মর্ম বুঝতে লালায়িত।"

বিশেষজ্ঞগণ এর প্রতি লাইনের প্রতি যতই নজর দিয়েছেন তারা মুখ বিস্ময়ে ততই স্তব্ধ হয়েছেন এ গ্রন্থ আত্মার জগতে প্রতিশ্রুতি পত্র, যে গ্রন্থ মর্মে বিদ্যমান কা'বার লাত–মানাতের চিন্তা দর্শনকে গুড়িয়ে দিয়েছে।[১৫৩]

১৫১.

این نسخه که ازمغز یقین ساخه پوست+ صدرمز برمکنه بی نقطه اوست
عنقا نشود صید یهر مختری + دانه زبرای دام کنجیشك نکوست
تقریظ سواطع الالهام صفحة-٧٤٩

১৫২.

این نسخه که میوه است ازنخله طور + درپرتواد خفاست همزة ازطهر
این نسخه بدل شور الهی انداخت+ برقی زشردیماه وماهی اندخت
تقریظ سواطع الالهام. صفحة-٧٤٩

১৫৩.

عاشق صفت این پر بسم ومید بالیده هبدز تهدید دنویر
تاعقل دریں جریده خانی نشود. کشارموز نکته دانی نشود
برشهد خطش ز نقط ننشته. یکس جبریل برایں امده پر افتادشت
صاحب نظر ان که راز هرخط خواندید. زیں نسخه عجز بدندان مانند
این نسخه نعبد نامه روزاللست. در کعبه سینه لات پندار شکست
این نسخه بهار روضه رضوان شد. سیمان زلال چشمه حیوان شد-
تقریظ سواطع الالهام. صفحة-٧٤٩

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থ রেদওয়ানের ফুল বাগানের বসন্ত, জিয়নকাঠীর চিরন্তন সাধনা। "এ গ্রন্থের একটা নুকতা ও ব্যবহৃত হয় নাই। এর মাঝেই রহস্যের উন্মোচন ঘটেছে।

এ গ্রন্থ ছিদ্র অন্বেষণকারীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছে, অপর দিকে ছিদ্রান্বেষণকারীদের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এ তাফসীর দ্বারা যখন নুকতার ঠোট বন্ধ হয়েছে তখনই অনারব ও আরবে এর কথা ছড়িয়ে পড়েছে।

এখলাস নিয়ে যখন এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে তখন রচনার সাল তারিখ সুরা ইখলাসে পাবে।

এ তাফসীর তো নুকতার দোষ মুক্ত যার মূল কোরআন এর আদ্যপান্ত রচনার সাল তারিখ সূরা ইখলাসে পাবে।

এ তাফসীরের সে তো নুকতার দোষ মুক্ত যার মুল কুরআন,যার আন্ত সন্দেহ মুক্ত। তার ইতিহাস তোমার জন্য কল্যাণের বস্তু। কেননা আদ্যপান্ত অদৃশ্য জগৎ থেকে আগত।[১৫৪]

এ নুক্তা বিহীন তাফসীর রচনার সমাপ্তি হয় ১০০২ (হাজার দুই) সালে। ফয়েজী চিরন্তন ফায়েজের মালিকের ফায়েজ নিয়েই নুক্তা বিহীন এ তাফসীর রচনা করেছেন। এতে তার সম্পর্ক হয়েছে আল্লাহর সাথে। এ অবদানের জন্যই তিনি বিনোকাতের ফায়েজের চিহ্ন একে দিতে পেরেছেন।[১৫৫] ---------- ঃ

১৫৪.

كرنقط دريں نسخة نشد جلوه فا+ درپرده رموز عاشق كردادا
زين نسخة زبان عيب چينان بتند+ طرفى رخطش ساده جيننان بستند
اين تفسيرى كر نفتش سبنى لب+ وزتو بلسان عجم افناد وعرب
چوفاتحه خاتمه خوانى زاخلاص تاريخ وى از سوره اخلاص طلب
اين تفسيرى كر هست بى نقط عيب وز غيب رسيداول أخر بى ريب
جو تاريخ ش برتو مبارك بنود زيراكه رسيد اول آخر از غيب-
تقريظ سواطع الالهام. صفحة-٧٥١

১৫৫.

اين عديم النقط تفسيرى كه بير بسطوي+ گشت در اثنان والف بحرى تو صرف اوقات.
فيض جواز فوائض فياض لا يزال+ تفسير بى نقاط بم دادار نباط
زد كاتب فضائي تاريخ اور قم+ بر صفحة فوائض تفسير بى نقاط
خاتمه جوكشت وجو تفسيرتمه+ اى لقبت فيض ده جز وكل

Dhaka University Institutional Repository

"এ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে কবির থেকে অধিক মর্যাদাবান। তাফসীরের ইতিহাসে যদি চুড়ান্ত জ্ঞান চাও তবে এ তাফসীরই যথেষ্ট।"[১৫৬]

১৬। এ গ্রন্থ সম্পর্কে সাইয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক ওরফে আল্লামা আমীর আলী বলেন" ''আল্লাহর শপথ। এ মুক্তা তো এমন যার প্রতিটি কনিকা আলোয় ঝলমল। একি তেলেসমাত না যাদু যার প্রকাশ ঘটেই যাচ্ছে, জ্যোতি বেড়েই যাচ্ছে মধ্য রাতে, শেষ রাতে কখনও তার আলোবন্ধ হয় না। এ গ্রন্থের চারিদিকে মর্যাদার হার পরানো হয়েছে। এর মাঝে শান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। পূর্ণতার এযেন রাজপথ।এর উপলব্ধির উৎস অতি উর্দ্ধে[১৫৭] ---------।

১৭। আল্লামা আবুল হাসান মাহমুদ ওরফে খাদেম আলী বিন মাওলানা সাইয়্যেদ মোঃ আলেম আলী এ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন [১৫৮]সাওয়াতি উল ইলহাম। আপনি কি জানেন সাওয়াতিউল ইলহাম কি? আমার জীবনের শপথ, এ তো হিরক অথবা পুর্নাঙ্গ তেলেসমাৎ। এতো সামেরীর যাদু। এ যাদু হালাল। এমন সুবাসিত গোলাপ যা সকল পথও পন্থার সকল অনুগামী ও নেতাগণকে সুবাসিত করে। এটা কস্তুরী যা জ্ঞানীদের মনোজগৎকে সুবাসিত করে। এটা এমন জাফরান যা চিন্তাযুক্ত মনে বয়ে আনে আনন্দের ফোয়ারা।[১৫৯]

خواهی لی تفسیر خودادی قران دان زهادومات وعشرات قران،
تقریظ سواطع الالهام. صفحة-٧٥١

١٥٦.
ای تفسیرت اکبر تفسیر کبیر+ تاریخ چو خوامی بی ختم تفسیر تفسیر کبیر راشد این تفسیر برسار تاج کبیر جو شدتحریر
تقریظ سواطع الالهام. صفحة-٧٥١

١٥٧.
لله دردروه لمح ورصص هل هو طلمس ام سحر کاملا مدام طهور سکره
صحو وسهر اداره دور کئوس الکرام ماله داء الاداء الارام.....
خاتمة- صفحة .٧٧٤

١٥٨.
* وسواطع الالهام وما ادراك ما سواطع الالهام لعمرك هو طلس اوطلسم الکمال سحر سامر ام صحر الحلال ورد معطر لکل مامـوم وامام. ام مسك رواء عطر للاعلام، کرکم مسار لصدور رالارام عصوم سکر لسرور الاساطم.....-خاتمة- صفحة -٧٧٨

١٥٩.
وهذه لوایح من فیض ابی الفیض النیار، والفلك الدائر بل المثل السابر بل العلك السیار عیدنا هب النسیم عرفته فهذب بمهبه وربت حبه العرفان فی خلده فسار من قلبه لربه-
تقریط سواطع الالهام- صفحة-٧٣٤

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

তুলনা মূলক আলোচনা

(ক) তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে তুলনাঃ পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাওয়াতি উল ইলহাম سواطع الالهام একটি ব্যতিক্রম ধর্মী তাফসীর গ্রন্থ। নুযূলে কুরআনের যুগ থেকে শুরু করে আজকের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হাজারো তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুফাসসিরগণ তাদের বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে আল কুরআনের ব্যাখ্যা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। কিন্ত শুধু মাত্র নুক্তা বিযুক্ত বর্ণের সাহায্যে যে সকল শব্দ গঠিত হয়, কেবলমাত্র সেই সকল শব্দ দ্বারা গঠিত কোন তাফসীর একমাত্র আল্লামা আবুল ফয়েজ ফৈজী ছাড়া অন্য কেউ রচনা করেন নি বা করতে সক্ষম হননি বললে অত্যুক্তি হবে না। এদিক থেকে তুলনা করলে এ তাফসীর গ্রন্থের সাথে অন্য কোন তাফসীর গ্রন্থের তুলনা চলেনা ।

সমকালীন বিখ্যাত ভাষাবিদ ও মুফাসসির আল্লামা সুলাইমান এ গ্রন্থের তুলনা করতে গিয়ে বলেন[১৬০] 'এ তাফসীর গ্রন্থকে যখনই আমি অবলোকন করেছি, তখনই অসাধারণ বর্ণনা এবং ব্যাখা পেয়েছি। তার লেখনীর দুষ্প্রাপ্য ভাবধারা বিস্ময়কর, কারুকার্য এবং নতুনত্বের আধুনিকতার ক্ষেত্রে তার গদ্য ও পদ্য রচনা সত্যই এক বিরল দৃষ্টান্ত। মনমুগ্ধকর বিষয় দিয়ে যার শুরু। অপূর্ব নির্যাসের মধ্য দিয়ে যার পথ পরিক্রমন। নুক্তা বিহীন অবস্থায় তার সমাপ্তি। এটি চাট্টিখানি কথা নয়! অত্যন্ত সীমিত কথার মধ্যে আয়াতের তরজমা যা ইবারতের জন্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর অবলম্বন, বর্ণনা পদ্বতি যুক্তি নির্ভর এবং বিজ্ঞানময়। এ যেন বিস্ময়ের বিস্ময় যার নাম "সাওয়াতি-উল-ইলহাম।"

আল্লামা হায়দর রাফেয়ী তাবাতাবায়ী মুয়াস্সায়ী বলেন[১৬১]

---

১৬০. ولما لا حظت هذا التفسير ووجدته احسن البيان والتعبير لكونه مشتملا على صنعة عجيبة وصيغة غريبة صرت متعجبا من تفرده أبداعا وايجائا وعد استماع مثله أنشاء وأسادا، والشروع فى هذا الامر الخطير والشان العسير والاتمام بنمط صعب غير يسر ومن ابين ان الكلمات الغير المنقوطة معدودة منحصرة فيما ذكره فى ترجمة الايات فقط لا يوجد كليم غيرها وعبارة سواها يلي هذا النمط، ومع هذا اسلوب عبادة أحسن الاساليب وطرز بيانه احكم البيان والاعجب فهو كاسمه- سواطع الالهام تقريض سواطع الالهام- ٧٣٧

١٦١. -اى تفسير اكبر كبير تاريخ جو خواهى لي ختم تفسير

تفسير كبيرا اشداين نو تفسير برتاج كبيرجوشد تحرير.

تقريض سوطع الالهام. ٧٥١

Dhaka University Institutional Repository

"এ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে কাবীর থেকেও অধিক মর্যাদার দাবি রাখে। তাফসীরে ইতিহাস সম্পর্কে যদি চুড়ান্ত জ্ঞান চাও তবে এ তাফসীর-ই যথেষ্ট। তাফসীরে কাবীর যদিও তাফসীর জগতে প্রসিদ্ধ, তবুও এ তাফসীর যেন তাফসীরে কাবীরের মাথার মুকুট।"

মুহাজির হায়দার রাফেয়ী বলেন, ইতিহাস পরিক্রমায় কারো চিন্তায়ও আসেনি এমন ব্যতিক্রমী পদ্ধতি অবলম্বনে তাফসীর প্রনয়ণ করা হয়েছে। এটা ছোট বড় সকল ধরণের তাফসীর থেকে ভিন্ন। নুকতা বিহীনভাবে সম্পুর্ন হওয়ার পরেই কেবল পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এ তাফসীরের দিকে। তাও আবার যুগশ্রেষ্ঠ গবেষক গুরু তত্ত্ব জ্ঞানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত মর্যাদাবানদের আশ্রয়স্থল বিশুদ্ব ভাষী শায়খুশশুয়ুখ আবুল ফজল ফৈযীর দ্বারা সম্পাদিত। আমি একজন মুহাজির হায়দার রাফেয়ী তাবাতাবেয়ী মুয়াস্মারী। এ গ্রন্থ সম্পর্কে কী-ই বা আর বলতে পারি।[১৬২] আল্লামা যুহুরী বলেন-"সাওয়াতি উল ইলহাম" কুরআনের সকল উদ্দেশ্য বর্ণনায় অদ্বিতীয়। এতে রয়েছে সকল কল্যাণের আলোক উজ্জল দিক নিদের্শনা।এ গ্রন্থ হল আল-কুরআনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহনকারীর জন্য ছায়া স্বরুপ। সত্য ও অসত্যের অতীব সুন্দর প্রকাশ।এ গ্রন্থ কুরআনের আলোক দ্বারা জ্যোতির্ময়, যার জ্যোতি চমৎকার এবং মূল্যবান।

আল্লামা যুহরী অন্যত্র বলেন- "সাওয়াতি উল ইলহামের বালাগাত বা অলংকরণের রীতি সর্বযুগের জন্য দর্শনীয়।এ গ্রন্থের শাখা বিষয়গুলো অন্য গন্থের মুল বিষয়ের সমতুল্য।[১৬৩] অতীতের গ্রন্থাবলীর চেয়ে প্রমান সাপেক্ষ, যার অকাট্যতা সর্বজন স্বীকৃত। সে জাতির জন্য কতই না আনন্দের বিষয় যারা এর মুলতত্ত্ব উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ জাতির জন্য খোশখবর যারা সুক্ষাতিসুক্ষ জ্ঞানের দরিয়ায় ডুব দিতে পেরেছেন।[১৬৪] আল্লামা মুহাম্মদ আল হুসাইনী অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ সমুহের সাথে

---

১৬২. অনুবাদ, তাকরীযে সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৭৫২

১৬৩. سواطع الالهام على آتم مرام المعانى ومقاصد البيان وعلى أعم البدائع الحسان - وهو ظل ظليل قران وال جميل فرقانى قد اقبس من نوره نورا وضيائا وأستقاد من ضيائه حسنا وبهاء - تقريظ سواطع صفحة ٧٥٢

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সাওয়াতি উল ইলহাম –এর তুলনা করতে গিয়ে বলেন–যদি প্রচণ্ড মিথ্যুক এ তাফসীর আয়ত্ব করে তবে অবশ্যই তার মনে রক্ষিত গোপন ব্যাখ্যা ভুলে যাবে। যদি আবু হাইয়ান এ তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে বিচরণ করেন, তবে অবশ্যই নিজের লুকায়িত তাফসীর সম্পর্কে খেই হারাবেন ।

যদিও ইমাম গাজ্জালী এ তাফসীর পাঠের পর এর থেকে ফায়দা নিয়ে বন্ধু মহলে এর বিরুদ্ধে কানাকানি করেন, তবুও তারা এর পরিচ্ছন্নতা ও ভাষায় কারুকার্য্যের কাছে লজ্জিত হবেন। যদি আল্লামা যামাকশরী শুভ্র ডিমের মতো আচ্ছাদিত তাবুতে আরাফার ময়দানে অকুফ করা অবস্থায়ও থাকেন তখনও তিনি এ তাফসীরের প্রশংসা করবেন এবং এর জ্ঞানে বিভোর হবেন যা নিয়ে সত্যের সাথে আগমন করেছেন রাসূলগন এবং সত্যকে প্রত্যায়ন করেছেন। যদি প্রখ্যাত মুফতী আবু সউদ ইহরাম অবস্থায় মাশ–আরে হারামে থেকে থাকেন, তবে তিনি এ তাফসীর গ্রন্থের বিশেষত্ব উপলব্ধি করে পরীক্ষিত হবেন এবং নিজের লেখা তাফসীরে কাহকারীকে উপেক্ষা করবেন। যদি ইমাম বাগবী মিনায় উপস্থিত হন এবং এই গ্রন্থের মহাত্ব অনুধাবন করেন তাহলে অবশ্যই তিনি তার মোয়ামেলাত ছেড়ে পবিত্র তুর পাহাড়ে অবসর সময় কাটাবেন এবং সেখানে বসে ধীরস্থির ভাবে এর কৃতিত্ব অবলোকন করে নিজস্ব কৃতিত্বের দাবী পরিত্যাগ করে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসবেন। তিনি একথা অনুধাবন করবেন যে পুর্ব খ্যাতি থেকে নিজের জন্য কিছুই করতে পারেন নাই।[১৬৫]

(খ) তুলনা মূলক তাফসীর ঃ– সাওয়াতি উল ইলহামের ভাষ্য সাধারণতঃ আধুনিক ষ্টাইলে মতন ভিত্তিক তা'বীলের নীতিতে লেখা হয়েছে। আয়াতের মর্ম প্রকাশের জন্য কুরআনের আয়াতের সমসাময়িক অর্থবোধক শব্দ বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে বিভিন্ন নিয়মে

---

১৬৫. لو حجه الطبرسي لناسى تفاسيره المعونة ولوطاف به ابوحيان لايستحى ونحى تفاسيره المكنونة.لو سعى الغزالى وغزال عرا ليس فوايده فى الصفي لوجع عن تفسيره باخلاص وصفي ولو وقف الزمخشرى على عرفات قاصرات الطرف كان هن بيض مكنون لا تغزل ونادى بل جاء بالحق وصدق المرسلين ولو وقف ابو السعود المفتي بالشعر لافتتن واستشعر، ورجع عن تفسيره القهقرى ، ولو ورد البغوى بمن لترك المعنى ولرجع عن معاليه بالوادى المقدس طوى. تقريض سواطع الالهام صفحة -٧٢.

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেককে কাজে লাগানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) যে আয়াতের যে অর্থ করেছেন যে শব্দকে পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ করে এর ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন সূরা ফাতিহার ৭নং আয়াত "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" (যারা ক্রোধ নিপতিত নহে, পথভ্রষ্ট নহে)- এর ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে- হযরত আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেন "المغضوب عليهم" দ্বারা য়াহুদ জাতি এবং "ولا الضالين" দ্বারা খ্রীষ্টান জাতি বুঝানো হয়েছে। ইবনে মারদুবিয়া সূত্র থেকে হযরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী করিম (সঃ) থেকে "المغضوب عليهم" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেনঃ এর দ্বারা য়াহুদ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম ولا الضالين দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন খ্রীষ্টান জাতিকে বুঝানো হয়েছে।[১৬৬]

আল্লামা আবুল ফয়েজ ফৈজী সাওয়াতিউল ইলহামে غير المغضوب عليهم ولا الضالين এর তাফসীর এভাবে করেনঃ

غير المغضوب عليهم المروم اصرهم اوالملوم عملهم عموما اوهم الهود ولا الضالين هو ما سلكوا أسالك هذاه وهو اهل الاعمال السوءاء كلهم اورهط روح الله واما المروم صراطهم رهط ولاهم الله ولاء كاملا ووصل لهم ألأوه وهم سلمو عما عردهم وهم وما هم اهل الصدودو العدل عمدا-[১৬৭]

অর্থাৎ "غير المغضوب عليهم"-এর অর্থ হল পূর্ণ একাগ্রতা ও সংকল্প ব্যক্ত না করা অথবা কর্মকান্ডে প্রশস্ততা প্রদর্শন না করা অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য য়াহুদ জাতি

৫- اخرج أحمد والترمذى وحسنه وان حبان فى صحيه عن عدى بن حاطم قال قال ১৬৬. رسول الله صلعم "ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين النصارى" واخرج ابن مردوية عن ابى ذر سالت النبى صلعم عن المغضوب عليهم قال اليهود قالت والضالين قال النصارى. الاتقان . صفحة -٢٤٤

১৬৭. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ২২.

Dhaka University Institutional Repository

বুঝানো হয়েছে। আর ولا الضالين বলা হয় ঐ সকল লোকদের যারা সত্য পথে বিচরণ করে না তারাতো মন্দ কাজ সম্পাদনকারী এবং তারা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং সুবিচারের পরিপন্থী চিন্তাধারার প্রবক্তা।

সূরা ত্বাহা–এর ৬৯নং আয়াত ولا يفلح الساحر حيث اتى "যাদুকর যেথানেই আসুক না কেন সফল হবে না।" উক্ত সূরার ১১৪ নং আয়াত" فان له معيشة ضنكا" তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত।"

আল্লামা সায়ুতি (রঃ) উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যায় লিখেন–[১৬৮] "হযরত জুন্দব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,– তোমরা যাদুকর পেলে মেরে ফেলবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেনঃ "ولا يفلح الساحر حيث اتي" (যাদুকর যেখানেই আসুক সফলকাম হবে না।) তিনি আরও বলেনঃ তাদের যেখানে পাওয়া যাক তারা কখনও ঈমান আনবে না । ইবনে আবী হাতিম ও ইমাম তিরমিযী সূত্রে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সঃ) বলেছেন فان له معيشة ضنكا দ্বারা উদ্দেশ্য হল কবরের আযাব।

আল্লামা ফৈজী সাওয়াতি উল ইলহামে উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর এভাবে করেন-[১৬৯]

ولا يفلح الساحر صرعه حيث اتي. كلما عمل السحر وطرح الرسول عصاه وحصل ما وعد الله. فان له معيشة عمرا ضنكا حصرا لاموسعا مالاء او طعاما او حراما حالا او عملا سوء او المراد حصر المعس اصره ورد له.

"যাদুকরের[১৭০] বাঁধাদান কখন ও সফলতার ছোঁয়া পায়না সেটা যেখানে যে পর্যায়ই করা হোকনা কেন। যাদুকরের কর্মকান্ড কখনও সত্যিকার কাজ রুপে গন্য হয় না।

---

*- اخرج ابن ابى حاتم والترمذى عن جندب بن عبد الله المحلى قال قال رسول الله صلعم اذا وجد ثم الساحر فاقتلوه ثم قراء ولا يفلح الساحر حيث اتى قال لا يؤمن من حيث وجد اخرج البزار بسند جيد عن ابى هريرة عن النبى صلعم فان له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. الاتقان. صفحة – ٢٥٥ ১৬৮.

১৬৯. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৩৯০

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল্লাহ (সঃ) অপকর্মের কারণে তাদেরকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করেছেন। আর আল্লাহ প্রদত্ত্ব সফলতা লাভের অঙ্গীকার কখনও তাদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদেরকে সীমাবন্ধ ও সংকুচিত জীবন দান করেছেন। তাদের সম্পদে, আহার্যে বরকত নেই নেই হালাল হারামের কোন বাচ বিচার অথবা এর মূল উদ্দেশ্যে মাটিতে পুতে বন্ধী করা।''

সূরা ইয়াসীন আয়াত নং-৩৫ "والشمس تجري لمستقر لها" এবং সূর্য ভ্রমন করে উহার নির্দিষ্ট দিকে ইমাম সুয়তী (রঃ) বুখারী ও মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসুল্লাহ (সঃ) কে আল্লাহর বাণী" "والشمس تجري لمستقر لها" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সূর্য আরশের নীচে নিজ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিম সূত্রে অন্যভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি (আবূযার) বলেন, সূর্যাস্তের সময় আমি নবী কারীম (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু যার! সূর্য্য কোথায় অস্তমিত হয়ে যায় তুমি তা কি জান ? আমি বললাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ বিষয় সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন সূর্য অস্তমিত হয়ে আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছে। সুতারাং আল্লাহর বানী [১৭১]

"والشمس تجري لمستقر لها" এর ব্যাখ্যা এটাই ।

আল্লামা ফয়েজী সাওয়াতি উল ইলহামে উক্ত আয়াতের তাফসীর এভাবে লিখেন- والشمس اصل اللوامع واكمل السعود تجري مرورا لمستقر لها لحر محدود لها وهو امد ادوارها لما كمل العام اولوسط السماء اولامد امرها وهو عصر هلك العالم.[১৭২]

---

১৭১. اخرج الشيخان عن ابى ذر قال سالت رسول الله صلعم عن قوله " والشمس تجرى لمستقر لها" قال مستقرها تحت العرش وأخرجا عنه قال كنت مع النبى صلعم فى المسجد عند غروب الشمس! وقال يا ابى ذر! اتدرى اين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال فانها تذهب حتى سجد تحت العرش فذالك قوله " والشمس تجرى لمستقر لها"-الاتقان، صفحة.٢٥٧

১৭২. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৫৩১

Dhaka University Institutional Repository

সূর্য মূলতঃ আলোক বর্তিকা ও পূর্ণ নক্ষত্রের নাম। বারংবার এটি নিজ গন্তব্যের দিকে ধাবিত হয়। এর কারণ এটি ভীষন ভাবে উত্তপ হয়ে উঠে। এভাবে ধাবিত হওয়ার ফলে বছর ঘুরে আসে।

সূরা আল কাউছারঃ আল্লামা ফৈজী সাওয়াতি উল ইলহাম তাফসীরে আল কাওসার শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেন – الكوثر العطاء الكامل علما وعملا او المورد الامرء ماء واحمد هواء وورد ماءه المدام وهو مورد رسول الله صلعم اعطاء الله صلعم كراما او المراد الاولاد او علماء اللاسلام او كلام الله[১৭৩] المرسل

"আল কাওসার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানগত ও কর্মগত পরিপূর্ণ দান অথবা কোন বিশেষ কাজের জন্যে পর্যাপ্ত দান। এ দানের মধ্যে পানি বায়ু অন্যতম। আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিশেষভাবে পানির স্থায়ী কূপদান করেছেন অথবা এর অর্থ সন্তান-সন্তুতি, ইসলামের সুপন্ডিত ব্যক্তিবর্গ অথবা আল্লাহর বিশেষ দূতের বাণী।

অন্যদিকে আল্লামা সূয়ূতি ইতকানে লিখেন, হযরত আনাছ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "الكوثر" হচ্ছে একটি বিশাল নদী, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন, সেটা জান্নাতে অবস্থিত এর রয়েছে অসংখ্য প্রবেশ দার। (আহমদ ও মুসলিম) হযরত আনাছের বরাত দিয়ে আল্লামা সূয়ূতি ইতকানে রসূলুল্লাহ্ উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

382347

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

---

১৭৩. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৭২৪

*اخرج احمد ومسلم عن انس قال قال رسول الله صلعم الكوثر نهرا اعطانى ربى الجنة له طرق لا تحصى.

* আল ইতকান।

* اخرج ابن جريد وابو يعلى عن سعد بن أبى وقاص قال سالت رسول الله صلعم عن الذين هم عن صلوتهم ساهون. قال هم الذين يؤخرون الصلواة عن وقتها-

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ–সূরা মাউনেরঃ "الذين هم عن صلواتهم ساهون" আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ফয়জী বলেনঃ যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন তারা মূলতঃই উদাসীন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সূয়ূতী নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করেন–"হযরত ছাদ ইবনে আবূ আক্কাছ (রঃ) থেকে বর্ণিত আমি রাসূল (সঃ) এর কাছে

"الذين هم عن صلواتهم ساهوم" এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ এ আয়াত দ্বারা ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য যারা সময়ের শেষ প্রহরে অনর্থক বিলম্বে সালাত আদায় করে।" (ইবনে জারীর ও আবূইআলা সূত্রে বর্ণিত)।

সূরা আল ইমরানঃ আয়াত নং–১১০ "كنتم خير امة اخرجت للناس" "তোমারাই উত্তম উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে"।উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় আবু হুরায়রা (রঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ[১৭৪] "كنتم خير امة اخرجت للناس" আয়াতের অর্থ হল মানুষের কল্যান ও উপকারের জন্য সবচেয়ে উত্তম লোক তারাই, যারা মানুষের গলদেশে আল্লাহর আনুগত্যের শিকল পরিয়ে দেয়। ফলে তারা ইসলাম গ্রহন করেন।

আল্লামা ফেজী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ[১৭৫] তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)–এর অনুসারী একটি দল। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বিশেষ জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করেছেন অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য লাওহে মাহফুজ অথবা সকল উম্মতের সর্বশেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানবতার কল্যাণ সাধন, সংস্কার ও সার্বিক অবস্থা সংশোধনের লক্ষ্যে

---

* আল ইতকান।

১৭৪. عن ابى هريرة قال كنتم خير امة اخرجت للناس قال خير خير الناس للناس * يأتون بهم فى السلاسل فى اعناقهم حتى يدخلون فى الاسلام.(البخارى، كتاب التفسير)

১৭৫. كنتم رهط محمد صلعم صدد علم الله اوسط اللواح او وسط ام خير امة اكرم # الامم اخرجت اعلاء للناس لاصلاحهم وطرا لما ارسل محمدا اكمل الرسل والرمهم صار رهطه اصلح الامم واعدلهم والحال اعمارهم اسرع الاعمار وأصار عصيرهم امد الاعصار لما اراد عدم ركودهم مرامسهم مددا طوالا تأمرون ......الخ-سواطع الالهام . صفحة.٩٧

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরন করা হয়েছে।নতুবা মুহাম্মদ (সঃ) কে কখনও রাসূলদের দলপতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হতো না, ফলে তার উম্মত শ্রেষ্ঠ ও মার্যাদাবান উম্মত এবং তারা নীতিবান। তারা শক্তিধর ইমারতের উপর আসীন, তারা হলেন আল্লাহর সর্ব শেষ ও শ্রেষ্ঠ বান্দা। তিনি তাদের মর্যাদা বৃদ্বি করে দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদা দিয়ে উপারোক্ত দায়িত্ব অপর্ন করেন।

সূরা আল আনয়ামঃ- "وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو"

"তারই কাছে অদৃষ্ট ভান্ডারের চাবী আছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে ওমর (রঃ) বর্ণনা করেন। হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা সূত্রে–তিনি (ইবনে উমর) তাঁর পিতা (উমার ইবনুল খাত্তাব)–সুত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) وعنده مفاتيح الغيب" দ্বারা ৫টি গোপন বস্তুর উদ্দেশ্য নিয়েছেন আর তা হল ঃ– (১) কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে, (২) তিনি বৃষ্টিবর্ষন করেন (৩) এবং জরায়ুতে যা আছে তিনি সে সম্পর্কে অবহিত (৪) কেউ তা জানেনা আগামীকাল সে কি অর্জন করবে (৫) এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবহিত।[১৭৬]

আল্লামা ফৈজী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন[১৭৭]- وعنده الله مفاتيح الغيب معالم العلوم والاسرار كلها لا يعلمهما احد الا هو الله كحال الارحام وهطل الامطا دا مد الا عمار وسر الاعمال ودرود المعاد

"অদৃষ্টের সকল চাবী কাঠী আল্লাহর কাছেই, তার নিকটই রয়েছে সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার এবং তার কাছেই রয়েছে যাবতীয় ভেদ। এ জ্ঞান কেবল তারই জন্যে নির্ধারিত। সমুদয় বিষয় তার কাছে স্পষ্ট। যেমন–মাতৃগর্ভে সন্তান তার কাছে স্পষ্ট। বৃষ্টির বিন্দু

---

১৭৬. عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلعم قال مفاتيح الغيب خمس ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس باى ارض تموت ان الله عليم خبير (البخارى.كتاب التفسير)

১৭৭. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

বিন্দু বর্ষন সম্পর্কেও তিনি অবহিত। বালুরাশীর বিশাল স্তুপ দ্বারা নির্মিত ইমারত সম্পর্কেও তিনি অবহিত।তিনি অবহিত সমস্ত কাজের ভেদ ও পরকালের উত্থান প্রক্রিয়া সম্পর্কে।

সূরা সোয়াদঃ এর ৩৪ নং আয়াত ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ''আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড় বা দেহ।[১৭৮] অতঃপর সোলাইমান আমার অভিমুখী হলো।" আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জামাখশরী বলেন–বর্ণিত আছে হযরত সুলাইমান (আঃ) কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার বিশ বছর পর একবার তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। আবার পরীক্ষাটি ছিল এরূপ তার জনৈকা স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেন। শয়তান তাকে বলল, আপনি যদি সুখ সাচ্ছন্দ্যে থাকতে চান তাহলে নিজকে অবশ্যই উপহাস থেকে বিরত রাখবেন। সে মতে আমি একটি হত্যাকান্ড ঘটাতে চাই এরপর তিনি জানতে পারলেন যে, সে মেঘে বিচরন করে আহার করছে এবং তার সিংহাসনের উপরে একটি ধড় নিক্ষেপ করেছে। হযরত সোলাইমান নিজ ভুল জানতে পারলেন যে, তিনি তার প্রতিপালকের উপর পূর্ণ ভরসা করেন নি। ফলে তিনি ইসতেগফার করেন এবং তার প্রতিপালকের অভিমুখী হন। নবী করিম (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত সুলায়মান (আঃ) বলেছেন আমি একরাতে আমার সত্তরজন স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সংকল্প করি এবং এ নিয়ত করি যে, তারা অশ্বারোহী হবে এরপর আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তবে তিনি এ পর্যায়ে ইনশাআল্লাহ বলেননি এবং তিনি স্ত্রীদের সাথে মিলিত হলেন, এতে কেবল মাত্র একজন

---

১৭৮. একদা হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁর সকল স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হওয়ার ইচ্ছা করেন এবং বলেনঃ এ ভাবে যে সকল সন্তান জন্ম নেবে, তারা জিহাদে শরীক হবে, কিন্তু মুখে ইনশাল্লাহ না বলায় শুধু একজন স্ত্রীর গর্ভেই হস্তপদহীন একটি সন্তান জন্মে। ধাত্রী সেই মাংসপিন্ডসম সন্তানটিকে দরবারে এনে তার সিংহসনের উপর রেখে দেয়। সুলায়মান (আঃ) তখন তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (আল–কুরআনুলকারীম টীকা, পৃ. ৭৪৪). কাশ্‌শাফ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী গর্ভধারণ করে ফলে সে একটি অপুর্নাঙ্গ সন্তান প্রসব করে। যার হাতে আমার জীবন সমর্পিত তার শপথ, যদি তিনি এভাবে বলতেন, ইনশাল্লাহ তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং প্রত্যেকে হবে অশ্বারোহী,তা হলে এরুপ হতো না। পরে তিনি "ولقد فتنا سليمان" তিলওয়াত করেন।[১৭৯]

আল্লামা ফৈজী সাওয়াতি উল ইলহামে উক্ত আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেনঃ

ولقد فتنا سليمان عمل معه المحصر والقيناه على كرسيه جسدا لا روح له والمراد ولد عطاه الله واراد الا عداء اهلاكه وعلمه الرسول وامر الركام لحرسه ولكسده وطرح الولد هالكا صدصده لعدم وكوله لله اللمالك للكل وسدم عما عمل ثم اناب عاد وهاد-[১৮০]

সূরা আল হাদীদঃ এর ৮নং আয়াত وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول "তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আনছ না? অথচ রাসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনতে আহব্বান করছেন, আল্লাহ তোমাদের থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্যই তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।"[১৮১] يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين.

---

* يقول قيل فتن سليمان بعد ماملك عشرين سنة وكان من فتنة انه ولد له ١٩٥. ابن فقالت الشياطين ان عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا ان تقتله اؤ نحباه فعلم فكان يغزوه فى السحاب فماراعه إلا أن القى على كرسبه ميتا فتنبه على خطئه فى أن لم يتوكل فيه على ربه فاستغفربه وتاب اليه. وروى النبى صلعم قال سليمان لآطوفن الليلة على سبعين إمراة كل واحدة تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يقل ان شاء الله فطاف عليهن فلم يحمل يجاهد فى سبيل الله ولم يقل ان شاء الله فطاف عليهن فلم يحمل الامرة واحدة جائت بسق رجل والذى نفس بيده لو قال إن شاء الله يجاهدوا في سبيل الله فرسنا اجمعون فذالك قال ولقد فتنا سليمان .....- الكشاف ، صفحة - ٢٧٩

* আততাফসীর অল মুফাচ্ছিরুণ, পৃ. ৪৮০

১৮০. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৫৪৫

১৮১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা হাদীদ, আয়াত নং-৮

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা জামাখশারী (রঃ) বলেন–আয়াতের মমার্থ হল–কি কারণে তোমরা ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত থাকছ এবং রাসুলের আহবানে সাড়া দিচ্ছনা, অথচ তিনি (রাসুল সঃ) তা থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন এবং তোমাদের সামনে কুরআন পাঠ করে শুনাচ্ছেন আর যে কিতাব হচ্ছে প্রামাণ্য ও সুস্পষ্ট দলিল। অথচ আল্লাহ ইতিপুর্বে তোমাদের দেয়া অঙ্গীকার গ্রহন করে নিয়েছেন এবং তিনি তা গ্রহণের বিষয়টি তোমাদের বিবেক বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি তোমাদের অন্তরদৃষ্টি ও জ্ঞানের গভীরতা দান করেছেন। এতদসত্বেও তোমাদের ফিরে না আসার কি কারণ থাকতে পারে সুতরাং আল্লাহতায়ালা শতর্ক করে বলছেনঃ তোমাদের কী হলো যে, এর পরও তোমরা ঈমান আনছ না?[১৮২]

সাওয়াতি উল ইলহামে উক্ত আয়াতের তাফসীর এভাবে করা হয় –

وما حصل لكم اهل الادراك لايؤمنون بالله وهو حال والحاصل ما صدكم عما اسلامكم والرسول محمد صلعم والو للحال يدعوكم مأمورا امره الله ومعه سواطع الاعلام والدوال ودعاءه لتؤمنوا بربكم الاسلامكم ولله وصلاحكم وسداد حالكم وقد اخذ الله وروده لامعلوما ميثاقكم عهداكم المؤكد اولا للسلام وحصل لكم دوال الروع واعلام الرسول صلعم والو او الحال ان كنتم مؤمنون طواع العهد الاول–

" মহান[১৮৩] আল্লাহর বানী ..... وما لكم لا تؤمنون بالله –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সুক্ষ্যাতিসুক্ষ জ্ঞানের যারা ধারক তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, "ইসলাম গ্রহণে এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দানের ব্যাপারে কিসে তাদের বিরত রাখছে? অথচ অবস্থা

---

১৮২. * المعنى واى عزر لكم فى ترك الايمان والرسول يدعوكم اليه وينهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج وقبل ذالك قد أخذ الله ميثاقكم بالايمان حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الادلة ومكنكم من النظر وازاح عليكم فاذا لم ثبق لكم علة بعد ادلة العقول وقنبه الرسول فما لكم لا تؤمنون. الكشاف. صفحة – ٤٢٤

১৮৩. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৬৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে যে, তিনি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে অদিষ্ট। আর তার কাছে উজ্জল আলোক বর্তিকা, তাদের অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যেই তাদের ঈমান আনা উচিৎ। এ বিষয়ে আল্লাহ ইতিপূর্বে তাদের অঙ্গীকার গ্রহন করেছেন। তারা প্রথম আহবানেই ইসলাম দীক্ষিত হয়। ফলে তারা প্রমান্য বিষয় লাভ করবে এবং রাসুলের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে সহসা তারা আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে পারবে।

সূরা বানী ইসরাইল এর আয়াত নং – ৮৫।

ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا.

"তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলঃ 'রুহ' আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" উপরোক্ত আয়াতে 'রুহ' এর ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালুদ্দিন মহাল্লী (রঃ) বলেন– 'রুহ' অর্থ আত্মা, শরীর যার দ্বারা বেচে থাকে। সে সুক্ষ্ম বস্তুই হচ্ছে আত্মা অথবা বলা যায় 'রুহ' বা আত্মা এমন একটি বস্তু যে বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।[১৮৪]

" আল্লামা ফৈজী উক্ত আয়াতের তাফসীর এভাবে করেন ঃ[১৮৫]

ويسئلونك اليهود عن الروح ملاك الحس والحراك وعماده ما هو وما اصله ورد كلم اليهود الحمس وامروهم سلوا رسول الله صلعم الملك المعهود واهل السلع وهم اهل الاسلام و صلا ح و دعو ا ملكهم واو لا دهم ودور هم رامو السلع اصاروه محلهم لا طاع الله والروح ولو صرح الكل او طرحه لعلم ما هو رسولا ولو صرح كسرا وطرح كسرا لعلم هو رسول ولما سالوه صرح لهم امر الملك المسطور واهل السلع المسطور حال هم واهمل امر الروح ولما روا احوارله واما لسؤلهم ومرامهم سدموا او سالوا أهو ماسور ام لاوح ما ورد وراء الامر حواره وورد الروح الملك المرسل او رهط كرام للاملاك او كلام الله قل الهم الروح المسؤل من امر وما او تيبتم اهل العالم عموما من العلم الا علما قليلا وهو كلام مع اليهود.

---

* ان المحلى فسر الروح بانها جسم لطيف يحيا به الانسان بنوذه فيه او الروح .১৮৪ فهى صريحة او كالصريحة فى ان الروح من علم الله تعالى-تفسير جلالين صفحة.২৩৮ النفسير والمفسرون . صفحة -২৭৩

১৮৫. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৩৫৯

Dhaka University Institutional Repository

সূরা বাকারা ঃ ২৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ-

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

"অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্যে বৈধ হবে না। যে, পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত মিলিত না হবে।" উক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে জারীর (রঃ) লিখেন "কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ حتى تنكح زوجا غيره আয়াতে নিকাহ্ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কি বুঝাতে চেয়েছেন সেটা একটা প্রশ্ন রাখার দাবী রাখে। نكاح অর্থ কি সহবাস না কেবল "عقد تزويج" বিবাহ কার্যকর হওয়া বুঝায় "? কারো কারো মতে উভয়টি বুঝায়। তাই বলা যায় কোন নারী যখন কোন পুরুষের সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন নিকাহ অর্থ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া। "تزويج" বুঝাবে যথক্ষনে সে তার সাথে মিলিত হবে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে এই রুপ এক নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, কিন্তু মিলিত হলো না, এমন কি সে তালাক প্রাপ্তা হয়ে গেল। এমতাবস্থায় এ নারী তার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। তখন এর ব্যাখ্যা এ রূপ হতে পারে যে, لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره দ্বারা প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে শুদ্ধ হবে যদি সে মিলিত হয়। যদিও আয়াতে সঙ্গত বিষয়টি অনুপস্থিত তাহলে কোন দলিলের ভিত্তিতে এ কথা বলা হচ্ছে? বলা যেতে পারে যে, ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া হলো।[১৮৬]

---

১৮৬. يقول مانصه فان قال قائل فاى النكاحين غنى الله بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ النكاه الذي هو جماع ام النكاح الذى هو عقد تزويز؟ قيلا كلاهما او ذالك ان المرأة اذا نكحت زوجا نكاح تزويج ثم لم يطأها فى ذالك النكاح ناكها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للاول وكذالك ان وطئها واطئى بغير النكاح لم تحل الاول! لاجماع الامة جميعا فاذا كان ذالك كذالك فمعلوم ان تاول قوله، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا صحيحا ، ثم مجامعها فيه، ثم يطلقها، فان قال فان ذكر الجماع غير موجود فى كتاب الله تعالى ذكره فما الدلالة على ان معناه ما قلت؟ قيل الدلالة على ذالك أجماع المة جميعا ان ذالك معناه- تفسير ابن جرير، جلد ثانى، صفحة-.٢٩-٩١

* التفسيروالمفسرون . صفحة-٢١٣

* وبين ان الاخلاص عن النية ثم وقد حققنا الكلام فى هذه الدليل فى تفسير قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فليرجع اليه فى طلب زيادة الاتفاق.

نفسير كبير -

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ফয়েজী বলেনঃ-

فن طلقها سرح المرء عرسه وراء السرح عودا عودا او معا كما مر وصار الكل سراحا كاملا فلا تحل العرس له للمرء المسرح من بعد وراء السرح الكامل دوا ما حتى تنكح العرس الحاصل سرحها زوجا مرئا غيره سوء الاول مسها-[১৮৭]

"যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং অন্য কোন লোক তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় এবং প্রথম স্বামী যদি তাকে প্রত্যাহার করতে চায় তবে তার প্রথম স্বামীর জন্য জায়েজ হবে না। কেননা প্রথম স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদানের পর অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংগত হওযার বিধান রয়েছে। নতুবা প্রথম স্বামীর জন্য জায়েজ হবে না। তাই সে স্বীয় স্ত্রীর সাথে পুর্বে সংগত হয়ে থাকুক কি না থাকুক।

সূরা বায়্যিনাঃ আয়াত -৫

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে তার ইবাদত করতে" উক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইমাম রাজী (রঃ) তার লিখিত গ্রন্থ তাফসীর কাবীর (مفاتيح الغيب) বর্ণনা করেন।* (الاخلاص) নিষ্ঠা মূলত নিয়তেরই অবিচ্ছেদ্য রূপ। মহান আল্লাহর বাণী وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين এর ব্যাখ্যায় কাজে কর্মে প্রকৃত নিষ্ঠা অবলম্বন বুঝানো হয়েছে সুতরাং নিষ্ঠার সংগে কর্ম সম্পাদন সবারই উচিৎ।

আল্লামা ফয়েজী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন।ঃ-

وماأمرا وما أمرهم الطروس ألا ليعبدو الله كما هو عمل الموحد مخلصين له لله الدين الاسلام ومر اسمه.[১৮৮]

" ইবাদতকালে অন্তর থেকে সবকিছু ধূয়েমুছে সাফ করাকে বুঝানো হয়েছে। এরপর বিশুদ্ধ অন্তরকে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ভাবে দ্বীনে বিশ্বাসী একজন তাওহীদবাদী মুসলমান আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন।

---

১৮৭. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৬৭

১৮৮. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৭১৯

Dhaka University Institutional Repository

সূরা সাফফাতঃ আয়াত নং ১০- فاتبعه شهاب ثاقب " জলন্ত উলকাপিন্ড তার পশ্চাধাবন করে " উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তারিখে তাফসির- আল মুফাসসেরীন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, আকাশ থেকে যে, নক্ষত্ররাজী খসে পড়তে দেখা যায় তাই উলকা পিন্ড বা شهاب যে সকল ব্যাখ্যাকার এ কথা বলে যে, 'সিহাব' হচ্ছে সকল নক্ষত্র রাজীর নাম যেগুলো উপরে উঠে এবং বিচরণ করে[১৮৯] ---তাদের এ দাবী কিয়াস বা অনুমান বৈ কিছু নয়। যদি কেউ তাকে সঠিক বলে দাবী করে তার সাথেও আমাদের কোন বিপরীত ধর্মী কথা নেই। আল্লামা ফয়েজী বলেন[১৯০]فاتبعه وصله وادركه شهاب لردسه ثاقب لامع জলন্ত উলকাপিন্ড তাকে ধরে ফেলে। ফলে তীব্র জ্যোতিময় হয়ে জ্বলে উঠে।

সূরা বাকারারঃ ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-فازلهما الشيطان عنها। " কিন্তু শয়তান সেখান থেকে তাদের পদাস্থলন ঘটালো"

আল্লামা জামাখশরী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন فازلهما الشيطان عنها অর্থ হলোঃ-ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) অপারপার মনীষীদের মতে হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহতায়ালা জান্নাত থেকে বের করেছেন এবং তাদের দু'জনকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করেন। ইমাম আহম্মদ (রঃ) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের দাবী অন্য আয়াত ও প্রমান করে। যেমন বলা হয়েছে তিনি তোমাদের পিতামাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। এইভাবে তাদের মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ শুরু হয়ে যায়। কারো কারো মতে এর অর্থ নিয়ামত ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়া। অথবা কিছু দিনের জন্য জান্নাত থেকে দূরে রাখা।হযরত আবদুল্লাহর কিরাআত অনুযায়ী এর অর্থ হচ্ছে শয়তানের প্ররোচনা ও ধোকা। এর দ্বারা

---

১৮৯. اسماں میں جو ستارہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتاہی وہ شہاب ہی جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ شہاب اس نجار کا نام ہی جو اوپرکو جڑھتاہی اورچلنی لگتا ہی اس کو صحیح قرار دیا جاتی تو ہماری نظریہ خلاف نیں. تفسیر بیضاوی وتاریخ تفسیر والمفسرین -ص ۲۹۱

১৯০. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৫৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সর্বনামের দিকে দৃষ্টি করলে এর অর্থ বারংবার ধোকা দান বুঝায়।[১৯১] সাওয়াতি উল ইলহামে আল্লামা ফয়েজী উক্ত আয়াতের তাফসীর এভাবে লিখেন–

فازلهما ادم وحو واملصهما ووسوس لهما الشيطان وهو الد الاعداء لهما ولاولادهما عنها دار السلام.[১৯২]

"শয়তান আদম ও হাওয়ার পদসখলন ঘটাচ্ছে । শয়তান তাদের প্রতারণা করেছে। সে তাদের দুজনার ও তাদের সন্তানদের ভয়ংকর শত্রু।

সূরা বাকারার অন্যত্র ১২৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير.[১৯৩]

" স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক একে নিরাপদ শহর কর। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলুমল থেকে জীবিকা প্রদান কর। তিনি বললেন যে কেহ কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্যে জীবন উপভোগ করতে দেব। এরপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিনাম।"

---

১৯১. قوله تعالى : "فازلهما الشيطان عنها" قال محمد رح وقيل فازلهما عن الجنة لعنى أذهبهما عنها وابعدهما كما تقول قال احمد رح ويشهد له قوله تعالى "كما اخرج ابويكم من الجنة" اذا ذهب عنك وزل من الشهر كذا وفرى فآذالهما مما كان فيه من النعيم والكرمة أو من الجنة أن كان الضمير فلسجرت فى عنها قراء عبد الله فوسوس لهما الشيطان عنها، وهذا دليل على ان الضمير للسجرة لان المعنى مررت وسوسته عنها.

* তাফসীরে কাশ্শাফ, পৃ. ২৭৪

১৯২. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৩১

১৯৩.

اور وه وقت بهى ياد كرنى كى قابل هو جس وقت ابراهيم عليه السلام دعامين عرض كيا كر ميرى پروردگار اس موقع كو ايك آباد شهر بنادى جى او ر شهر بهى كيسا امن امان والا اور اسكى بسنى والونكو پهليلو كى قسم سى بهى عنايت كيجي اور سب باسنى والوں كو نهيں بلكه خاص...... بيان القران، صفحة -٧٠

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী (রঃ) বলেনঃ "ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) দোয়া করে ছিলেনঃ হে আমাদের এ স্থানকে একটি ফলমুল সমৃদ্ধ আবাদ শহর বানিয়ে দাও এবং শহরের নিরাপত্তা নির্ধারণকারীদের বিভিন্ন নেয়ামত দিয়ে ধন্য কর। তবে সবাইকে নয় বরং যারা তোমার অনুগত।"

সাওয়াতি ইল ইলহামে উক্ত আয়াতের তাফসীর এ ভাবে লিখেনঃ

واذ قال ابراهيم دعاء رب اجعل هذا الحرم المكرم او صلاح بلدا أمنا مصرا سلم اهله عما ساء وكره ورزق اعطا واطعم اهله اهل المصر من صنوع الثمرات الاحمال والاكل لما لااكر ولا حمل حوله من أمن اسلم منهم اهله بالله والملك والعدل واليوم الاخر الموعود معادا ولما دعا الله اطعاما هل الاسلام وهم الرد والردع كما رد وردع ودعاه لارسال اولاده قال الله رد الوهمه واعلاما له واطعم ومن كفر عدل وألحد لها هو عطاء عام للصالح والصالح والمسلم والعادل فامتعه امد له مدا قليلا او عمرا ماصلا ووده امرا ثم اضطره ماه ومعادا ورووه مكسور الال وطره وامرا كاول الى عذاب النار أصلا واحماء وبئس المصير المعاد المعاده وهو الساعور وادكر-[১৯৪]

অর্থ-হযরত ইব্রাহীম দু'য়া করে ছিলেন তা হচ্ছে এই যে, এ শহরে তুমি নিরাপত্তা বিধান কর, যাতে এর অধিবাসীরা সুখ স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারে, তুমি তাদেরকে পর্যাপ্ত আহার দিয়ে ধন্য কর। তাদেরকে এমন ফল-মূল দাওয়া কাটা যুক্ত হবে না এবং এর অধিবাসীদের তুমি মুসলমান বানাও । তাদের একনিষ্ঠ সেবক ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী বানাও।

তিনি মুসলমানদের আহার সামগ্রীর জন্য দু'য়া করেন এবং যারা আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)-এর বিরোধী তাদের জন্য দু'য়া থেকে বিরত থাকেন এবং তিনি উক্ত শহরে নবী

---

১৯৪. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

পাঠিয়ে ধন্য করার ও দু'য়া করেন। আল্লাহপাক তার দু'য়ার অংশ বিশেষ প্রত্যাখান করে বলেন–যারা কাফির ও মুরতাদ এবং আল্লাহ বিরোধী তিনি তাদেরকেও আহার দিয়ে ধন্য করবেন, কারণ তার দান সবার জন্য অবারিত। চাই সে হোক সত্যের অনুসারী বা সত্যের বিরোধী, চাই সে হোক মুসলিম বা অন্য কিছু । তিনি তাদেরকেও কিছু সময়ের জন্য সুখ সম্ভোগ দিবেন। এরপর পরলোকে তাদেরকে কঠোরভাবে ধরবেন। বিচার শেষে তাদের জাহান্নামে পাঠাবেন। তা কতই না নিকৃষ্টতম স্থান, তা হবে মূলতঃ অগ্নিযরা আবাস গৃহ।

সূরা আলর ইমরানে ৩য় নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন –

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التورات والانجيل.

অর্থাৎ "তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ন করেছেন–যা তার পুর্বের কিতাবের সমর্থক আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ইঞ্জিল", আল্লামা কাজী নাছির উদ্দিন আল বায়জাবী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ উল্লেখ করেনঃ আল্লাহ আপনার উপরে সত্য সমৃদ্ধ কিতাব নাজিল করেছেন উক্ত কিতাব খানি তার পুর্ববর্তী কিতাব সমুহের প্রত্যায়ন করছে। আল্লাহ তাআলা তাওরাত ইঞ্জিলকে একই সাথে যথাক্রমে হযরত মুসা ও ইসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। তারা উভয়ই ছিলেন সৃষ্টি এবং মানুষ। শুধু ও অপরাপর বস্তুর প্রতি তারা আকৃষ্ট ছিলেন তারা উভয়ই ছিলেন অনারব।[১৯৫] সেমতে তাদের কিতাবকে ইঞ্জিল انجيل এর স্থলে আনজিল انجيل পাঠ করে থাকে। আবু আমর ইবনে জাকোয়ান কুসাই প্রমুখ التورت কে ইমালা করে পাঠ করেন। হামজা ও অন্যানরা দুই বর্ণের মাঝামাঝি পাঠ করেন। উপরোক্ত পাঠ রহিত বলে তারা অন্যান্যদের মত মনে করেন।

---

১৯৫. نزل عليك الكتاب القران بالحق بالعدل او بالصدق فى اخباره أو بالحج المحققة انه عند الله وهو فى موضع الحال مصدقا لما بين يديه من الكتاب وانزل التورات والانجيل جملة على موسى وعيسى والمستعان فهما من الورى والنحل وزدنها بتفعلة وافعيل تعسف لانها أعجميان ويؤد ذالك ان قرى الانجيل بفتح الهمزة وهو ليس من النسبة العرب وقرء ابو عمر وابن ذكوان والكسائي التورت بالامالة فى جميع القران وحمذة نافع بين اللفظين الا قالون فانه يقرآ ما الفتح كقراة الباقيس من قبل- تفسير بيضابى، صفحة -২

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ফয়েজী লিখেন –

نزل ارسل سهما عليك محمد الكتاب الطرس المسطور المعلوم وهو كلام الله بالحق العدل او السداد الاعلام اوالادلاء الدوال لما هو مرسل ارسل الله وهو الحال مصدقا مسددا محكما مساعدا لما بين يديه لما هو امامه وهو طروس الرسل وانزل التورات ارسلها الاصلاح الهود والانجيل طرس روح الله – ১৯৬

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সঃ) এর উপরে অংশ অংশ করে এই বিশাল কিতাব খানি নাজিল করেন এতো সত্য বিধৌত সুবিচারের বাহন আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন আল্লাহর সত্য সহকারে তা মুহাম্মদ (সঃ) উপর নাজিল করেন এভাবে ইতিপুর্বে বহু আসমানী গ্রন্থ প্রেরন করেণ। তাওরাত তিনি ইয়াহুদ জাতির হেদায়েতের জন্য আর ইঞ্জল ঈশা (আঃ) কে দান করেন যাতে তিনি লোকদের সৎ পথের সন্ধান দিতে পারেন।

সূরা লাহাবেরঃ প্রথম অংশঃ " تبت يدى ابى لهب "

"ধ্বংশ হোক আবু লাহবের দুই হস্ত এবং সে ধবংস হোক নিজেও।" আল্লামা আলুচি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)–এর মতে অর্থ হচ্ছে আবু লাহাবের উভয় হাত ধবংশ হোক। এ হচ্ছে এক কঠিন শতর্কবানী বদদু'আ, ভীষন বার্ধ্যকে নিপতিত হয়ে সে ধবংশ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে ওমর কাতাদা (রঃ) প্রমূখ–এর মতে সে ভীষন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (তারা তাব্বাতের ব্যাখ্যা خابت শব্দ যোগ করেছেন)। য়ামান ইবনে ওতাব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বাধিক কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত।শিহাব বলেন এখানে মূলতঃ ধ্বংশই উদ্দেশ্য।এ জন্যে তিনি ধবংশ অর্থ করেছেন। ইমাম রাজী (রঃ) বলেন ক্ষতি ও ধবংশের মধ্যে ডুবে যাওয়া।[১৯৭] তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ধবংশ অর্থই নেয়া হয়েছে।

---

১৯৬. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ .৮১

১৯৭. تبت اى هلكت معاقال بن جرير وغير منه فى قولهم متشابه ام تابة يروون أم هالكة من الهرم والتعجير أى خسرت مما قال بن عباس وأبن عمر وقتادة وعن الاول ايضا خابت وعن يمان بن وثاب صفرت من كل خير وهي على ما فى البحر أقوال متقارية وقال الشهاب ان مادة الشباب تدور على العظيم وهو مودالى الهلك ولذا فسر به، وقال الرغب هو الاستمرار فى الخسر ان ولتفمنه الاستمرار وقيل النسيب لعان كذا اى استكمرار ويرجع هذا لمعنى الى الهلاك. روح المعانى. صفحة –٢٦.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা কুরেজী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

تبت هلك يدا ابي لهب وهو عم رسول الله صلعم والدالاعداء له او ردهما لما عطا صلدا واراد طرحه الاهلاك رسول الله صلعم وتب هلك وهو كله-

নবী করিম (সঃ) এর চাচা আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংশ হউক সে ছিল নবী করিম (সঃ) এর ঘোর দুসমন আগুন ভিষন ভাবে উঠে তাকে গ্রাস করবে এর দ্বারা উদ্দেশ্যে মুলত সর্বত্র ভাবে ধ্বংশ ।

সূরা বাকারা ঃ ১৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন –

ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء

আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উহা উপলব্ধি করতে পার না।[১৯৮] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবারী স্বীয় গ্রন্থ (تفسير الطبرى جامع البيان) জামেউল বয়ানে এ উল্লেখ করেন আল্লাহর বানী ولا تقولو لمن يقتل এর অর্থ হচ্ছে জিহাদে ধৈর্য্যসহ আমার আনুগত্য কর। তিনি তোমাদের দেয়া অঙ্গীকার পুরন করবেন তোমরা গুনাহ বর্জন করে চলো এবং আল্লাহর প্রদত্ত যাবতীয় অপরিহার্য্য বিষয় পূর্ন যত্নসহ আদায় কর। তবে যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের মৃত বলনা, কেননা মৃত বলতে আল্লাহর সৃষ্টি হতে জীবন বিছিন্ন করাকে বুঝায়, ফলে সে মৃত সুতরাং তোমাদের কেউ যদি নিহত হয় অথবা সবাই যদি আল্লাহর পথে নিহত হয় তারা আল্লাহর কাছে থাকবে জীবিত। তারা লাভ করবে সুখময় জীবন পর্যন্ত নেয়ামত সামগ্রী। তারা আহার করবে তৃপ্তি সহকরে। আল্লাহ তাদের যা দিবেন তারা তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। এটা হবে তাদের প্রতি আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ এবং তাদের জীবন হবে আল্লাহর কাছে মর্যাদার বস্তু।[১৯৯]

---

১৯৮. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ.৭২৫

১৯৯. ولا تقولوالمن يقتل فى سبيل الله اموات..... ولكن لا شعرون يعنى تعالى ذكره يا ايها الذين امنوا استعينوا بالبر على طاعتى فى جهاد وعدوكم وترك معاصى واداء سائر فرائض عليكم ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله هو ميت فان الميت من خلقى من سلبة حياته واعدمته حواسه فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيما فان من قتل منكم ومن سائر خلق فى سبيل الله احيائه عندى فى حياة ونعيم وعيش هن ورزق منى فرحين بما اتيتهم من فضلى حيوتهم من كرامتى- تفسير طبارى جامع البيان، صفحة-٢٤

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ফৈজী সাওয়াতি উল ইলহামে উক্ত আয়াতের তাফসীর এভাবে লিখেন –

ولا تقولوا اهل الاسلام لمن يقتل في سبيل الله لاعلاء الاسلام موردها رهط اهل الاسلام هلكوا عماسا معهودا هم اموات بل اهياء طار روحهم وصار وكرهم دار الاسلام لهم ادراك الامور وعلم الاحوال ولكن لا تشعرون احوالهم واطوارهم حسا–[২০০]

মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের উৎকর্ষ বিধানের জন্য তার পথে জিহাদ করে, তাদের মৃত্যু অনর্থক বা বৃথা মনে কর না। রবং তারা আল্লাহর নিকট জীবিত। তাদের দ্বারাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাদের কর্মের অনভূতি মানুষের না থাকলেও অবশ্যই আল্লাহর কাছে রয়েছে। আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু হে মানুষ তোমরা তোমাদের অনুভূতির জ্ঞান দ্বারা তা বুঝনা এবং উপলব্ধি করতে পার না।

সূরা হিজরঃ ১১নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ– "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" "তোমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর"। তাফসীরে খাজেন–এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "কোন মোমিন তার মৃত্যুর ব্যাপারে আদৌ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে না কিংবা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগে না।" সুতরাং এখানে ইবাদত অর্থ হচ্ছে সর্বদা আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ মান্য করা, এমন কি মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত । যেমন আল্লাহ তার ইবাদত সম্পর্কে সূরা মরিয়মে বলেছেন "তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। যতদিন জীবিতি থাকি তত দিন সালাত যাকাত আদায় করতে।" (১৯ঃ৩১) [২০১]

---

২০০. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ .৫১

২০১. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعنى موت المؤمن به الذى لا يشك فيه احدوالمعانى وأعبد ربك فى جميع أوقاتك ومدة حياتك الموت وانت فى عبادة ربك وهذا مثل قوله تعالى فى سورة مريم–اوصانى بالصلوة والزكاة ما دمتم حيا

تفسير خازن صفحة–١٠٥

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ফয়েজী উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন –

واعبد له واطع الله ربك دوما حتى يأتيك اليقين الهلاك والسام.[২০২]

তোমরা সর্বত্রভাবে আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত কর। চাই মৃত্যু এসে যাক না কেন"। يقين শব্দের অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস। এর স্থলে মৃত্যু موت অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (তাফসীরে জালালাইন, কুরতবী, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি)

আল্লামা ফযেজী সাওয়াতিউল ইলহামে "اليقين" শব্দের অর্থ "موت" মৃত্যু। না করে এর প্রতি শব্দ "الهلاك والسام" ধ্বংস ও শেষ এই শব্দ দ্বয় ব্যবহার করেছেন। কোরআন মজিদের সকল সূরা ও আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় তিনি এইভাবে প্রতিশব্দ ও সমর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(খ) আরবী সাহিত্য হিসাবে তুলনাঃ

সাহিত্য হিসেবে সাওয়াতি উল ইলহাম ব্যক্তিক্রমধর্মী রচনা। আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ধরনের নুকতা বিহীন অক্ষরের সাহায্যে সাহিত্য কর্ম কেউ রচনা করেন নি। কেবল মাত্র আল্লামা আবুল ফায়েজ ফৈজী উক্ত গ্রন্থ রচনা করার পূর্বে "الورد الكام" নামে এখানা ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি পবিত্র কুরআনের ভাষ্য সাওয়াতি উল ইলহাম নুকতা বিহীন অক্ষরের সাহায্যে রচনা করে পাঠক সামাজে চমক সৃষ্টি করেন।

আরবী ভাষা সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে বর্নমালায় কোন নুকতা ব্যবহার হতো না। উমাইয়া যুগে আরবী বর্ণমালার সংস্কার সাধিত হয়। বা (ب) তা (ت) ছা (ث) এমনি অনেক বর্ণ আছে যা নুকতা ছাড়া পার্থক্য করা সম্ভব নয়।

বস্তুত ভাষা সাহিত্য প্রবাহমান স্রোতের ন্যায়। স্বাভাবিক নিয়মেই বদলে যায় এর রীতি, অন্য স্রোত ধারার সাথেও মিলিত হয় এ রীতি । জন সংখ্যা, ভৌগলিক সীমা,

---

২০২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার প্রসার বাড়লে বা কখনও ভাষা,ধর্ম বাণীর বাহন রুপে স্বীকৃত হলে, মনীষী সু-লেখকের আবির্ভাব ঘটলে ভাষার ষ্টাইল বদলায়, গতিবেগ জোরদার হয় এবং উন্নতির সকল স্তর সহজে অতিক্রান্ত হয়।মূলতঃ সাওয়াতি উল ইলহাম "سواطع الالهام"তাফসীর সাহিত্য হওয়ার কারণে সকল শ্রেণীর সাহিত্যকে অতিক্রম করছে এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পবিত্র কুরআন হল এমনি এক আরবী সাহিত্যের সর্ব বিষয়ের মুকুট যার সাথে অন্য কোন সাহিত্য কোন ভাবেই তূলনা করা যায় না। আল কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন[২০৩] "هذا لسان عربي مبين" "কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা"[২০৪] " وكذالك انزلناه حكما عربيا" "এভাবে আমি তা অবর্তীন করেছি এক নির্দেশ আরবী ভাষায়" [২০৫] انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون "এ গ্রন্থ আমি অবর্তীণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার। "

আরবী আরবদের ভাষা তাদের কবিতাও বাগ্মিতায় দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফলে তাদের রচনা ভঙ্গিতে প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনায় মাধুর্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কুরআন মজীদ অতীতের সাহিত্যকে ম্লান করে দিয়েছে । কুরআন শুনে আরবেদর সাহিত্যিক পন্ডিতরা হতবাক হয়েছে। তাই আল্লাহর নবীকে কেউ বলেছেন পাগল, কেউবা কবি, আর কেউবা যাদুকর, কিন্তু ছোট বড় সকলেই পবিত্র কুরআনের আলৌকিকত্ব বাচনভঙ্গি ও অপূর্ব ভাবধারার নিকট পরাজয় বরণ করেছেন।

জাহেলী যুগের সাহিত্যক ও কবি খালিদ ইবনে উকবা পবিত্র কুরআনের শ্রুতি মধুর বাণী শুনে বলে উঠেনঃ-

" والله ان له الحلاوة وان عليه لطراوة وان اسفله لمغرق وان لاعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر" [২০৬]

"আল্লাহর শপথ নিশ্চয় কুরআনে আছে মাধুর্য ও সঞ্জীবনী শক্তি, নিশ্চয় এর অভ্যন্তর

---

২০৩. সুরা নহল-১৬/১০৩

২০৪. সুরা- রায়াদ-১৩/৩৭

২০৫. সুরা ইউসুফ-১২/২

২০৬. অরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ .১২৩, কাজি মুহাঃ সালমান, রাহমাতুললীল আলামীন, লাহোর-১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository

সন্তুষ্টি দায়ক এবং বহির্ভাগ ফল দায়ক এবং এটি মানুষের রচনা নয়।" সুতরাং আল্লামা ফৈজী অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে সাওয়াতি উল ইলহাম রচনা করে দু ধরনের চ্যালেঞ্জ মানুষের সামনে ছুড়ে দেন। প্রথমতঃ, নুকতা বিহিন অক্ষর দিয়ে সাহিত্য কর্ম সাজালেন। দ্বিতীয়তঃ বিষয় হিসাবে পবিত্র কুরআনের তাফসীর কেই বেছে নিলেন। সংগত কারনেই তার এ সাহিত্য রচনা হয়ে উঠে প্রানবন্ত, অনন্য সাধারণ ও অতুলনীয়। সাহিত্যের যে কোন আঙ্গিকে আলোচনা হোক না কেন, এ যেন যুগের বিস্ময়।

এ প্রসঙ্গোত বিখ্যাত সাহিত্যিক হায়দার রাফেরী বরেন –

"ভাষার নৈপূন্য অলৌকিকত্ব ও বিশুদ্ধতায় এ গ্রন্থের জুড়ি নেই, এর গুঢ় রহস্য উদঘাটন এর গোপন ফায়েজের প্রশ্রবন আবিস্কার করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

অন্যত্র তিনি বলেন– এর মধ্যে রয়েছে মুক্তার ফুল আর এ গ্রন্থ এমন এক নূরের বৃক্ষ যার শাখা প্রশাখা দুনিয়ায় বিস্তৃত। আমি অনুভব করছি এর আলোক ছটা আসমান ও জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত।

আরবী সাহিত্য সময়কাল প্রায় দু'হাজার বছরের। এ দীর্ঘ সময়ের সাহিত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা ততটা সহজ ব্যাপার নয়। মোটামুটি বুঝার জন্য আমরা একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথাঃ– প্রথমতঃ জাহেলী যুগ, দ্বিতীয়ত ঃ ইসলামী যুগ। ইসলামী যুগকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ইসলাম প্রচার থেকে উমাইয়াদের পতন পর্যন্ত (৬১০ খ্রীঃ থেকে ৭৫০ খ্রী ঃ পর্যন্ত)। (খ) আব্বাসী আমলের প্রথম থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত (৭৫০ খ্রীঃ থেকে ১২৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত)। (গ) বাগদাদের পতন থেকে আরবদের উত্থান পর্যন্ত। (১২৫৮ খ্রীঃ থেকে ১৭১৬ খ্রী পর্যন্ত)। (ঘ) আরবী সাহিত্যের রেনেসা যুগ (১৭৯৮ সাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত)।[২০৭]

---

২০৭. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ .১১৮

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলী সাহিত্য ঃ

আরবীতে সাহিত্য হিসাবে প্রথমে পদ্যের উন্মেষ ঘটে। মহান সৃষ্টিকর্তা কল্পনাতীতভাবে স্মৃতি শক্তি দান করেছিলেন আরববাসীদেরকে । তাই তারা সুরে সুর মিলায় ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে গেয়ে বেড়াত তাদের প্রাণের কথা, পথ চলতে পথিকের দুর্বল মনে দোলায়িত সেই সুরের গান। উট, দুম্বা মেষের পাল সাথে নিয়ে গেয়ে বেড়াত তারা আপন মনে।

যুদ্ধে বীরগাঁথা গেয়ে যোদ্ধাদের মনবল বৃদ্ধিতে, মৃতের সৌর্য বীর্যের কথা স্মরণ করে,কুৎসা রচনা, বিদ্রুপাত্মক ভাষা ব্যবহার করে, ভালবাসার আকুতি, বিরহ ব্যাথা ইত্যাদি সুরে সুরে যুগের পর যুগ ধরে রচনা করে রেখে দিত স্মৃতির পাতায় এক অসাধারণ সাহিত্য। প্রাচীন আরবে সাহিত্য অর্থ কবিতা। কবিতা, তাদের সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবন, চরিত্র গুন, আত্মসম্মানবোধ, বন্ধুপ্রীতি, প্রতিজ্ঞাপালন,আতিথেয়তা, প্রতিশোধ পরায়নতা ইত্যাদি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে সামাজিক আনাচার, মধ্যপান, উশৃংখল জীবন যাপন, ইন্দ্রীয় পরায়নতা লুটতরাজ, অহংকার ইত্যাদি ত্রুটির বিবরণ ও তাদের সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। ভাল মন্দ তাদের বিবেচনায় না থাকলেও যা সত্য তাই তারা কবিতায় প্রকাশ করত। যেমন–সেই যুগের একজন কবি যুহাইর ইবনে আবি সুলমা বলেন– "তোমার রচিত সব চাইতে উত্তম কবিতা সেইটি যা শুনে শ্রোতা বলবে তুমি সত্য বলেছ।"[২০৮] তেমনি জাহেলী যুগের সাহিত্যের অশালীনতার ছড়া ছড়ি পরিলক্ষিত হয়। এমনি একটি কবিতা এর রচয়িতা–জাহিলী যুগের কবি, কবি সম্রাট ইমরুল কয়েস (মৃত্যু ৫৪০ খ্রীঃ) কবিতাটির অর্থ হলো –

"তোমার মত অনেক রুপসী যে দুগ্ধবর্তী গর্ভবতী তাকে কোলের শিশুকে ভুলিয়ে দিয়ে আমি উপভোগ করেছি। যখন শিশু কেদে উঠতো তার পিছনে তখন অর্ধেক দেহ আমার নিচে আর অর্ধেক শিশুর জন্য বাকিয়ে দিত।" [২০৯]

وان اشعر بيت أنت قائله بيت يقال اذا انشدته صدقا ·২০৮

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পৃ. ৪৭

২০৯.

فمثلك حبلى قد طرقت مرضع فالهيتها عن ذى تمائم محول اذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم يحول- -সাবউল মুয়াল্লাকাত

Dhaka University Institutional Repository

ইমরুল কায়েস তার মুয়াল্লাকায় ভাষায় প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা এবং উপমা উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব ছন্দের পরিপাটি আর সর্বোপরি জীবন বোধের এক অপূর্ব দোতনা বিদ্যমান। তিনি মুয়াল্লাকায় যে, সকল রীতির প্রবর্তন করেছেন পরবর্তী কালের কবিগণ তাকে অনুসরণ করেন। তিনি প্রিয়ার স্মরণ পরিত্যাক্ত ব্যস্ত ভিটায় অশ্রু বিসর্জন, দুর্গম পথের পরিচয় দিতে গিয়ে অশ্বের চমৎকার বর্ণনা, প্রিয়ার সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় সুন্দর সুন্দর উপমা, চঞ্চলা হরিণীর সাথে নারীর তুলনা এবং অমার্জিত আবেগময় উদ্যম কামচারের চিত্র তার কাব্যে ফুটে উঠেছে। অশ্লিল হলেও তা উপভোগ্য, ভাষা অতি বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ।

এমন আরও অন্যান্য জাহিলী যুগের কবিও সাহিত্যিক যেমন–তরফা ইবনে আবদ আল বাকরী (মৃত্যু ৫৬৪ খ্রী) আমর ইবনে কুলসুম (মৃঃ ৬০০) হারিস বিন হিল্লিজা (মৃত্যু ৫৬০খৃঃ) আনতারাহ ইবনে শাদ্দাদ (মৃঃ ৫১৫খৃঃ) যুহাইর ইবনে আমি সুলমা (মৃঃ ৬০৯ খৃঃ) লবীদ ইবনে রাবিয়াহ (মৃঃ ৬৬খৃঃ১) নাবিগা যুবয়ালী (মৃঃ ৬০৪খ্রী) আল আশা (মৃঃ ৬২৯ খ্রীঃ) আল কামা (মৃঃ ৫৬১ খ্রীঃ) আবীদ ইবনে আল আরবস (মৃত ঃ ৫৩১খৃঃ) আল মুহালহিল ইবনে রবীয়াহ (মৃঃ ৫৩১ খ্রীঃ) শানফারা আবদী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আরব দেশ ছিল কবিতার দেশ তবে কিছু কিছু গদ্য সাহিত্যের নমুনাও পাওয়া যায়। যেমন– গনকদের সংলাপ, খুতবা, অসিয়্যা, প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি। জাহিলী যুগে নাজরানের একজন খ্রীষ্টান ধর্ম যাজক উকাজ মেলায় ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদান করেন তার নাম কুস ইবনে সাইদ আল ইয়াদী। তিনি বলেন–[২১০]

---

২১০. ايها الناس! اسمعوا انه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هوات أت ليل داج نهار ساج وسماء ذات ابراج ونجوم نزهد وبحار ترجر وجبال مرساة والارض مدحات وانهار مجرات ان فى السماء لخبرا وان فى الارض لعبدا مابال الناس يذهبون ولا يرجعون أرضوا فاماموا؟ أم تركوا افناموا؟ يقسم بالله قسما لاثم فيه ان الله دينا هو ارضى لكم وافضل من دينكم الذي أنتم عليه انكم لتأتون من الامر منكرا–

০ জুরজী যায়দান ১ম খন্ড পৃ. ১৫৪

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস . ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

"হে মানুষ শোন এবং স্মরণ রাখো । যে জন্মেছে সে মৃত্যুবরণ করবেই, আর সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে,যা হবার তা হবেই।এই অন্ধকার রাত্রি, এই আলোক উজ্জল দিবস, এই স্বচ্ছ শোভিত আকাশ, এই প্রদিপ্ত তারকা রাজি। এই ভরঙ্গা বিক্ষুব্ধ সাগর এই স্থির পাহাড়-পর্বত, বিপুল বিস্তৃত সমতল তুমি, নিত্য প্রবাহিত নদ-নদী এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিশ্চয়ই আকাশে এক বিশেষ শক্তি আছেন এবং পৃথিবীতে তার নির্দেশ কার্য্যকর।বল এই লোক সকল কোথায় চলে যায়? কেন সেখান থেকে আর তারা ফিরে আসে না? তারা কি সেখানে থাকবে বলে স্থির করেছে? অথবা দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে? এই কুস আল্লাহর কসম করে বলেছে আর এর কসমে কোন পাপ নেই।নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আছে দ্বীন সে দ্বীন তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করে নিদিষ্ট করেছেন যে দ্বীন থেকে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু তোমরা অন্যায় ও অপছন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছো" উপরোক্ত বর্ণনা হলো জাহিলী গদ্য সাহিত্যের নমুনা। কিন্তু আল্লামা ফয়েজী নুকতা বিহীন অক্ষর দ্বারা যে সাহিত্য রচনা করেছেন ধর্মীয় ভাব ধারার সাথে কিছু মিল থাকলেও এমন রচনা জাহেলী যুগে কোন কবি সাহিত্যক রচনা করতে সক্ষম হননি।উপরন্ত সাহিত্যিক মান বিচার করলেও ফয়েজীর সাহিত্য শ্রেষ্ঠতর প্রমানিত হবে। সাওয়াতি উল ইলহামের শুরুতে আল্লাহর কুদরত এবং রাসূল (সঃ)-এর প্রশংসায় আল্লামা ফয়েজী লিখেন -

له علم اعمال الحواس واعداد المسام. اعد السرور والهم للكراكم والعلام. وركه اطار الارواح وادرك الهام. مسوط الارواح معادا ومعدل الرمام، اوعدهم الدرك ووعدهم دار السلام، الهم صل وصلم رسولا مودودا محمدا محمودا اماما لكل امام ارسل الله ممهدا، لوالح الاوامر والاحكام مصلحا للامم محددا لحدود الحلال والحرام وآوحاه طرسا معلوما ولوحا مرسوما لاصلاح الكل واسعاد العام حصار أمره الأمر ماصكه صواكم الاعدام وسور حكمه الاحكم مادكه صوادم الاهدام.[২১১]

---

২১১. মোকাদ্দমা সাওয়াতি উল ইলহাম - পৃ. ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থাৎ আল্লাহ পাক তিনি ইন্দ্রীয় সমুহের কাজ সমুহ ও লোম কুপের সংখ্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্রফূল্লতা এবং বিষন্নতা জ্ঞানহীন এবং জ্ঞানীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। তাঁর কাছে রাখা পরিনিতি অন্তর আত্মা সুকিয়ে দিয়েছে এবং মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তিনি আত্মার পুনরুত্থান ঘটানো এবং জরাজীর্ন হাড় যথারীতি স্থাপন করবেন। তিনি পাপ আত্মাদেরকে জাহান্নামের ভিতি প্রদর্শন করেছেন আর পুর্ন্যবানদের মহাশান্তিময় জান্নাতের সু-সংবাদ প্রদান করেছেন। হে আল্লাহ "তুমি মহাপ্রেমিক রাসুল (সঃ) এর উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষন কর তিনি সর্বজন প্রশংসিত এবং সকল নেতার মহান নেতা। মহান আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছেন সৎকর্ম এবং বিধি নিষেধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এবং মানব চরিত্রের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে এবং হালাল ও হারামের সীমা নির্ধারণ করতে। তার প্রতি অবর্তিন করেছেন সুপরিচিত এবং সুলিখিত বাণী যা সর্ব সাধারণের সংশোধন এবং কল্যানের জন্য অবর্তীর্ণ হয়েছে।"

উপরোক্ত দুটি ভাষন (জাহিলী যুগের এবং ফয়েজী বিষয়বস্তু প্রায় এক, আর তা হলো আল্লাহর সম্পর্কে এবং তার দ্বীন সম্পর্কে।কিন্তু শব্দের প্রয়োগ বাক্যের বিন্যাস শব্দচয়ন নিংসন্দেহে ফৈজীর সাহিত্য কর্ম আশ্চর্যজনক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অদ্ভুদ আবিস্কার একথা পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাহিলী যুগের সাহিত্যের সাথে এর তুলনা হয় না।

ইসলামী যুগ ঃ

পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় নাজিল হল বিশুদু আরবী ভাষায় -

قد جائكم من الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم-[২১২]

---

২১২. সুরা মায়িদা, ১৫-১৬।

والله ان اله لحلاوة وان عليه لطروة وان اسفله لمغدك وان الاعلاه لمثمرة وما يقو لهذا بشرا.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এ আলোকময় বস্তু এসেছে। এতো একটি স্পস্ট কিতাব আল কুরআন। এ কিতাব দ্বারা এমন ব্যক্তিদের শান্তির কথা বলেছেন যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং আল্লাহর নিজ করুনায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদের সরল সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

পবিত্র কোরআন অবর্তীণ হওয়ার সাথে সাথে অতীতের সকল সাহিত্য কর্ম ম্লান হয়ে যায়। কুরআন শুনে আরবের সাহিত্যিক পন্ডিতরা হতবাক হয়ে যান। অলৌকিক বাচনভঙ্গি ও অপুর্ব ভাবধারার নিকট নতি স্বীকার করতে হয়েছিল তাদের সকলকেই। পবিত্র কোরআন শুনে কেউবা বলে উঠলেন "আল্লাহর শপথ নিশ্চয় এ কুরআনে আছে মাধুর্য্য ও জীবনী শক্তি। নিশ্চয়ই এর অভ্যান্তর মনোমুগ্ধকর এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক এবং এটিকোন মানুয়ের কথা নয়।"[২১৩]

পবিত্র কোরআনের একটি সুরার ন্যায় সুরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা।কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের জবাব আজ পর্যন্তও কেউ দিতে পারে নি।তবুও যুগ যুগ ধরে চেষ্টা চলছে। কুরআনের ভাবধারার সাথে সংগতি রেখে অনেকেই চেষ্টা করেছেন কিছু একটি রচনা করতে কিন্তু কখনও তা সম্ভব হয়নি।

মুসাইলামা কাজ্জাব কুরআনের আয়াতের মত কিছু আয়াত বানাতে চেষ্টা করে, যার অর্থ "হে ভেক যত পার ঘ্যানর কর তুমি পানিকে দুষিত করতে পারবে না এবং পান কারীকে বাধাও দিতে পারবে না।"[২১৪] অন্যত্র তার একটি সুরার? অংশ বিশেষ।যার অর্থ এই রূপ "হাতি! হাতি কি তুমি জান? হাতি কি? তার আছে একটি খাট লেজ একটি লম্বা সুড়।এভাবে আরও কত কবি সাহিত্যিক কুরআনের ভাষার সাথে চ্যালেঞ্জ দিতে চেষ্টা করেছেন। জাহিলী গদ্য সাহিত্য কুরআনের ভাষার তুলনা দিতে গিয়ে জুরজী যায়ীদান উক্তি করেছেন "কুরআন ও জাহিলী সাহিত্যের মধ্যে যে তফাত তা হলো আকাশ–পাতাল সমুতুল্য।[২১৫]

---

২১৩. কাজী মোঃ সালমান, রহমাতুল্লিল আলামীন, লাহোঃ ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮

২১৪* ياصفدع نقى ما تنقين فلا الماء تكدرين ولا اشاريب تمنعين

২১৪. হাসান যাইয়াত, উর্দু অনুবাদ, পৃ. ১৬১

২১৫. তারিখে ইসলাম, মঈনুদ্দীন নদভী – ১১ খন্ড, পৃ. ১৩৫

২১৫* الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل.

২১৬* لك الحمد والنعماء والامركله فاياك نستهدى واياك نعبد.

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) আরবী সাহিত্যের এক বড় মাপের পন্ডিত ছিলেন।ইবনে যুহাইর (মৃত্যু ১৪ হিঃ) হাসান ইবনে সাবের (মৃত্যু ৩৪হি) আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন । তিনি রাসূল (সঃ)–এর তিরধানের পর যে কবিতা রচনা করেন তা মর্মষ্পশী । তিনি কবিতায় কুরআনের বাক্যাংশ সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেন।তার রচিত কবিতার একাংশ[২১৬] لك الحمد والنعماء والامر كله কুরাইশ নেতাদের বিদ্রুপ করেও তিনি অনেক কবিতা فاياك نستهدى واياك نعبد – লিখেন।তিনি বিখ্যাত কুরাইশ সরদার আবূ সুফিয়ান সম্পকে লিখেন "কেউ কি আমার পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে জানাইয়া দিবে যে তার গোমর আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। আমাদের তরবারী তাকে পুরোপুরি দাস বানিয়েছে।তাই আজ মেয়েদের হাতে আবদুদ্দার গোত্রের নেতৃত্বভার পড়েছে। তুমি মুহাম্মদ (সঃ) এর নিন্দা করছ আর আমরা তার জবাব দিয়েছি। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। তুমি এমন একজনের কুৎসা রটনা করেছো যার সমকক্ষ তুমি নও। তোমাদের মন্দ জন তোমাদের উত্তম জনের জন্য উৎসর্গ হোক।[২১৭]

এমনি ধরনের আরও বহু কবি সাহিত্যিক এ সময়ে ছিলেন। যেমন আমর ইবনে মাদীকারব মৃত্যু (২৪ হিঃ) আল হুতায়হা (মৃত্যু ৫৯ হিঃ) নাবিগা জাদী আবু তাইয়েব আল হুযা্ইলী (মৃত২৮ হিঃ)।

রাসূলাহ (সঃ) সময়কার লিখিত পুস্তক খুব একটি পাওয়া যায় না তখন যা লেখা হয়েছিল তা হলো সন্ধি পত্র, চুক্তি নামা, দু'একটি ভাষন ইত্যাদি। যেমন–খলিফা হযরত

---

২১৬. জুরজী যায়দান ১ম খন্ড পৃ. ২২২

২১৭. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পৃ. ১৫৭

২১৯* الا ابلغ ابا سفيان عنى مغلغلة فقد برح الخفاء بان سيوفنا تركتك عبدا وعبدا الدار سادتها الاماء. هجوت محمدا صلعم فاجبت عنه وعند الله فى ذالك الجزاء . الهجوه ولست له بكف فشركما لخير كما الفداء–

Dhaka University Institutional Repository

আবুবকর (রাঃ) তার ইন্তেকালের পুর্বে হযরত ওমর (রা) কে মনোনীত করে নিচের এ ফরমানটি জারী করে ছিলেন।[২১৮]

"পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ মুহাম্মদ (সঃ)–এর খলিফা আবু বকর এ ফরমান জারী করেছে। এটি তার দুনিয়ার শেষ ফরমান।সে এখন আখেরাতের পথে পাড়ি দিয়েছেন।এসময় কাফের ও ঈমান আনে এবং ফাজির ও পাপ কাজ পরিত্যাগ করে । আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করছি। যদি তিনি সৎ কাজ করেন এবং ন্যায় পথে চলেন তবে তো ভালো সম্বন্ধে আমার ধারণা ও জ্ঞান তাই। আর যদি তিনি বদলে যান ও জুলুম করেন তাহলে ইলমে গাইব আমার অজ্ঞাত। তবে মঙ্গল হউক এটাই আমর কাম্য। যেরুপ করবে তদ্রুপ ফল পাবে।আর যারা অত্যাচার করছে অচিরেই জানতে পারবে কেমন স্থানে তাদের ফিরে যেতে হবে।"

খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে পবিত্র কুরআনে মজীদ একত্রিত করা হয়। এ মহান গ্রন্থ ক্লাসিক্যাল আরবীর প্রথম লিখিত গ্রন্থ।সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ হাদীস ও লিখতেন।হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে ও বন্দীদের জন্য দেওয়ান লিখার প্রচলন করেছেন এ জন্য এ যুগে গদ্য সাহিত্য খুব একটা পাওয়া যায় না ।

মুলতঃ আল্লামা ফায়জী লিখিত সাওয়াতি উল ইলহাম এ পবিত্র কুরআনেরই ভাষ্য এবং তাফসীর সাহিত্য। দ্বিতীয় শতক হিজরীর পুর্ব পর্যন্ত সতন্ত্র তাফসীর সাহিত্যের অস্তিত্ব বিদ্যামান ছিল বলে কোন প্রমান পাওয়া যায় না। রাসূল (সঃ)–এর জীবদ্দশায় সাহাবীরা পবিত্র কুরআন বুঝার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসার

---

২১৮. আল অসীত, পৃ. ১৩০

২১৮ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد به ابو بكر خليفة محمد رسول الله صلعم عند أخر عهد به بالدنيا واول عهد به بالاخرة. فى الحال التى يومن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر، أنى استعملت عليكم عمربن الخطاب فان برو عدل فذالك علمى به ورائي فيه وان جارو بدل فلا علم لى بالغيب، والخير اردت، ولكل أمرى ماكتسب، وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون-

Dhaka University Institutional Repository

জবাবে দিতেন।তার ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সঃ)–এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরিবেশন করে উদ্ভুত পরস্থিতিতে জবাব দিতেন।সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাদের মধ্যে নিমোক্তদের নাম বিশষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবুবকর, হযরত ওমর,হযরত উসমান,হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস,হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কায়াব, যায়দ বিন ছাবীত, আনাস ইবনে মলিক,আবুমুসা আল–আশায়ারী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস প্রমুখ পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রেখে গেছেন।[২১৯]

উমাইয়া যুগের আরবী সাহিত্য (৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ–৭৫০খ্রীঃ)ঃ

এ সময় আরবী ভাষা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে আরবী জানা বহু পন্ডিতের সৃষ্টি হয়। আরবী কবিতা ও গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে । এ যুগে আরবী ব্যাকরণ লেখার কাজ ও আরাবী লিপীর সংস্কার সাধিত হয়।উমাইয়া গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ–এর আমলে আরবী বর্ণমালায় নুকতার প্রবর্তন করা হয় এবং টেনে পড়া মাদ (ماد) যুক্ত করে পড়া ইত্যাদি নিয়ম ও রীতির উদ্ভাবন ঘটে ।

আরবী গদ্য সাহিত্য ঃ

উমাইয়্যা যুগের গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন খুব একটা অবশিষ্ট নেই।মঙ্গল আক্রমনের সময় মুসলিম সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ সরকারী গ্রন্থাগার বায়তুল হিকমাসহ বহু সম্পদ সম্পুর্ণ বিনষ্ট হয়। উমাইয়া যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হয়েছে। বই–পত্র লিখিত হয়েছিল প্রচুর। কুরআন ও হাদীসের পঠন ও পাঠন ছিল ধর্মীয় কর্তব্য। তা ছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনামুলক সাহিত্য তারা আগ্রহ সহকারে অনুশিলন করেছে।

উমাইয়া যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক (মৃঃ ৭৭৩ খ্রী) আবু মিখনী ইবনে ইয়াহইয়া তিনি তিনি আরব মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও পারশ্য সম্পর্কে ৩২টি ইতিহাস বই রচনা

---

২১৯. ইভকান, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

করেন। যেমন– (ক) প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রঃ)–এর আমলে ধর্মদ্রোহীতা সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সমন্বয়ে কিতাবুররিদ্দা (খ) ফতুহুল ইরাক ইত্যাদি।

এ যুগের একজন অনুবাদক ও সাহিত্যিক ইবনুল মোকাফফা তিনি ফারসী ভাষা থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ আরবীতে রচনা করেন।যেমন–কালিলা ও দিমনা কিতাবু মাবদাইল আলম –ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, উমাইয়া আমলের প্রথমার্ধে আরবী গদ্য সাহিত্য বন্ধন মুক্ত হয়ে ক্রমে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। এ কালের পদ্যে গতির স্বাচ্ছন্দ ভাষার সাথে ভাবের মিলন এবং বিষয় বস্তুতে বৈচিত্র্য এসেছে। কিন্তু আল্লামা ফয়েজির লিখিত সাওয়াতি উল ইলহামের নমুনায় এ যুগেও কোন গ্রন্থ পরিলক্ষিত হয় না। তবে সাইয়েদ ইবনে যুবায়ের ইবনে হিশাম আল কুফী (মৃঃ –৭১৪ খ্রী) এ সময় স্বতন্ত্র একখানা তাফসীর সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এ গ্রন্থের কোন নমুনা পাওয়া যায় না।[২২০]

পদ্য সাহিত্য ঃ উমাইয়া যুগের কবিতায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর ইসলামের প্রভাব পড়েছিল। এ যুগে কবিতার চর্চা হয়েছে। কবিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। হিজাজ, ইরাক, শাম ছিল আরবী সাহিত্য চর্চার প্রধান মধ্যমনি। মক্কা ও মদীনায় কিছু কিছু জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়েছে।এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা করতেন। কুরআন হাদীসের অধ্যায়ন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন।বিজিত দেশ থেকে গায়ক গায়িকার দল এদেশে যাতায়াত করতো। তাদের প্রভাবে গজল ও প্রনয় মুলক কবিতা রচনা শুরু হয়েছিল।[২২১] বসরা এবং কুফা এ দু'শহরে সব শ্রেণীর গুনী ব্যক্তিদের সমাবেশ ছিল। এ যুগের বিখ্যাত দুই কবি জারীর এবং ফারাজদাক বসরাতে বসবাস করতেন। কবি জারীরের কবিতার একাংশ।

---

২২০. কুরআন পরিচিতি – পৃ. ২২৮

২২১. এইচ, আর, গীব, আরবী সাহিত্য অনুবাদ, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

"আপনি কি সমস্ত অশ্বারোহীদের মধ্যে শেষ্ঠ নন এবং আপনার দানের হাত বিশ্বব্যাপী সকলের হাত থেকে কি বেশী দানশীল নয় ? উপরোক্ত কবিতা কবি জাবীর খলিফা আবদুল মালিকের দরবারের আবৃত্তি করে ছিলেন, খলিফা তাঁর সিংহাসনে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন আমাদের প্রশংসা এভাবেই করা উচিত আর তা না হলে চুপ থাকাই উচিৎ।"[২২২] এমনিভাবে এ যুগেব্যঙ্গ কবিতা খমরিয়ত, গজল, প্রেম কবিতা ইত্যাদির প্রভুত প্রসার ঘটে। কবি ফারাযদাক এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তার কবিতার চরণ–

"এতো সেই ব্যক্তি যার কদম মোবারক মক্কাভুমি চিনে এবং যিনি আল্লাহর ঘর হারাম শরীফ এবং হারামের বাইরের স্থান সমূহের নিকট সুপরিচিত।

উপরোক্ত কবিতাটি কবি ফারাযদাক হযরত জয়নূল আবেদীন ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)–এর প্রশংসায় রচনা করেন।এ যুগে আরও অনেক স্বনামধন্য অগনিত কবি সাহিত্যিক ছিলেন। যেমন আমর ইবনে আবি রাবিয়া (মৃঃ ৮৩ হিঃ) আখতাল (মৃঃ ৯৫ হিঃ) প্রমুখ।

আব্বাসী ও মোঘল যুগ ঃ

আব্বাসী আমল আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ । এ সময় সর্ব প্রকার সাহিত্যের ঈর্ষনীয় উৎকর্ষ ঘটে। গদ্য ও পদ্য, ইতিহাস ও ভূগোল হাদীস ও তাফসীর, দর্শন ও বিজ্ঞান সাহিত্যসহ আরবী ভাষায় মৌলিক সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। যদিও ভাষা মানুষের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত তবু স্থান কাল ও পাত্র ভেদে পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমেই অগ্রসর হয়।যারা এক দিন আপন মাতৃ ভাষায় কথা বলত পরবর্তীতে দেখা যায় কোন এক সময় পরস্পর এর ভাবা বুঝতে সম্ভব হয় না। যেমন– ইংরেজ কবি চষার থেকে আধুনিক ইংরেজী কবি সেক্স পিয়ার পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়। ঠিক একই ব্যাপার আরবী ভাষাতে লক্ষ করা যায়। যতদিন আরবরা তাদের দেশে অবরুদ্ধ অবস্থায় বসবাস করছে।ততদিন তাদের ভাষায় তেমন কোন পরিবর্তন আসে নি। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব সাম্রাজ্যের সীমানা তদানিন্তন তিন মহাদেশ জুড়ে

---

২২২. নিকলসন, পৃ. ২৪৪

.২২২*ألست خير من ركب المطايا. واندى العالمين بطون راح

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তৃত হওয়ায় তাদের ভাষা ও নানা প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু আরবী ভাবাতে খুবা একটা ভাঙ্গান বা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। ইসলামউত্তর প্রায় ৬০০ বৎসরব্যাপী ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষার রুপের তেমন একটা .পরিবর্তন হয় নি।পবিত্র কোরআনের জন্যই এ ভাঙ্গান বা পরিবর্তন হয়নি।[২২৩] একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ সময় **আরবী গদ্য সাহিত্যে** যারা বিশেষ ভাবে খ্যাতি অর্জন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন। আবু জাকারিয়া তাবরীজ (মৃতুঃ-৬০২ হিঃ) আল হারিরী (মৃঃ-৫১৬হিঃ), কামাল উদ্দিন আল আনসারী (মৃতু -৫৭৭হিঃ) আর রাগেব ইস্পাহানী (মৃতুঃ ৬০২ হিঃ) ইবনে হাজেব) (মৃত্যু - ৬৩৭ হিঃ), ইবনে যায়েদুন (মৃত্যু-৪৬৩ হিঃ), জামাখশরী (মৃত্যু-৬২৬) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস সাহিত্যে যারা খ্যাতি অর্জন করেন তারা হলেন- ইমাজদ্দীন ইস্পাহানী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ), আসসাম আনী (মৃঃ-৫৫২ হিঃ), ইবনে জাফর আসাদী (মৃতু-৬১৩ হিঃ), জামাল উদ্দিন আযাদি (মৃঃ-৬৯৩ হিঃ) প্রমুখ।

ভুগোল বিশারদ অন্যতম হলেন শরীফ আল ইদরিসী (মৃ-৫৪৮ হিঃ), আস্‌সায়ে হারুজী (মৃঃ-৬১১হিঃ) ইয়াকুত হামুরী (মৃঃ-৬২৬ হিঃ) আবুল ফরদ ইবনে জাওজী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ), ফখরউদ্দীন রাজী (মৃঃ ৬০৬ হিঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান রচনায় যারা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তাদের মধ্যে আবু হামেদ গাজালী (মৃঃ ৫০২ হিঃ), ইবনে হাজম জুহরী, (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ),ইবনে আরাবী (মৃঃ৬৩৮ হিঃ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য।

দর্শন শাস্ত্রে যাদের অবদান উল্লেখ্যযোগ্য তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ইবনে তোফালেন (মৃঃ ৫৮১), ইবনে মাজা (মৃঃ ৫৩৩হিঃ), ইবনে রুসদ (মৃঃ-৫৯৫ হিঃ), ইবনে যাওহর, আসবেলী, (মৃত্যু-৫৫৭হিঃ), আবু বকর আরতুসী, (মৃত্যু-৫২০হিঃ)।

কাব্য সাহিত্যে যারা খ্যাতি অর্জন করেন তারা হলেন ইবনে জালাকাশ (মৃঃ ৫৭৬ হিঃ), ইবনে সাবাআল মালেক (মৃ ৬০৮হি), ওমর ইবনুল ফারেদ (মৃ ৬৩২হি), জামাল

---

২২৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, ১ম খন্ড পৃ. ৫৬১

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীন মাতরুহ (মৃ ৬৪৯হিঃ), বাহা উদ্দীন জুহাইর (মৃ ৬৫২হিঃ), ইবনে মুনির ত্রিপলী (মৃ ৫৪৮ হিঃ), সালাহ উদ্দীন আল আবি ওহদী (মৃ ৫৫৭ হিঃ) প্রমুখ।

মোঘল যুগের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন নবাতা আল মিসরী (মৃ ৭৬৮ হিঃ), শামসুদ্দীন হাওয়ারী (মৃ ৭৮০ হিঃ), শফিউদ্দীন হুল্লী (মৃ ৭৫০হিঃ), সামসুদ্দীন নাওয়াজী (মৃত ৮৫৭ হিঃ) ইবনে হুজ্জা হাবওয়ারী (মৃত ৮২৭ঃ) জালাল উদ্দিন আল–ওয়াত (মৃত ৭১৮ হিঃ) আবুল ফয়েজ ফয়েজী (মৃত ১০০৪ হিঃ) প্রমুখ।

আব্বাসী যুগে মাকামা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে।আল্লামা আবু মুহাম্মদ কাশেম বিন মুহাম্মদ বিন উসমান বসরী আল হারীরী (মৃত ৬১৬ হিঃ)–এর মাধ্যমে।তিনি ছিলেন এর পথিকৃত।তিনি অতুলনীয় ধী শক্তি সম্পন্ন স্পষ্টভাষী,বিশুদ্ধ বাক্যালাপ ও শ্রুতি মধুর বাক্য বিন্যাসে এক অতুজ্জল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার লিখিত মাকামা সাহিত্য এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয় সাহিত্য কর্ম। তিনি মোট ৫০টি মাকামাত রচনা করেন।আল্লামা হারীরী আবু যায়েদ জারুজীর কার্যক্রম কে হারেস বিন হিসামের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।বাস্তবে এ দু'নামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।কারণ এ দু'টি নামই ছিল কল্পনা প্রসূত।হারীরীর বর্ণনায় বিভিন্ন মূল ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত ধ্বনি বাচক শব্দের আধিক্য লক্ষ করা যায়। তিনি উপমা, উদাহরণ তুলনা, প্রশংসা সমালোচনা, ইত্যাদি প্রয়োগে এমন বিস্ময়কর এক রচনা সৃষ্টি করেছেন যা প্রকৃত পক্ষে তার জলন্ত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।হারীরীর মাকামাত পাঠ করে আল্লামা জারুল্লাহ জামাকশরী এর ভুয়সী প্রশংসা করেন।

মাকামাত সাহিত্য থেকে কিছু অংশ–এর বঙ্গানুবাদ[২২৪]হে সীমা লঙ্ঘনে বেপরোয়া দাম্ভিক পোষাকে আচ্ছাদিত ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত,খোশ গল্পে মগ্ন নাফারমান, কতকাল আর

---

২২৪. মাকামাতে হারীরী –পৃ. ৮৮

ايها السادر فى غلوذه السادل ثوب خبلائه الجامح فى جهالة الجانح الى خذ العبلاته الام تستمر على غيك وتستغرئ مرعى بغيك وختام تتناهى فى ذهوك ولا تنتهى عن لهوك تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك .....

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা নিজ ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কতকাল তোমাদের নাফারমানীর ময়দানে প্রমোদ তরী চালাবে।

কতকাল তোমরা সংসারের চাকচিক্য আর খেল তামাশা হতে বিরত হবে না। তোমরাতো নিজ পাপাচার দ্বারা নিজ ভাগ্য বিধাতার বিরুদ্ধে অবর্তীন হয়েছে, এবং নিজ চরিত্র হীনতার কারণে অর্ন্তযামীর ব্যাপারে দুঃসাহস করছ। নিজ নিকটতমের সহিত লুকচুরি করছো অথচ সেই পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির সীমার মধ্যে অবস্থান করছো।নিজ অধিনস্থের কাছে দোষ গোপন করছ অথচ তোমার প্রভুর কাছে কিছুই গোপন নেই। তুমি কি ভেবেছ তোমার এ অবস্থা বিদায়ী মুহুর্তে তোমাকে কোন কল্যাণ দেবে? কিংবা যখন তোমার কর্মফল তোমাকে ধ্বংশ করবে তখন সম্পদ তোমাকে উদ্ধার করবে? কিংবা হাশর ময়দানে যখন তোমার ডাক পড়বে তখন তোমার পরিবারবর্গতোমার উপর অনুগ্রহ করবে? কখনও নহে। তথাপি তুমি হেদায়েতের পথে অগ্রসর হচ্ছো না, কোন ক্রমেই নিজ ব্যাধির দ্রুত নিরাময় করছনা, কেন তোমরা জুলুমের তীব্রতা স্থিমিত করছ না, কেন তোমরা নিজ কুপ্রবৃত্তিকে বশ করছ না? অথচ তাই তোমাদের বড় শত্রু।

মাকামা সাহিত্য ও সাওয়াতি উল ইলহামঃ–

মাকমা সাহিত্য ও সাওয়াতি উল ইলহাম ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারায় রচিত দুটি গ্রন্থ। সাওয়াতি উল ইলহাম তাফসীর সাহিত্য আর মাকাসা কল্পনার ভাব ধারায় রচিত আরবী গদ্য সাহিত্য। সাহিত্য হিসাবে বিচার করলে যার যার স্থানে সে অতুজ্জল। মৌলিক পার্থক্য হলো সাওয়াতি উল ইলহাম ঐ তাফসীর সাহিত্যের নাম, যা নুকতা বিমুক্ত অক্ষরের সাহায্যে লিখা হয়েছে। আর মাকামা লেখা হয়েছে সাহিত্যের স্বভাবিক নিয়মে। মাকামা সাহিত্যের বর্ণনায় বিভিন্ন মূল ধাতুর সমন্বয়ে যাবতীয় সমধ্বনি ব্যঞ্জক শব্দের ব্যবহার অধিক পরিলক্ষিত হয়– তেমনি আল্লমা ফৈজীও একই ধারা অবলম্বন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন আল্লামা ফৈজী সাওয়াতি উল ইলহামের প্রারম্ভে ভুমিকায় উল্লেখ করেন-

أحامد المحامد ومحامد الاحامد لله مصعد لوامع العلم وملهم سواطع الالهام مرصص أساس الكلم ومؤسس محكم الكلام مرسل الكلام سهما سهما اصالح الحصص واكامل السهام. محدر السور كلاما كلاما صالحا للمصالح والمهام وملوه ومعالم الدرك وملمح مدارك الاعلى مصلح اسرار السدور ومطلح وساوس الاوهام. ومطهر الواح الارواح ومصور صور الاحام محول احوال الدهور ومدور أدوار الاعوار محرك سلاسل الاسار معطر دماء الارام. مطاوع عادل امره السوام والهوام ومهلل حرام طهره الرمال. والسلام علم أدم الاسماء كلها للاعداء والاكرام وكرمه علما وعملا وأعسله الكمال الاعسام.[২২৫]

"মহান প্রশংসা এবং প্রশংসাযোগ্য সকল কর্ম আল্লাহর জন্য যিনি জ্ঞান রশ্মী উর্ধ্বালোকে ধারণ করেছেন এবং অনুকরণে আধ্যাত্মিক নুর ঢেলে দেন। তিনি শব্দ সমষ্টির নূর পরস্পর গেথে দিয়েছেন এবং দ্ব্যর্থহীন বাণীর একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। এ বাণী পৃথক পৃথক ভাবে প্রেরণ করেছেন যথা সময় এবং যথার্থ প্রয়োজনে। তিনি যেমনি অধঃপতনের চিহ্ন সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তেমনি উচ্চ শিখরে আরোহনের উপায়াদির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অন্তর সমূহের গোপন পাপ তিনিই সংশোধন করেন।কূ-চিন্তা সমূহের বিনাস সাধন তিনিই করেন।আত্মা সমূহের তিনিই পরিচ্ছন্নকারী। জুরায়ুর সৃষ্টির রুপ তিনিই দানকারী। যুগের অবস্থার তিনিই পরিবর্তনকারী এবং ধারাবাহিকভাবে বর্ষ পরিক্রমা তিনিই সাধন করেন। শৃংখলা বন্ধকে তিনিই শৃংখলা মুক্ত করেন। হরিণের রক্ত বিন্দুকে তিনিই সুবাসিত কস্তুরিতে পরিণত করেন। স্বীয় ইনসাফের অধীনে তিনিই হিংসা অহিংস প্রাণীকূল একই স্থানে বিচরণ করান। বালূ রাশী ও পাথর কুচি, তারই গুনগানে মশগুল।আদম (আঃ)-কে উচ্চ মর্যাদায় সম্মনীত করার উদ্দেশ্যে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। কর্ম ও জ্ঞানে আদম (আঃ)-কে সম্মানিত করেছেন।

---

২২৫. সাওয়াতিউল ইলহাম- মুকাদ্দামা-পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা হারীরী সাহিত্যের প্রারম্ভিকতায় বর্ণনা করেন–

"হে আল্লাহ! অবশ্যই আমরা আপনার প্রশংসা করছি এই কারণে যে, আপনি আমাদিগকে মনের ভাব প্রকাশ এবং বুঝবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি আমাদের প্রতি অনুধাবনের শক্তি বর্ষন করেছেন। যেমন– আমরা আপনার প্রশংসা এই কারণে করি যে, আপনি আমাদের প্রতি পরিপুর্ন বখশিশ ও অনুগ্রহ দান করেছেন এবং আপনি আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আবরণ দ্বারা ডেকে দিয়েছেন।" *

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি মাকামায় আবু জায়েদ ছারুজীর অবলম্বনে উপদেশপুর্ণ, অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ, হৃদয় স্পর্শী কথাবার্তায় মাকামার কথা মালা পরিপুর্ণ যা ক্ষণিকের জন্য হলেও পরকালের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অপর দিকে সাওয়াতি উল ইলহাম সম্পুর্ণই উপদেশপুর্ণ তথ্যে ভরা। কারণ হচ্ছে এই যে,আলকুরআনেরই প্রতিধ্বণী তাফসীর সাহিত্য গ্রন্থ কিন্তু সম্পূর্ন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রবাহিত।এর মুলধারা রচনাশৈলী সম্পুর্ন ভিন্নতর।

সাওয়াতি উল ইলহামের সাথে মাকামাতে হারীরী ও অন্যান্য সাহিত্যের তুলনা করতে গিয়ে আল্লামা মুহাম্মদ আল হুসাইনী বলেন– [২২৬]

"যদি কবি নাবিগা এই গ্রন্থকে দেখতেন তবে ফাসাহাতের সৌন্দর্য্যে অবাক হয়ে বিস্ময় বোধ করতেন। আর অবশ্যই কবি আবুতাম্মাম সর্বদা একত্রিত করতেন বালাগাতের পুর্ণতাকে এবং তার চিন্তা চেতনা কখনও থেমে থাকতোনা। আর বহুতরী অবশ্যই

---

২২৬. সাওয়াতিউল ইলহাম, মুকাদ্দামা, পৃ.২

২২৬*ولو راه النابغة لاصبح متحيرا من حسن فصاحته وابو تمام لحاز تمام البلاغة.
ولا مسى متفكرا من العظام بلاغته. ولبختر فى رياض سواطع الالهام وكان يتفطر من حسن اسلوبه وصناعته. والحريرى لصار انعم من الحرير ولما برح مدهوشا من بديع نمطه وصياغته.- تقريض سواطع الالهام

* اللهم انا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت من التبيان كما نحمدك عليما اسبغت من العطاء واسبلت من الغطاء.....

Dhaka University Institutional Repository

সাওয়াতি উল ইলহামের বাগানে সৌন্দর্য্যে কখনও ফেটে পড়ার উপক্রম হতো তবে আবশ্যই আল্লামা হারীরী এই গ্রন্থ দর্শনে রেশমের ব্যবসা থেকে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসতেন এবং তিনি নতুন সাহিত্য উদ্ভাবনে ইস্তেফা দিতেন এবং সকল রুপায়নের নতুন আবিষ্কার থেকে।"

আব্বাসী ও পরবর্তী যুগের কিছু খ্যতিমান কবি সাহিত্যিক ঃ

ভাষা সাহিত্যে ইবনে মালেক (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ) ইবনে হিসাব (মৃঃ–৭৬১হিঃ) ইবনে মঞ্জুর (মৃঃ–৭১১হিঃ) আল ফিরোজ আবাদী (মৃঃ–৭১৭ হিঃ) অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক হিসাবে যারা খ্যাত তারা হলেন– ইবনে আবদু জ্জোহায়ের (মৃঃ ৬৯২ হিঃ) ইবনে সাইয়্যেদুন্নাছ (মৃঃ–৭২৪হিঃ) ইবনে খালীকান (মৃঃ–৬৮১হিঃ) সালাউদ্দিন আস সওদী (মৃঃ–৭৬৪হিঃ) শামছুদ্দিন আস সাখায়ী (মৃঃ–৯০২হিঃ) ইবনে কাছীর (মৃঃ–৭৭৪হিঃ) ইবনে হাজার আসকালানী (মৃঃ– ৮৫২ হিঃ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

আরবী সাহিত্যের দিক পাল এবং ইসলামী সাহিত্যে যারা ক্ষ্যাতি অর্জন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ইবনে কাইয়্যুম আলজুদী (মৃঃ–৭৫১হিঃ) ইবনে তাইমিয়া (মৃঃ–৭১৮হিঃ) তাজ উদ্দিন আত আল ইস্কানদারী (মৃঃ–৭৭১হিঃ) সাইয়্যিদ শরীফ জুরজানি (মৃতঃ –৮১৬হিঃ) প্রমুখ।

ওসমানী আমলঃ

ইবনে আয়্যুব নোমানী আবদুর রহমান সায়ীদ ইবনুল আহম্মদ হাজী খলিফা আবদুল ওহাব (মৃত–১২০৬ হিঃ) এ সময় হিজাজ ও নজ্জদ এর বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের মত অন্যতম ছিলেন আবদুল আজিজ জসমসী আল খতিব (মৃত ১০৭২হিঃ) তিনি ديوان فى مدح الرسول وصحابة কাব্য গ্রন্থ লিখে খ্যাতি অর্জন করেন আবদুল কাদের আততারী আলকাফী (মৃত–১০৩৩হিঃ) শরীফউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবুলআলা আল মোতা (মৃত–১১১১হিঃ) ইব্রাহীম ইবেন সাহেল আল হিন্দ (মৃত–১২০২ হিঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় মিসর ও সিরিয়ায় কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্যকর্ম দেখা যায় انزهة الناظر وبهجة الخاطر আল্লমা লিজাইন ইবনে খালেদ বালাতেনী আশশামী উক্ত সাহিত্যকর্ম রচনা করেন (মৃত-১২৯৩ হিঃ)।তা ছাড়া ইবনে রিয়াজ উদ্দিন মৃত-৮৪৯হিঃ) রচনা করেন جواهر الذخائر فى الكبائر والصغائر আবু আবদুল্লাহ মোত্তাকীল আল রাজী (মৃত-১০২৪হিঃ) তিনি রচনা করেন-

الخبر عن معرفة عجائب البشر

উপরোক্ত তিনটি সাহিত্যকর্মই সমকালীন যুগের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য কর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে কিন্তু আল্লামা ফৈজীর "সাওয়অতিউল ইলহাম" সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী চির বিশ্ময়কর এক অত্যাচার্য্য সাহিত্য যার সাথে অন্য কোন সাহিত্যের তুলনা সম্ভব নয়।

আব্বাসীয় পরবর্তী আমলে তাফসীর সাহিত্য ঃ- এ সময় তাফসীর সাহিত্য ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং এতে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়।যেমন-শানেনুযুল, ঐতিহাসিক সম্পর্ক ভাষার বৈয়াকরণিক তথ্য। অলংকারিক বিশ্লেষণ, ফিক্হী মাসায়েল, মাজহাবী দৃষ্টি ভঙ্গি ইত্যাদি।এ সময় যারা তাফসীর সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবনে সামছুদ্দীন ওরফে আল বাগভী (মৃঃ ৫১০ হিঃ)। আবু মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনে গালিব আল গারনাতী (মৃঃ ৫৪৬ হিঃ) আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন আমর ইবনে কাদীর বাসরী (মৃঃ ৭০০ হিঃ) প্রমুখ।[২২৭] (১) এ সকল গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্লামা ইবনে জারীর -এর "জামিউল বায়ানফী তাফসীরীল কুরআন সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

এ সকল গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটি রীতির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। প্রথমঃ ইসনাদ ভিত্তিক অর্থাৎ (মুহাদ্দেসীন কিরামদের অনুসরণ সনদ বর্ণনা কারী) অন্যটি হলো মতন ভিত্তিক। অর্থাৎ- কুরআন হাদিস সীরাত, ইতিহাস, তাবাকাত, যুক্তি, বিবেক ইত্যাদিকে কাজে লাগানো।

---

২২৭. ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

মতন ভিত্তিক তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা আবুলমনসুর আলমাতুরিদী ছিলেন পথিকৃত এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। পরবর্তীকালে একই ধারায় রচিত হয় "মাফাতিহুল গাইব।" আল্লামা ফখর উদ্দীন রাজীর (মৃঃ ৫৪৪হিঃ) "আনওয়ারুত্ তান্জীল ও আসরারুততাবীল" কাজী নাসির উদ্দিন আবূলখায়ের ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল বায়জাবী (মৃ ঃ ৬৯১ হিঃ)-এ "মাদারেকুত তানজীল ও হাকায়িকুত তা'বীল", আবুল বারাকাত আদুল্লাহ নাসাফী (মৃঃ ৭০১ হিঃ) লুবাবু তাকলীম ফী-মায়ানী আততা'বীল", আলাউদ্দিন আবুল হাসানআলী আলখাযীন (মৃঃ ৭৪১)-এর "তাফসীর জালালাইন" ও জালালুদ্দিন আল মাহাল্লী (মৃঃ ৮৭৪) ও জালালুদ্দিন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) আসসিরাজুল মুনির সামসুদ্দিন মুহাম্মদ, ইবনে মুহম্মদ আল সারবেনী (মৃঃ ৯৭৭ হিঃ), ইরশাদুল আকলিম আবু যায়েদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুস্তফা আল হানাফী (মৃঃ ৯৮২ হিঃ) আল্লামা ফৈজী (মৃঃ ১০০৪হিঃ)-এর লিখিত সাওয়াতি উল ইলহাম এ সময় কারই মতন ভিত্তিক তাফসীর গ্রনথ।

নুকতা বিহিন অক্ষরের সাহায্যে উক্ত তাফসীর লিখার কারণেই এর ব্যাপক প্রসিদ্ধী ঘটে এবং এই গ্রন্থ পরবর্তীকালের একটি স্বতন্ত্র অনন্য সাধারণ গ্রন্থ হিসাবে মর্যাদা পায়। এর সাথে অন্য কোন তাফসীর সাহিত্য গ্রন্থের তুলনা করা যায় না।

আধুনিক যুগ ঃ

বর্তমান যুগে আরবী সাহিত্যে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রনে তাফসীর সাহিত্যের প্রভুত উন্নতি ঘটে। ইসনাদ ভিত্তিক পুরানো রীতিবাদ দিয়ে মতন ভিত্তিক বহু তাফসীর সাহিত্য গ্রন্থ এ যুগে রচিত হয়।যেমন- "তাফসীর রুহুল মায়ানী" আল্লামা শিহাবুদ্দিন আস সাইয়েদ মুহাম্মদ আল ইফেন্দী আল আলুসী (মৃঃ ১২৭০ হিঃ) তাফসীরুল কুরআনুল হাকীম, শায়খ মাহমুদ আবদুহু (মৃঃ ১৩২৩)-এ জামালুল কুরআন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ) তারজমানুল কুরআন, মাওলানা আকরাম খান, (মৃঃ ১৩৮৮ হিঃ) "তাফসীরুল কুরআন"। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদুদী (মৃঃ ১৩৯৯ হিঃ)-এর তাফহীমুল কুরআন।"তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন" মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ) (মৃঃ ১৩৯৯ হিঃ) অধুনা সমাপ্ত তাফসীরে নূরুল কুরআন মাওলানা.আমিনূল ইসলাম। ইত্যাদি গ্রন্থ সমুহ মতন ভিত্তিক লেখা হলেও আল্লামা ফৈজীর সাওয়াতী উল ইলহামের মত অনুরূপ কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যানঃ

গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের সূরা আয়াত শব্দ ইত্যাদির হিসাব দিতে গিয়ে বলেন –

عد العلماء سور كلام الله واعلامه وكلمة الاحكام اعداد سوره ١١٠١ وهو الاصح واعداد اعلامه-٦٦١٦، والاعلام السوار كلها اعداد كما ورد اعلام. والحمدلله.٧ وهود-١٢١ والرعد-٤٣، الاسراء.١١١، وطه.١٣٢، وطسم.٢٢٦، والروم.٥٩، وص.٨٥، والطول.٨٢، والدهر.٣٢، محمد.٣٦، والطور.٢٧، والملك.٣١، وعم.٤١، والعصر.٣، وعد رهط كلمة كلها وهو.٧٧٩٣٤.[২২৮]

" অর্থাৎ আলিমগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, পবিত্র কুরআনে ১১৪টি সূরা আছে এবং ইহাই বিশুদ্ধ" আয়াত সংখ্যা ৬৬১৬। সুরা আল হামদুল্লিাহ –৭, সূরা হুদ ১২১, সূরা রাদ –৪৩, সূরা ইসরা– ১১১, তোয়াহা–১৩২, তা–সিন–মীম–২২৬, সূরা রুম–৫৯, সূরা সাদ– ৮৫, সূরা তাওল– ৮২, সূরা দাহর – ৩২, সূরা মোহাম্মদ– ৩৬, সূরা তুর–২৭, সূরা মুলক– ৩১, সুরা নাবা/আম্মা – ৪১, সূরা আসর –৩, কারো গণনা মতে শব্দ সংখ্যা ৭৭৯৩৪ টি।

এখানে মজার ব্যাপার হলো এই যে, গ্রন্থকার যে সকল সূরা লিখতে নুকতা যুক্ত অক্ষর ব্যবহার হয় ঐ সকল কোন সূরার নাম এখানে উল্লেখ করেননি।[২২৯]

গ্রন্থকার যে সকল সুরার নাম লিখে তার সামনে আয়াত সংখ্যা নির্দেশ করেছেন এবং বর্তমানে আমরা যে কুরআনে মজীদ তেলাওয়াত করি, বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী এর আয়াত সংখ্যায় কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হয়। যেমন সুরা হুদে উল্লেখিত আয়াত সংখ্যা ১২১, সূরা তোহা – ১৩২, সূরা রুম – ৫১, সূরা সাদ – ৮৫, সূরা মুহাম্মদ – ৩০ সূরা নূর – ২৭, সূরা মুলক – ৩১, সূরা দাহর – ৩২, সূরা নাবা/ আম্মা –৪বর্তমানে পঠিত কুরানে মজিদ অনুযায়ী এর আয়াত সংখ্যা নিম্নরূপ – সূরা হুদ ১২৩, সূরা তোয়াহা – ১৩৫, সূরা রুম – ৬০, সূরা সাদ – ৮৮, সূরা মুহাম্মদ ---, সূরা তুর – ৪৯, সূরা মুলক – ৩০,ত সূরা দাহর – ৩১, সূরা নাবা–৪০।

"কুরআন পরিচিতি" নামক গ্রন্থের লেখক ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান হিসাব করে প্রতিটি সূরার আয়াতের সংখ্যা অনুযায়ী মোট কুরআন শরিফের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ বলে উল্লেখ করেছেন।

---

২২৮. সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ১৪

২২৯. কুরআন পরিচিতি, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

আরবী সাহিত্যে সাওতি উল ইলহাম–এর স্থান ও প্রভাবঃ

নিঃসন্দেহে সাওয়াতি উল ইলহাম (سواطع الالهام) আরবী তাফসীর সাহিত্যের একটি চির নতুন বিস্ময়কর গ্রন্থ। কিন্তু আরবী সাহিত্যে এর স্থান নির্ধারণ করা বড় কঠিন ব্যাপার। পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী, আরবী সাহিত্যের এক অফুরন্ত ভান্ডার, যার কোন জুড়ি নেই। বিষয় বস্তু হিসাবে আল্লামা ফৈজী পবিত্র কুরআনের তাফসীরই বেছে নিয়েছেন এবং অবলম্বন করেছেন নুকতা বিযুক্ত অক্ষর। তাই সঙ্গত কারণেই গ্রন্থ খানা হয়ে উঠেছে বৈচিত্র ময়, অনন্য সাধারণ এবং আরবী সাহিত্যের অত্যুজ্জল এক পাঞ্জেরী। গ্রন্থটির স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে বিখ্যাত ভাষাবিদ আল্লামা সুলাইমান কিরমানী বলেনঃ–

পবিত্র অস্তিত্ব তার যিনি স্বীয় বান্দাদের নিকট থেকে বাছাই করে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে রহস্যময় শিক্ষার সাথে হিকমত পূর্ণ ওহীর সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করেছেন যা (কাদীম) চিরন্তন পূর্ণতা প্রাপ্ত বান্দাদের সাথে তার মর্যাদা কিছুটা একীভুত হয়েছে –যার আশ্চর্য্য জনক বর্ণনা এবং প্রকাশ ভঙ্গি আলৌকিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চয় আমার জীবনের শপথ, কখনও কেউ এযুগের উপর নেতৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে নাই।যা পবিত্র কালামের তাফসীর এবং মহাপবিত্র ইলমে হাদীসের ব্যাখ্যা যা সর্ববিষয় কল্যানের সাথে এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যার নাম করণ করেছেন “সাওয়াতিউল ইলহাম”, যার উদাহরণ নিজেই, তার নির্মাণ কাঠামো কারো চিন্তার বাইরে, তার পুর্বের ও পরের যুগে এমন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, এ ধরনের গ্রন্থ কেউ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন, যা দলিল হিসাবে শ্রেষ্ঠ বর্ণনা হিসাবে সমুন্নত এবং পথম থেকে শেষ পযন্ত প্রতিটি লাইন

Dhaka University Institutional Repository

এমনি ভাবে গাঁথা যে এই তাফসীর সাহিত্য গন্থের মধ্যে কোন নুকতা যুক্ত অক্ষর নেই।[২৩০]

তাফসীর সাহিত্যে সর্বজন স্বীকৃত ধারায় অনেকেই পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিল্লেষন করেছেন। বিভিন্ন পদ্বতিতে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য রচিত হয়েছে। বহুশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে মুফাসসিরগণ তাফসীরের মাধ্যমে উম্মতের দিক নিদের্শনা দিয়েছেন। গোটা উম্মৎ এতে উপকৃত হয়েছেন আল্লাহর দ্বীনকে বুঝে আমল করা তাদের জন্য সহজতর হয়েছে। সকল উম্মত এই সকল তাফসীরকে বরণ করে নিয়েছেন এবং সশ্রদ্ধ প্রশংসা করেছেন মুফাসসিরদের । অনেকে তাফসীর লিখেছেন ইসনাদ ভিত্তিক আবার অনেকেই মতন। মতন এর ধারা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন আল্লামা ইমান আবু মনসুর আল মাতুরিদি। পরবর্তীকালে তার অনুসৃত পদ্বতিতে বহু মনীষী পবিত্র কুরআনের তাফসীর রচনা করেন। কুরআন মাজীদের মর্ম প্রকাশের জন্য তারা যে পদ্বতি গ্রহন করেন তাহলো এক আয়াতকে অন্য আয়াত এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা কিংবা আয়াতে কুরআনীকে বিশুদ্ব হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করা। তারা এক্ষেত্রে কুরআন হাদীস ইতিহাস সীরাত, তাবাকাত প্রভৃতি সুত্র ব্যবহার করেন এবং যুক্তি ও বিবেকের সমর্থনকে কাজে লাগান। কিন্ত আল্লামা ফৈজীর সাওয়াতিউল ইলহাম মতন ভিত্তিক তাফসীর হলেও এতে সম্পূর্ণ নতুন এক ব্যতিক্রম ধর্মী ভাব ধারাকে কাজে লাগানো হয়েছে। কোন

২৩০.

* سبحان من أصطفى خواص عباده لتعليم الاسرار المكنونة فى تنزيل الحكم والطلاع على اللطائف المستودعة فى كلمة القديم، واختص بعد الكمال بالاقتدار على ابراز الخوارق النطقية التى هى على تلو الاعجاز، ولعمرى انه لم يقتدر ولن يقتدر أبدا احدا من اساطين الكلام على ذالك ان يراز وهو تفسير الكلام المجيد وتاويل الفرقان الحميد المرسوم ببدائع الاقام والموسوم بسواطع الالهام ما مست مثله ايد الافكار ولم يكتحل بنظيره أعين والاعصار اقوى التفاسير برهانا فابلعها يانا من اوله الى أخر متحلى بعبارات ليس فيها بشيئ من الحروف المنقوطة- تقريض سواطع الالهام. صفحة- ٧٣٧

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য কোন আয়াত তিনি ব্যবহার করেননি এমন কি হাদীস ও আয়াতের ব্যাখ্যাও ব্যবহার করেন নি ।কিন্তু আয়াত ও হাদীসের মর্ম কে সরাসরি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত বে-নুকাতের ধারাকে ঠিক রাখার লক্ষ্যেই তিনি এই নতুন ধারায় সৃষ্টি করেন। এমনি করে ইতিহাস সীরাত তাবাকাত সবকিছুরই মর্মকথা আপন ভঙ্গিমায় নুকতা বিযুক্ত শব্দ গঠন করে প্রকাশ করেছেন। বালাগাত ফাসাহাতের প্রতিও তার বিচক্ষনতা প্রকাশ পেয়েছে আরবী তাফসীর সাহিত্যের এধরনের চমক আরবী সাহিত্যের পরিপূর্ণতাকে স্মরন করিয়ে দেয়, যুগ যুগ ধরে আবরী ভাষা সাহিত্যের প্রতি পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে سواطع الالهام অনন্য ভুমিকা পালন করে যাবে, পাঠক মাত্রই তা এক বাক্যে স্বীকার করবেন । এ প্রসংগে বিখ্যাত সাহিত্য বিশারদ আল্লামা সাদাত আল হুসাইনী বলেন-[২৩১]

"হে সকল নীরব সুন্দর নুকতা বিহীন অক্ষর যাদের বযুর্গ ব্যক্তিরা পছন্দ করেছেন। আর ঐ অক্ষর যা কোন কারণে দাগী হয়েছে, নুকতা যুক্ত হযেছে। উত্তম নাম (الله) আল্লাহ ও (محمد) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শান অনুযায়ী নুকতা বিহিন অক্ষরের শান আলাদা।আমি উদ্দেশ্য করছি আল্লাহর নাম যাতে কোন নুকতা নেই। পুতঃ পবিত্র ইছমে জাত এবং সব কিছুর মধ্যে এবং সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি এবং তার নামের প্রশংসার পরিচিতি মুহাম্মদ তাও নুকতা মুক্ত যিনি আশ্চর্য এবং সৌন্দর্যের সমষ্টি । আর সব কিছুর উপর প্রধান্য পেয়েছে এবং অভিধানিক শব্দ উচ্চ স্তরের বালাগাতের সিড়ির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছেছে। হাদীস ও খবর সমুহের মর্মকথা অলংকৃত হয়েছে তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে।

ياحبز الحروف الذى هو صامت اختاره اشرف اهل الملة قد قيل للحروف الذى ذو نقطة .ده جسم عليل مكتوى للعلة وقد ركب من الحروف الصامة ما هو افضل الاسماء شانا وارفعها مكانا اعنى سم الله هو علم لذاته سبحانه وتعالى اوسمه مستجمع جميع صفاته العليا وأسمائه الحسنى وكذالك اسم من هو مظهرة الاتم محمد صلعم ومن اعاجيب البدائع والعجائب واعز النوادر والغرائب ان مع ذالك عبادته قصيصة على اعلى
مراتب الفصاحة لغاته بليغة على اقصى مدارج البلاغة ..الخ- تقريض-صفحة-٧٢٩

Dhaka University Institutional Repository

মুলতঃ সাওয়াতি উল ইলহাম আরবী সাহিত্য জগতে এক বিস্ময়ের নাম, নিজেই একের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়টি আর খুজে পাওয়া যায় না। আরবী সাহিত্য ইতিহাসে নিজেই নিজের নাম সোনালী আভায় খোদাই করে চমকের পর চমক সৃষ্টি করে চলেছেন হরদম। যুগের ভাষাবিদ ও অলংকার শিল্পীর সবাই মিলে যদি সামান্যতম খুঁত এর মধ্য থেকে বের করতে পারতো, যদি এর বাক্যে মত একটি বাক্য তৈরী করতে পারত, এ বর্ণনার সমমানের একটি বর্ণনাও যদি করতে পারতো তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বিষয় হলো এখানে যে, সবাই এ ব্যাপারে অপরাগ।

বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক আবদুল জলীল আমানুল্লাহ গাজী সেরহিন্দী সাওয়াতি উল ইলহাম সম্পর্কে বলেন ঃ[২৩২]

" অনবদ্য রচনার মর্যাদা বর্ণনাতীত, যার উপমা নিজেই দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত ছোট ও বড় সকল ধরনের তাফসীরের চেয়ে এর মান অতি উর্দ্ধে। এ যেন সকল নক্ষত্রের মাঝে সুর্য্য সদৃশ্য। এ যেন গোপন ভান্ডারের চাবি কাঠি যার নাম সাওয়াতিউল ইলাম। سواطع الالهام যা পবিত্র কুরআনের সফল বর্ণনায় অদ্বিতীয়।এতে রয়েছে সকল কল্যাণের আলোক উজ্জ্বল দিক নির্দেশনা।"

আল্লামা হুসাইনী سواطع الالهام কে সকল তাফসীরের মুকুট হিসাবে বর্ণনা করে বলেন –

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি ফায়জীর সাওয়াতি উল– ইলহামকে সকল উচ্চ শ্রেনীর তাফসীরের মুকুট বানিয়েছেন। তিনি মূল্যবান আয়াত সমূহকে মনিমুক্তার মত কথা মালা দ্বারা সুশোভিত করেছেন এবং প্রামান্য মনিমুক্তা রূপে প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা সমস্ত দেশ বিদেশে সম্মানের আসন অলংকৃত করেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানভান্ডারের আকাশকে নক্ষত্র তূল্য অক্ষর দ্বারা অলংকৃত করেছেন। আর এ তারকাসমূহ যেন হিংশুকের বিপক্ষে সত্যের পক্ষে উল্কার ন্যায় হয়। সুতরাং এ তাফসীর প্রথম থেকেই উত্তম কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রহস্যের উন্মোচণ ঘটায় এবং তার বাক্যের বিন্যাস সৌন্দর্য্যর বিচ্ছুরণ ঘটায়। তার এই সকল রীতি–নীতি এবং প্রকাশ ভঙ্গির কারণে পাঠকের আগ্রহ বাড়তে লাগে। আমি

২৩২. তাকরীজে সাওয়াতিউল ইলহাম, পৃ. ৭৪৭

Dhaka University Institutional Repository

তার জন্য কৃতজ্ঞা প্রকাশ করছি যার ফায়েজের দ্বারা ঐশী বাণীর প্রকাশ ঘটে। যিনি তার নিয়মের পূর্ণতার জন্য ঐশী বাণী পাঠালেন এবং তারই নূরের প্রকাশ ঘটালেন পুর্ণ চন্দ্রের মত। তারই একান্ত আলোকে আলোকময় হলো سواطع الالهام বা ঐশী বাণির বিচ্ছুরণ।

অন্যত্র তিনি বলেন – "সর্বদা আকাশে সম্মানের সাথে বিদ্যুৎ আকারে চমকাতে থাকবে তার এ মহা গ্রন্থ সাওয়াতি উল ইলহাম। তার ইলহামের পুর্ণ রশ্মি ইহ জগতে চমকাতে থাকবে যদিও তার শত্রুদের অন্তরে এ আলো পৌঁছবে না তাঁর অক্ষরের আলোক বর্তিকা হিংসুক শুত্রু শয়তানদের জন্য যন্ত্রনা দায়ক তীর এবং পাথরের আঘাত স্বরুপ হবে।"

আল্লামা হুসাইনী আশশামী আরবী সাহিত্যে–এ গ্রন্থের স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন[২৩৩]

"জাহেলী যুগের বিখ্যাত আরবী কবি ইমরুল কায়েছ যদি এ গ্রন্থ দেখত তাহলে অবশ্যই সে কঠোরতা ত্যাগ করে মোলায়েম হয়ে যেতো এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে মহা–সত্যের আলোকে আলোক প্রাপ্ত হতো। সৌন্দর্য্যের কারুকার্য্যে তিনি মহৎ। আর কখনও ভুলে গোস্বার কথা বলতেন না (অহংকার ভুলে যেত)[২৩৪] যদি বিখ্যাত উমাইয়া কবি ফারাযদাক এই গ্রন্থকে আলোকন করতেন, তাহলে তিনি মানব চক্ষুর অন্তরালে নিক্ষিপ্ত হতেন এবং আপন অস্তিত্ব ভুলে যেতেন।"

২৩৩.

حمدا لمن جعل سواطع الالهام الفيض تاجا للتفاسير الاول ولكله بلالى ايات باهرة جواه بنيات قاهرة فتعالى ألى اعلى الدول وزين السماء بمصابح حروفه المسكية وجعلها رجوما للحسدة من البرية. فجاء على أحسن تقويم وابدع وطوى حقائق معانيه ونشر محاسن الفاظه ومبانيه فانى على الصلف أسلوب وارفع شكر الفياضى افاض فالهم لابداء هذا النظام وأطلع بدور انوره فسطعت فكان سواطع الالهام –

تقريض سواطع الالهام – صفحة– ٧٢٨

২৩৪.

لا زالت سواطع اللالهام فى سماء المجد ساطعة وبدور علومه فى الكون مشرفة لامعة ولا برحت انحجم سواطعه لقلوب الاعادى ثاقبة ومصابيح حروفها لشياطين حساده رجمة صائبة– تقريض – صفحة– ٧٢٩

Dhaka University Institutional Repository

সত্য যাদুর প্রভাবে তার চেহারা লাল আভায় রঞ্জিত হতো এবং দূরবর্তী কোন ঘরকে নির্দিষ্ট করে নতুন ভাবে সাধনা করতেন আর তিনি নিজেডিমের খোসার মত খালি হয়ে যেতেন।

অথবা ভাষাশিল্পী ইবনে হিরমা এ কিতাব দর্শনে নিজের প্রবৃত্তিকে দূর করে দিতেন এবং বালক সূলভ ভাব ধারণ করে জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত হতেন "অথবা পরিধান করতেন নূতন কিছু"।

"অথবা বিখ্যাত ভাষাবিদ ইমাম কাছায়ী এ গ্রন্থ দর্শনে অবশ্যই ইল্মের নুতন পোষাক পরিধান করতেন।"

অথবা ভাষা অলংকার শাস্ত্রবিদ ইবনে হাদীদকে যদি পড়ানো হতো এ অলংকার শাস্ত্রের নতুন কাপড় তবে তিনি নিজের মন মানষিকতাকে আরও মজবুত করতে পারতেন।"

"অথবা ইবনে জারীর এ গ্রন্থ অবলোকনে তার গোপন হিফাজতে রাখা ইলমের সমস্ত শাখা প্রশাখার পল্লবিত করে দিতেন এবং তা আমাদের মাঝে কাঁচাপাকা খেজুরের মত পড়তো।" অথবা ইবনুল ওরদী এ গ্রন্থ দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন রসনা সিক্ত করতেন যার ফলে আমরা তাকে আপন করে নিতাম।" [২৩৫]

২৩৫.

* ولو شاهد أمر القيس للرمى اللقيس والقى السلاح
واستنار ببدايع الجمال والسماح ولن يكلم اليوم انسيا
* ولو راه الفرزدق لفرودق وكان نسيا منسيا،
* او الكميت لصار من السحر الحلال كميت وكان يبعث حيا
او الطرماح لطرح الرماح وماح وانتبذ به قضبا-
* أو ابن هرمة لزال هرمة واتيناه الحكم صبيا،
* أو الكسائي لا كتسى من من العلوم ثوبا جديدا
* اومن ابى الحديد لا لبس من البلاغة ثوب جديد وتحدرا ذهنه تحديدا-
* أو ابن حرير بحرذيل مخدارته وتمسكت باعصان فراید مصوتامه فتساقط علينا رطبا جنيا او ابن الوردى لتورد متورد خداه ولخدا حذاه وفربناه نجيا- تقريض- ٧٣١

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন কোন কবি বলেন –"আল্লাহর জন্য সকল কৃতজ্ঞতা। এই পৃথিবীর মধ্যে আরব ও অনারব সকলের উপর রয়েছে তাঁর অসীম রহমত। হে ফায়জী, তুমি সর্বদা তোমার লেখনীর মধ্যে বিরাজমান পুর্ণ ইজ্জত সহকারে তোমার বিষ্ময়কর রচনা এ যেন তোমারই আন্তরিক অবদান।[২৩৬]

উক্ত গ্রন্থের স্থান নির্ধারনে বলা হয়েছেঃ–

"অতঃপর তিনি ভাষা কারুকার্য্যকে মর্যাদার শিখরে উত্তীর্ণ করেছেন শুধু তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা থেকে । তিনি হয়েছেন দানের এমন সওয়ারী যিনি সর্বদা অকাতরে দান করতে থাকেন। তাঁর অশ্ব খুরের আঘাতে মাটি অবিরাম বিদির্ণ হতে থাকে। তার ভাষা জ্ঞানের বিশুদ্ধতা, পান্ডিত্বের তীব্র আলোর ঝলকানী কেউ সামালাতে পারবে না। কারণ এ আলো স্বয়ং আল্লাহ থেকে অস্তিত্ব প্রাপ্ত এবং সুবাসিত। অতঃপর ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়নি তার ইলমের অশ্ব। ফাসাহাতের সুতীব্র আলোক ধারা যেন স্থায়ী রূপ নিয়েছে যেমনি চিরস্থায়ী আহবানকারী আল্লাহ সব চেয়ে বড়। তার মেহেরবাণীর আলোর তীব্রতা প্রয়োজন ছাড়া কোথাও প্রলম্বিত হয় নি। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত দোষ থেকে পবিত্র। ইলমের মধ্যে আল্লাহ যাকে অগ্রগামী করেছেন সে ছাড়া অন্য কেহ অগ্রগামী হতে পারে না।[২৩৭]

২৩৬.

شعر: فلله شكر وافر متواتر* بمرفاك فى الدنيا على العرب والعظمى * ولا ذالك فى روح الكمال معظما وبالحكم الغراء فيضك محتكم- تقريض - ٧٣١

২৩৭.

فاعظم به من يبلغ ما امتطى جواد الفضل الاوكاد من تحيه يتفطر ولا نقلد صارما من البلاغة اللا ونار الاكون منه وتعطر. ولا ضالت مغيرات علومه برماه الفصاحة الا ونادى الكون الله اكبر. ولا طالت رماح مكارم الاعلت خاتما وكان من ايوب اكثر ولا سابق سابقة فى العلوم وسبقه ولا قابس سابقه فانه فى درسه سبقة- تقريض - ٧٣١

* فيض كبدى الشم يشرف علمه فلذلك للفضاء كان المشترى فتلاه انواره فسطوعها*

فوق السماء المستبر المسفر وما هو الا معدن الفضل وكيمياء السعادة وعنصر المجدوا ضلوزيادة نصب فى الخفقين اعلام الفضل وحكم. او رفع صرح العلوم فاسفر، عن يد بيضاء اشهر من نار على علم. وسماك على حام المساكين لسواطع الالهام، فما زال على كواهل الجوزاء شاهقا وصار بليل علومه دايم الصدح وما فى ذالك نلطقا

Dhaka University Institutional Repository

স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে অন্যত্র কোন এক কবি সাওয়াতি উল ইলহামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বলেনঃ –

" তার ইলম দৃশ্যতঃ পুর্ণ চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ কিরণ বিতরনকারী এবং মর্যাদা সম্পন্ন।এ কারণে জ্ঞানীদের জন্যে তা মুশতারী নক্ষত্র সমতূল্য হয়েছে। অতপরঃ তাঁর নূর হয়েছে প্রকাশিত এবং তাঁর চমক হয়েছে উদ্ভাসিত।এ নূরের বিচ্ছুরণ ঘটেছে সর্বোচ্চ স্থান থেকে। এ মর্যাদার মুলে রয়েছে ইল্‌ম যা অবারিত দানের মত সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এ দানের মত কোন খনিজ সম্পদ নেই এবং সৃজনের মতো কোন মূল্যবান বস্তুও আর কিছু নেই।তার গুনের আর অনুগ্রহের ঝান্ডা পুর্ব পশ্চিম দিগন্তে উড্ডীন হয়েছে। ইলমের সুতীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছে সুউচ্চে।অতঃপর তার ঝলক সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।সে আলোর সীমানা এ দিগন্তে থেকে ঐ দিগন্ত পর্যন্ত মিশানো এমনি আলোর ঝলকানী ঝান্ডার উপরে দুইটি নক্ষত্র ফৈজী এবং তার অনুগ্রহ "সাওয়াতি উল ইলহাম।" বিজয়ের গৌরবে আজও তা সর্বোচ্চ শিখরে বিদ্যমান। গুন গুন আওয়াজে রহস্যাবৃত চরণে নিরবধি গেয়ে যাচ্ছে স্থায়ী ভাষা আল কুরানের জয়গান"।

আরবী সাহিত্যে–এর প্রভাবঃ

সাওয়াতিউলইলহাম (سواطع الالهام) নিঃসন্দেহে আরবী সাহিত্যের জগতে এক অস্বাভাবিক ব্যক্তিক্রমধর্মী আকর্ষনীয় অদ্বিতীয় গ্রন্থ।কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো মুসলিম উম্মাহ এ গ্রন্থকে গ্রহণ করে নি। এ ধরণের তাফসীর সাহিত্য রচনার জন্য কোন মনিষি আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন নি। এমন কি আরবী ভাষা সাহিত্য বিশারদদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি এ ধরনের প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, নুকতা বিহীন সাহিত্যের সাথে আরব জাতি পরিচিত ছিলেন না।তবে অতি সম্প্রতি উর্দু ভাষায় এ ধরণের নুকতা বিহীন অক্ষর দ্বারা একখানা জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম (هادى عالم صلى الله عليه وسلم) হাদীয়ে আলম সাল্লাল্লাহু – আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

Dhaka University Institutional Repository

এর রচয়িতা মোহাম্মদ আলী রাজী। তিনি তাফসীরে মায়ারেফুল কোরআনের ভাষ্যকার মুফতী মোহাম্মদ শফী (রঃ)-এর বড় সাহেবজাদা । গ্রন্থটি-"اداره علم وحکمت دیوبند یوپی" থেকে প্রকাশিত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৬ (চার শত ষোল)। গ্রন্থটিতে মহানবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ "هادی عالم صلعم" থেকে কিছু অংশ।

"رسول الله صلعم کی گهر والی مگر الله کی حکم سی هادی اکرم صلی الله علی رسوله وسلم کی گهروالی اس ملك کی عام مکاره سی عموما دور رهی اور حرم مکة کی رکهوالی هوکر صله رحمی همدردی سادگی اور عطاء وکرم. کی حامل رهی هرسال موسوم احرام کی ماه دور کی دور، گروه مکه مکرمة أئی اور هادی اکرم کی .گهر والوں سی هر طرح کا أرام دور سکهه لی کر ٹوٹی. اس عام طوری اسرة رسول . لوگ اهل مکة سردار رهی اور ساری ملك کی گردهوں کئی مکرم هو کر رهی ـ[২৩৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে موسم احرام শব্দটি سواطع الالهام থেকে নেয়া হয়েছে । গ্রন্থকার আল্লামা ওলী রাজী বলেন-

صرف یه ایك لفظ علامه ابو الفیض فیضی غیر منقوطة عربی کتاب سواطع الالهام سی لیا گیاهی.[২৩৯]

এ গ্রন্থটি উর্দ্দু ভাষা সাহিত্য বিদদের জন্য এক চমকপ্রদ উপহার এবং উর্দ্দু ভাষায় এটি প্রথম এবং একমাত্র গ্রন্থ যা غیر منقوط নুকতা বিবর্জিত অক্ষরের সাহায্যে লেখা হল।এ ছাড়া এ পর্যন্ত আর কোন গ্রন্থ উক্ত নিয়মে লেখা হয়েছে বলে প্রমান পাওয়া যায় না। তবে আবদুল আহমদ ইবনে ইমাম আলী মাল্লাহ্ বাদী শুধু নুক্তা যুক্ত অক্ষর দিয়ে جب شعب নামে একটি তাফসীর ১৩০৭ হিজরীতে রচনা করেছেন। *

---

২৩৮. হাদীয়ে আলম, আল্লামা আলী রাজী, পৃ. ৩৬

২৩৯ ফুট নোট- আল্লামা আলী রাজী, হাদীয়ে আলম- পৃ. ৩৬

*. পরিশিষ্ট, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৬১ তৃতীয় প্রকাশ, মুসলেহ্ উদ্দিন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

আল্লামা আবুল ফায়েজ ফৈজী রচিত "সাওয়াতিউল ইলহাম" গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের ভাষ্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মোঘল আমলের অনেক কীর্তিই বিদগ্ধ হৃদয়ে চিরভাস্বর, ফৈজী রচিত এই গ্রন্থটি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এ যাবত কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এর উপর কোন গ্রন্থ রচনা করা হয়নি, যে কারণে অনেকে এ গ্রন্থটি সম্পর্কে জানতে পারেনি। তাছাড়া বর্তমানে এর কোন কপি ও সহজলভ্য নয়। বক্ষমান অভিসন্দর্ভে মূল গ্রন্থ থেকে গ্রন্থকারের কুরআনের ভাষ্য সম্পর্কিত প্রয়াস তুলে ধরার চেস্টা করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য তাফসীর ও আরবী সাহিত্যের উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থের সাথে এর তুলনা তূলক সমীক্ষা ও উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির মান ও স্থান নির্ণয় সম্পর্কে বিভিন্ন মনিষীর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে আতিশয্যের প্রাবল্য লক্ষ্যনীয়। নুক্তাবিহীন বর্ন সমন্বয়ের গঠিত শব্দের দ্বারা রচিত গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য নয়। আরবী ভাষায় নুক্তা যুক্ত ও নুক্তা বিযুক্ত বর্ণমালা সমাহারে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কেবল মাত্র নুক্তা বিযুক্ত শব্দের সমাহরে সাহিত্য রচনার নমুনা আদিকাল থেকে আরবী ভাষায় নেই বললেই চলে, সে ক্ষেত্রে ফৈজীর অবদান অতুলনীয় । তিনি যে শব্দ সম্ভারে কুরআনের ভাষ্য "সাওয়াতিউল ইলহাম" রচনা করেছেন, তার অধিকাংশই আরবী ভাষা–ভাষীদের কাছে অপরিচিত। তাই এ অভিসন্দর্ভের শেষে সাওয়াতিউল ইলহামে ব্যবহৃত কিছু শব্দের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির মতনের সাথে পরিচয় ঘটানোর নিমিত্তে পরিশিষ্টে গ্রন্থের কিছু নমুনা প্রদান করা হয়েছে।

সাওয়াতিউল ইল্হামের রচয়িতা আবুল ফায়েজ ফৈজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তার সমকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। তিনি যেহেতু সম্রাট আকবরের একজন সভাবদ ছিলেন এবং আকবরের উপর তার প্রভূত প্রভাব ছিল তাই এ দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে " দীন–ই–ইলাহী" এবং আকবরের অন্যান্য কার্যকলাপের আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যয় ঃ

পরিশিষ্ট ঃ

সাওয়াতিউল ইলহাম বা তাফসীরে বেনুকাত মুসলিম উম্মাহ গ্রহণ না করার পিছনে সম্ভাব্য কারণ সমূহঃ

(১) সামাজিক কারণ।

(২) ধর্মীয় কারণ।

(৩) ভুমিকা লেখায় ত্রুটি।

(৪) ভাবাগত কারণ।

১. সামাজিক কারণ ঃ

আল্লামা ফৈজী যখন সাওয়াতিউল ইলহাম রচনা করেন তখন ভারত বর্ষের সমাজ তিন শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল।অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। অভিজাত সমাজে সম্রাট ছিলেন প্রধান। তার নিচে ছিলেন মন্ত্রী ও আমিরগণ।ফৈজী ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত দরবারী আলিম ও সভাসদ। মধ্য ও নিম্নবিত্ত লোক সামাজের সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। ঘটা করে এমন একখানি আশ্চর্য গ্রন্থ দর্শনে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্য বিত্ত মুসলিম সমাজ প্রশ্ন তুলল নুকতা বিহীন অক্ষর দ্বারা তাফসীর রচনা করা জায়েজ না বিদা'য়াত? যেহেতু ইতিপুর্বে এ ধরণের কুরআনের ভাষ্য কেউ দেখেননি বা কেউ শোনেনও নি বা কারও কল্পনায়ও ছিল না যে এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে সক্ষম। সুতারাং নব আবিষ্কৃত নতুন ধারায় এ গ্রন্থকে অনেকে বিদা'য়াত বলে ফুতোয়া দেন। লোকেরা এ গ্রন্থকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ফলে সাওয়াতিউল ইলহাম একটি বিতর্কিত তাফসীর গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২. ধর্মীয় কারনঃ

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আল্লামা ফৈজী মোঘল সম্রাট আকবরের অনুপ্রেরনা ও সহযোগিতায় সাওয়াতিউল ইলহাম রচনা করেন। কিন্ত সম্রাট আকবর ও ফয়েজী মুসলমানদের ইতিহাসে দুইজন ব্যতিক্রর্মী ও চরিত্রের বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। সম্রাট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ইসলাম মুসলমানদের অপুরণীয় ক্ষতি করেন। তিনি আল্লাহর মনোনীত পবিত্র ইসলামকে বাদ দিয়ে দ্বীন-ই-ইলাহী নামক একটি নতুন তথাকথিত ধর্ম প্রবর্তন করেন। আল্লামা ফয়েজীও নতুন ধর্ম মত গ্রহন করে সম্রাটের প্রিয় পাত্র হন। অবশ্য পরে তিনি এ থেকে তওবা করেন। সম্রাট আকবর ভারতবর্ষ থেকে পর্দা প্রথা উঠিয়ে দেন। ব্যভিচার বেশ্যাবৃত্তি জুয়া ও মদ বৈধ ঘোষনা করেন। ভাল্লুক, কুকুর বিড়াল-এর গোস্ত হালাল ঘোষনা করেন। ফরজ গোসল রহিত করেন। অন্য ধর্মের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ঘোষনা করেন, আরবী শিক্ষা বন্ধ ঘোষনা করেন। অসংখ্য মাদ্রাসা মসজিদ ধবংস করেন। এ সকল কারণে আকবর মুসলমানদের কাছে বিতর্কিত হয়ে যান। যেহেতু আল্লামা ফৈজী তখন সম্রাটের সভাসদ এবং এই সকল অপকর্মের সমর্থক ছিলেন ফলে তিনি এবং তার ভাই আবুল ফজল উভয় মুসলিম সমাজের কাছে বিতর্কিত মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিন্দিত হন। ফলে ফৈজীর লিখিত "সাওয়াতিউল ইলহাম" চমকপ্রদ আশ্চর্যজনক গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ তা গ্রহনে দ্বিধা-সংকোচ করেন এবং এর সঠিক প্রচার ও প্রসার অনেক খানি ব্যহত হয়।

গ্রন্থটির ভুমিকায় ত্রুটি ঃ

মূলত সাওয়াতিউল ইলহাম একটি তাফসীর গ্রন্থ এর উপক্রমনিকা লিখতে গিয়ে আল্লামা ফৈজী সম্রাট আকবরের এমন অমূলক প্রসংসা করেন যা মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে।যার ফলে উম্মত এ তাফসীর সাদরে গ্রহন করেন নি। এর কারণ সম্ভাবতঃ এই যে, সম্রাট আকবর ছিলেন ইসলামের মূলে আঘাতকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামের পরিবর্তে অন্য ধর্মের প্রচার করেন।অথচ পবিত্র কোরআনের তাফসীর দ্বীন

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামেরই পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা।নিম্নে আল্লামা ফয়েজীর লিখিত সাওয়াতিউল ইলহামের উপক্রমনিকায় সম্রাট আকবরের প্রশংসায় লিখিত ভুমিকার একাংশ–

ساطعة سواطع الالهام مما صدع عهد الملك العادل والمالك الكامل مصعد لوء الاعساكر سرروس الاكاسر معمر صروح العدل هادم اساس الحدل سالك مسالك الكرم صاعد مصاعد الهمم مطلع لوامع الاسلام مطلع عوالم الالهام ممدوح امرء الكلام محمود العلماء الاعلام مصدر المحامد والمكارم مرصد الاعالم والاكارم ملكه معدوم المساهم اسمه مسكوك الدراهم ساعده الاعووام والدهور طاوعه السعود والسرور الاوئه لعطاء الامطار املائه كهواء الاسحار. عدله حارس العالم حكمه مطاع اولاد ادم رمحل كالسماك الرامح حرمه كالسماء الطامح احاطا الممالك لهامه واطاح الاعداء حسامه محاط المراحم ممالكه صراط المكارم مسالكه اهلك اهل السعود واطاحهم ودمر اهل الصدواد والاحهم لاعكم الادراره ولا حسم لمدراره لااكرء لوعده ولا احصاء لحمده وهو محمود الرسم محمد الاسم ما اورد اسمه الاكرام الاطهر مصرحا لسموه كسماه واسطره سرا ولمحاو ارسم معماه وهو وسط الدماءامد الساحل لواء السماء لسر العلو علم الاكمال اس العدل أساس السداد محصول الود حاصل الكل اصعد الملوك اصل الصوالح مطلع المكارم امام الدوال عماد العالم معاد المعارك حد الاحلام مال الادو مولده اللاصم الاسعد وعام ولوده المسعود معدود ممرد مصاعد سرر وعام اول ملكه معد مصعد سرح السرور والحال اعوام عمره الاطهر معدود واوما مد الله دومه وهو دعا الكل الكل–[২৪০]

সাওয়াতিউল ইলহাম দ্বারা ইনসাফগার বাদশার শাসন আমলকে বুঝানো হয়েছে। পুনরায় ঐ বাদশাহর প্রশংসা করে বলেন ঐ বাদশা যিনি সর্বদা তার বাহিনীর পতাকা সম্মুন্নত

---

২৪০. মুকাদ্দমা সাওয়াতি উল ইলহাম, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন এবং শত্রুবাহিনীকে পদদলিত করেছেন তিনি ইনসাফের প্রাসাদ সুউচ্চ করেছেন এবং জুলুমের ভিত্তিমূলে কঠোর আঘাত হেনেছেন। তিনি ন্যায় নিষ্ঠার পথ অনুসরণ করেন এবং সাহসের ভিত রচনা করেন। তিনি ইসলামিক জ্ঞান এবং ইলমের জগতে প্রবেশ করেন এবং জ্ঞানীদের প্রশংসার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনত হন। তিনি জ্ঞান তাপস এবং সৎলোকের আশ্রয়স্থল তাঁর রাজত্ব অভাবহীন তার নাম মুদ্রাঙ্কিত। যুগ ও কাল তাকে সাহয্য করেছে। সৌভাগ্য ও খুশি সর্বত্রই তার দানশীলতা বৃষ্টিরমত। তার চরিত্র প্রাতঃকালীন সমীরনের মত। তার ইনসাফ জগতে পাহারাদারের মত। আর তার আদেশ সকল আদম সন্তানের জন্য অলঙ্ঘনীয়। তিনি প্রশংসিত লেখার অধিকারী। অধিক প্রশংসনীয় তার নাম। আমি তার নাম প্রকাশ্যে লিখবনা কারণ তার ব্যক্তিত্বের মত নাম ও সমধিক সম্মানিত। তার নামের খানার প্রতি গোপন ইঙ্গিত করব। তিনি যেন অথৈ সমুদ্রের মাঝে ডাঙ্গার মত। আকাশের মাঝে যেন উন্নত পতাকা।তিনি উচ্চতার রহস্য এবং পুর্ণতার প্রতীক। ইনসাফের মুল প্রেমের লক্ষস্থল।বাদশাহদের মধ্যে সম্মানিত শীর্ষস্থানীয় সৎ ও সম্মানী লোকের মূল তিনিই।এভাবে তিনি সম্রাট আকবরের প্রশংসা এবং তার প্রথম সন্তানের অপ্রয়োজনীয় প্রশংসা করেন যা তাফসীর গ্রন্থের শুরুতেই লেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই । ফলে মুসলিম জাতি এ গ্রন্থ গ্রহন করতে আগ্রাহান্বিত হননি।যার ফলে এর গৌরব অনেকখানি লোপ পেয়েছে।

৪. ভাষাগত কারণ ঃ

এটি কোন গতানুগতিক আরবী সাহিত্য গ্রন্থ নয় এবং এই নুক্তা বিহীন ভাষার সাথে ইতিপূর্বে আরব ভাষাভাষী এমনকি গোটা পৃথিবীর মানুষ ও পরিচিত ছিলেন না। ফলে এটি মানুষের কাছে গ্রহনীয় হতে পারে নি। মূলতঃ এ গ্রন্থটি হচ্ছে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা। অত্যন্ত অল্প কথায় এর ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ প্রসংগে মাওলানা ওলী রাজী বলেন সাওয়াতিউল ইলহাম আল্লামা ফৈজীর লিখিত তাফসীর গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনাকেই বুঝায়। এটি কোন গতানুগতিক গ্রন্থ নয় বরং এটি পবিত্র কুরআনের শব্দ এবং বাক্যের মাঝা মাঝি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মুল্যবান সমষ্টি। পবিত্র কোরআনকে বুঝার এবং আমল করার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বটে সেজন্যে শুধুমাত্র সাওয়াতিউল ইলহামকে গ্রহন

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কারন, কুরআন বুঝার জন্যে এ সময় সমকালীন হাজারও তাফসীর মাসাআলা মাসায়েলের কিতাব বিভিন্ন ভাষায় পৃথিবীর অগনিত দেশে কম বেশী পাওয়া যেত। সুতারাং ধর্মকে বুঝার জন্যে মুসলিম জাতি এই বিতর্কিত গ্রন্থ গ্রহন করা থেকে বিরত রয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের ইচ্ছাকৃত ভূল ব্যাখ্যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে, এ ভয়েও অনেকে এই গ্রন্থ গ্রহন করেন নি। যেহেতু এটি একটি ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা এ জন্যে সম্ভবতঃ অমুসলিমরা ও এ গ্রন্থকে গ্রহন করা থেকে বিরত রয়েছেন বলে মনে হয়। বহু তাফসীর গ্রন্থ আছে যা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রণীত হয়েছে। অনর্থক কঠিন দুর্বোধ্য শব্দের মাঝে নিজকে বিলীন করতে হয়তবা কেউ এখনও প্রস্তুত নন। তাই উম্মতের মাঝে এর অনুকরণে দেশে কি বিদেশে মুসলিম কি অমুসলিম সমাজে কোথাও এমনি কোন গ্রন্থ আরবী সাহিত্য জগতে পরিলক্ষিত হয় না।

শব্দকোষ

গ্রন্থকার নুক্তা বিহীন অক্ষর দ্বারা গ্রন্থ রচনা করার নিয়ম অনুসরণ করতে গিয়ে বহু সহজ ও পরিচিত শব্দকে বাদ দিয়ে কঠিন ও অপ্রচলিত আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন – পবিত্র মক্কা শরীফ কে ام الرحم এবং সাহাবা কে "احماء" ইত্যাদির শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এতে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে বটে কিন্তু সাথে সাথে গ্রন্থের সহজবোধ্যতা হারিয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের অহেতুক বিড়ম্বনা এবং দূর্বোধ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নে সাওয়াতি উল ইলহাম (سواطع الالهام) এর ব্যবহৃত কঠিনও অপ্রচলিত আরবী শব্দ সমূহের তুলনামুলক ও সমার্থবোধক সহজ আরবী শব্দ এবং তাঁর সহজ বাংলা অর্থের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল ঃ

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
	باب الالف	
ای اجاب	احار	জবাব দেয়া / গ্রহণ করা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
	باب	الالف
গোস্বা/ অস্থিরতা	الاحاح	الغيط- الغم والعطش
জবাব দেয়া/ গ্রহণ করা	احار	اى اجاب
মোটা হওয়া	احدر	اسمن
আগুন জ্বালানো	الاحدام	الايقاد احمد النار اى انقد. قاموس
আমি তার অংশ দিয়েছি	احصصته	اى اعطيته نصيبه
আদেশ নিষেধ	الاحكاء	الاحكام
আকৃতি সমূহ	الاحكل	الاشكل
অবৈধ বেচা কেনা /দারিদ্রতা	الاحلاس	غبن فى البيع والافلاس .قاموس
সুক্ষ বৃষ্টির ফোটা	احلس	السماء اى مطرت مطرا رقيقا
বের করা	الاحلال	الاخراج. قاموس
অবতীর্ণ হওয়া	احلا	اى نزل صحاح
জ্ঞানী -গুণী	الاحلام	العقول واحدة الحلم
কয়েদ করা/বন্ধী করা	احمى	اى سجن
আপনজন	الاحماء	جمع الحميم يعنى خويش
নিকটে আসা	الاحمام	نزديك امدن وميم شدن
সোনা/ইয়াকুত/লাল	الاحمر	الذهب والياقوت والعجمى ولون معروف
ধর্মে কঠোর হওয়া	الاحمس	الشديد فى الدين والقتال صحاح
রাগান্বিত হওয়া	الاحمس	الاغصاب يقال احمسه عليه اى اغضبه عليه
সাদা	الاحور	الابيض والاخور الابيضاض
যাকে দেখলে ভয় আসে না	الاحوس	الجرى الذى لايهرله شي
গরম করা / সম্পৃক্ত করা	واداه	اى عطفه
মত পার্থক্য	الادارء	الا ختلا ف
একে অপরের সাথে মিশা	ادركو	اى تلا حفوا قاموس
বিজয়ী	الادالـه	الغلبه
তর্ক করা	الادحاص	اى ابحتو
ঘুরে ফিরে মিশা	الادرر	الا نفس خمم الدروالانحار
পানির মধ্যে বালতি নিক্ষেপ করা	ادرطه	فى البر اي ادخاه والقاه فيها

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
একত্রিত হওয়া	ادكارا	اى اتفاقا
দলীল পেশ করা	الادلاء	الاحتجاج
পয়সার বিনিময় পশুর পাল দেয়া	ادم	اى افبح من الد مة بمعنيى رشتى
ঘনিষ্ট সম্পর্কে	الادومة	الا نسة والالفة يقال ادم الله بينهماى الف وجعل المحبة بينحبا
দয়া করা	الارأم	مهر بانى كردن
তৃপ্তি/ প্রশান্তি	اراح	اى بنفس ارحه الله اى اعطا ه الله راحه
তাদের ধ্বংস করা	اردهام	اى هلكهم
ঝগড়াটে বন্ধু	الارداء	اى الر فيق والصاحب الارداء الا فساد
চুপ থাকা	الارمام	اسكو ت
মূলবস্তু / অন্তরকরণ	الاس	القلب
সাদা কাপড়	الاسحال	البيض والا سحال جمع السحل
কালো	الاسحم	الا سود
রাত্রি ভ্রমণ	اسراء	شب رفتن
গোপন, লুপ্ত	الاسرار	الاظها ر والا خفاء وهومن الاضداد
অবৈধ মাল বের করা,	الاسلال	اخراج المال غضباوالرسوة والسر فة
পুর্ববর্তী গণ	والاسلام	الا سلا ف
বিশুদ্ধ	الاسلط	الا نصح
গালি দেয়া/ শিশুর কান্না	الاسماع	الشم والمفا خرة
পরিবর্তন/ পাথর নিক্ষেপ	الاسلهمام	اى تغير
মজবুত কোমর	الاسمهز	اى اشتد وصلب
শ্বেত রোগ	الاسواء	للابرص
লালীমা	الاسود	مائل الى الحمرة
মরুভূমিতে বের হওয়া	الاصحار	الخروج الى الصحراء
ধবধবে সাদা	الاصحام	الابيض اى اصفارت تاج الاسماء
রশি সমূহ	اصدادهم	حبالهم
প্রকাশ করে দেয়া,	الاصداع	الا ظهار
বিক্ষিপ্ত / পৃথক হওয়া,	اصدع	اى انتشر واخترق

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
শাস্তি/ আটক করা	الاصر	العقوبه والعذاب
নির্মূল করা	الاصراد	الا نفاد اسرده اى انفد
মুখাপেক্ষী হওয়া	الاصرام	الا فتقار اصرم الرخل اى افنقر صاح
মেঘমালা	اصطكاك	الركام ضرب السحاب لعضا
দূরবর্তী স্থান	الاصعاد	الذ ها ب وابعاد فياالارض
প্রবেশ করানো,	الاصلاء	الادخال
রজব মাস/ বোবা	الاصم	شهر رجب
কঠিন/ মজবুত	اصمل	اى اشذ
ধ্বংস করা	الاطاحد	الا هلاك اطاحهم اى اهلكهم
ভুয়সী প্রসংশা করা	اطراء	مدحا واطراء مبالغة فى المدح يقال اطراء ه اى بالغ فى مدحه
প্রচলন করা	اطووا	اى رسموا
বের করা	الاطراد	الا خراج اطرده امر باخرا به عن البلد والا طراد
ঘোরা ফেরা করা	الاطراد	الاطواف
যৌবনে ন্যায় পরায়তা	اطرهم	اعتدل فى السباب
গাভী	الاطوم	البقرة
হরতাল	اعدال	الاضراب
সাদা পালক	الاعصم	الذى فى خبا حر ر يشة بيضا
অপেক্ষা করা	الاعكام	الا نتضار
উপকারী	الاعور	الا نفع
কাক	الاعوار	الغراب
সন্দেহ	الاموار	الر يبة
লোভ করা	الاعوال	الحر ص
রুজি	الاكل	الرزق
গোপন করা	الاكماء	الا خفاء
রাত্রের প্রবেশ	الال	دخل فى الليل
লানত দেয়া , অভিশাপ দেয়া	الحاه	لعنه

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
দ্বীন থেকে ফিরে আসা,	الحاد	العدول عن دين الله
খুব ঝগড়াটে	الالد	شديد الخصومه
খিয়ানত করা	الأيس	الخيانه
পাগল	الالأس	الجنون واخلاط العقل
মিশে থাকা	الالماء	الاشتمال
শোনার অনুপযুক্ত	الملو	اذبنوا من الضغلو
পয়াগাম / চিঠি	الالوك	الرسالة
আশ্রয় দেয়া, নিরাপত্তা দেয়া	الهه	اجاره وأمنه
শান্তির উপনাম	ام الحوار	كنية العقاب
কোড়ার এমন পিটুনী যাতে মগজ একত্রিত হয়।	ام الرأس	امر الدماغ يعنى الجلدة التى يجمع الدماغ
পবিত্র মক্কা শরীফ	ام الرحم	اسم مكة المعظمة
গম	ام الطعام	كندم
হরিণ	ام عابر	كنيه الضيع صحاح
লক্ষাস্থল	امهم	مكانهم امه اى قصده وهم ام بالمدة والتشديد
চিহ্ন/ আলামত	الامار	الامارة يعنى العلامة
গোত্র / প্রতিষ্ঠিত	امحل	القوم اى اصابهم المحل والحدب
মজবুত করে দেয়া	امسك	اى اعتصم
পিছু হটা	الامصار	الادبار
দরবেশ হওয়া	الامعار	درويش شدن ومنه امعرالرجل اى افتقر
ধনের ধনী / চরিত্র	الاملاء	الاخلاق
পেশী শক্তি	الأد	الصلب والقوة، قاموس
রাজনীতি	اوال	اى ايال والايالة السياسة
পিপাসার তীব্রতা	الاوام	العطش وحر العطش
বদলা / দাওয়াত, মজুরী	الاؤس	العوض
ন্যায় রায়ন ব্যক্তিবর্গ	اوسطهم	اعدلهم
ফিরে এসে (ধোকা দেয়া)	الاول	الرجوع. ال فلان اى رجع
আরব বাসী	اولادماءالسماء	العرب

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
নৈকট্য প্রদান	اولاهم	ای عطاهم
নফ্স সমূহ	الاهرم	ای الانفس
প্রেম কাহিনী	الاهمام	بمعنی الروم
	باب الحاء	
নিচু জায়গা	الحادور	القرط ومكان ينحدر منه قاموس
পা উঠানো	الحامل	والحاملة القدم
শাস্তি / নিষেধ /বিরত থাকা।	الحد	المنع والعذاب
হদ্দ জারি করা,	الحداد	الجواب والحاجب
নিষিদ্ধ/ অসত্য	الحدد	الباطل
অত্যাচার	الحدل	الظلم
আগুনের তীব্রতা	حدم	النار صولها
আদম সন্তান এবং তার অংগ	حدود	ولد أدم اعضائه
পাশা পাশি	حراه	ای ساحته حراه
নড়া চড়া	الحراك	الحركة
লজ্জাস্থান	الحرح	الفرج احراح جماعة
গোস্বা	الحرد	الغضب حردوا ای غضبوا
ফোড় ফেলা	الحرص	الشق
দূরে থাকা	الحرد	الاعتزال
জ্বালিয়ে দেয়া	حسه	حرقة
বন্ধন যুক্ত	الحسر	الاغتمام حسور
-	الحسك	بنات تعلق ثمرته بصوت الغنم. قاموس
প্রত্যেক বস্তুর নিকৃষ্ট বস্তু	الحسكل	الردی من كل شیئ او الصغير من ولد من كل شیئ
কেটে ফেলা	الحسم	القطع
ভাগ্যহীনা	الحسوم	الشوم
মাটি উঠায়ে প্রকাশ করা	الحصحص	التراب حصحص ای ظهر
বিরত রাখা	الحصر	الحبس
সন্দেহ	الملك	الشك
সুলাইমান (আঃ) এর নাম	الحكل	بالضم اسم سليمان عليه السلام

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
بالضم جمع الحلية بالكسر بمعنى الحلى	الحلا	চাদর
بالضم والتشديد الجدى وصغار الغنم قاموس	الحلام	ছোট ছাগলের বাচ্চা
الحلف واليمين	الحلط	শপথ/ প্রতিজ্ঞা
محركة الغراب يعنى سياهى	الحلك	কুচকুচে কাল কাক
العقل	الحلم	ভাল/ বুদ্ধি
لحلو بالضم الرشوة والعطاء	الحلو	ঘুষ দেয়া
المتاع	الحم	ধন সম্পদ
محركة الطين الاسود المنتن . قاموس	الحماء	ঝিল/ কারমাটির বস্তু
اى طلبه	حمامه	চাওয়া/ অর্জন করা
العظم	الحمراء	অনারব
بالتحريك	الحمس	আন্দোলন
الحمك، الملة وهى الدرة	الحمك	উকুন / পিপীলিকা সূক্ষকণা
الجواب	الحوار	উত্তর
العيون	الحواس	চোখ
الحاجز حوال الدهر تغيره وصرفه	الحوال	যুগের পরিবর্তন
الارجل	الحوامل	পা সমূহ
النقصان	الحور	ক্ষতি,
الاختلاط	الحوس	মিলানো
الخياطة	الحوص	শিলাই
السبح	الحوك	বপন করা
جمع حويل وهو الشاهد	الحولاء	উপস্থিত / স্বাক্ষী

الدال	باب	
رنبح وبنيمارى	الداء	অসুস্থতা/ দুঃখ, কষ্ট
الطعام اى يقع فيه السوس	داد	এমন খাদ্য যার মধ্যে চিকা পড়েছে
فحل من الابل	الداعر	উটের লেদা
اى فاسد	داو	নষ্ট,
بينوا	دحرصو	বর্ণনা কৃত / প্রকাশিত
اللبحث والفحص	الدحص	বির্তক / আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
الطرد والايعاد	الدحم	দূর দুরান্ত /
البسط	الدهو	প্রশস্ত
بالتخفيف اللهو واللعب	الدد	খেলা ধূরা
الحجم	الدرء	ঘনত্ব / পুরো
الطريق	درر	রাস্তা
الماء الذى يدور واسعا دافعا	الدردور	সানির চক্কর
المنزل	درس	যাওয়া / স্থান
التعبة، وبالسكون قعر السيئ	الدرك	ময়লা / আর্জবনা
السيلان والانصاب	الدرور	প্রবাহ / বন্যা
الاخفاء ودفن الشيئ تحت الشيئ	الدس	গোপন করা
خيط من ليف يشد به الواح السفن	الدسار	সেলাই করা
السفينة	الدسراء	নৌকা
الدفع	الدسع	ঠান্ডা করা / পরাজিত করা
الطعن بالرمح	الدعس	নেজা দিয়ে বেইজ্জতি করা
القرع	الدك	কুটে ফেলা
النوم	الدكاس	ঘুম
بالتحريك الظلمة	الدلس	অন্ধকার
يقال سحابة دلوح اى كثير الماء	الدلوح	অধিক পানি
الخروج قاموس	الدلوع	বাহির
الاصنام واحدة دمية	الدماء	স্মৃতি
قبح	دمر	মন্দ
الاهلاك	الدمدام	ধ্বংস
-	الدو	নেকী / কৃতকার্য
الانقلاب	الدوال	আন্দোলন
الشجر	الدوح	বৃক্ষ
العدد الكثيرة		পরিমানে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
শক্ত	الدوكس	الشديدة
	الدهواء	
একত্রিত করা	دهورو	اى جمعوا
	باب	الراء
হাতের তালু	الراح	جمع الراحة وهى الكف والراح المدام
ভয়, আশ্চার্য	راع	اعجب وخاف
ইচ্ছা / অর্জন করা,	رام	طلب وقصد
সর্বদা	راه	دايم
প্রশস্ত	الرحراح	الوسم يقال عيش رحراح اى واسع
রহমত	الرحم	الرحمة، الرحيم، القرابة
উটনী	الرحول	النافة
সৌন্দর্য	الرداء	الزينة
দন্ডায়মান / প্রতিষ্ঠিত	ردح	اقام ردحا من الدهر محرمة اى طويلا
পাথরের দ্বারা নিপেক্ষ করা,	الردس	الرى بالحجارة
নিষেধ করা / জানিয়ে দেয়া	الردع	النهى والردع الملنع
লেখা / লেখক	الرسم	الخط، الراسم الكاتب
স্থানীয় হওয়া	الرسو	شندد او مخففا الثبوت رسا الشيئ ثبت
সমবন্টন	الرص	ورسه الزق بعضه ببعد
অপেক্ষা	الرصد	الانتظار والمنتظر
আরোহন করা	رصع	ركب
ক্ষন স্থায়ী শেঘ	الرعاع	لسحاب الالحداث
উত্তম বিচার	الرعرع	حسن الاعتدال
আকড়ে ধরা	الرعوا	الكف عن الشيئ
মেঘ মালা	الركام	السحاب
নরপাক, ময়লা	الركس	الرجس
স্থীর	الركود	والسكون
কোন জন্তু কেলা হীপারা	الرمح	ضرب الدابة بالرجل
উচু জমি		الارض العليا

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
المدفن والدفن	الرمكاء	কবর স্থান / শেষ পরিনতি
الفكر	الرمس	চিন্তা
ملك من اعظم الملائكة	الروء	ফিরিশতাদের মধ্যে থেকে
	الروح	সম্মানিত জন।
وقت شام والروح الذهاب		সন্ধ্যা বেলা
الطلب	رواه	চাওয়া,
النهر	الروط	নদী,
الاعجاب والروع والخوف	الروط	ভয় /
القصد والطلب	الروع	ইচ্ছা / চাওয়া
متاع البيت	الروم	ঘরের সরঞ্জাম
المطر الخفيف رهام جماعة	الرهاط الرهمه	হালকা বৃষ্টি
السين	باب	
اى ختفه	سداه	গোপন
اى سيدهم	ساد	নেতা
الكاتب	الساطر	লেখক
الصبح	الساطع	ভোরের আলো
الموت، والسام الذاهب	السام	মৃত্যু
الساعى فى صلاح المعاش	السامل	রুজীর জন্য দ্রুত গামী হওয়া
والنية	الساو	নিয়ত
الصلب والسيلان من فوق سح الماء	السح	বন্যা/ প্রবাহিত,নিক্ষেপ করা
سطويصيب صبا شديدا	سحماح	বিপদ আসা /কঠিন বিপদ
الذبح	السحط	জবাই করা
ونث اسحم وهو الاسود	سحماء	কৃষ্ণ বর্ণ
الحاجز سدعيب	السد	ত্রুটি যুক্ত
ما يشد به راس القادورة الاذن	السداد	বন্ধনী/ মাথাসহ কান বন্ধনী
السحاب الاسود	السد	কাল মেঘ মালা
شجر فى الجنة	السدر	জান্নাতী বৃক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
লজ্জিত হওয়া /ক্ষতি	السدم	الندم والثلف
সমুদ্রের তীর	السدو	والجانب والبحر
সবুজ লেখা	السدس	السلطان الاخضر
তালাক /বিচ্ছেদ	السراح	الطلاق
গোপন	السرار	الاختفاء
বড় গাছ	السرح	شجر عظام طوال
উত্তম সূত্র	السرط	البلع وسرطه ابتلعه
চলার উত্তম পথ	سطوع	المسلك وضوع الطريق
ক্ষুধা	السعاروالسعر	والجوع
পিছনে যাওয়া	سعسع	ادبر لعال سعسع الليل اذا ادبر
তারকা	السعود	النجوم
জ্বালানী কাঠ	السعوروال	الخشب الذى تسعر النار
খুশবু	سعار السر	نوع من الطيب
স্থায়ী বাতাস	السكور	اى ساكنه
বের করে দেয়া	السل	الاخراج
পেছনের বাতাস	السلاح	ما يخرج من البطن
শক্ত।	السلط	الشديد
গম	السمراء	الحنطة
হালকা রং	السمسام	خفيف السير
শিকারের জন্য বের হওয়া	السمو	الخروج للصيد
অহংকারী	السمود	التكبر والغناء
উপরে উঠা	السموك	الارتفاع
বৈশিষ্ট্য / নিরেট,	السموم	الخصوص
দুস্কর্ম	السؤال	ضدالحسناء
ব্যক্তি	سورا	شخص
পানির টৌমোহনা	السواعد	حجارى الماء الى النهر والبحر، قاموس
নিকৃষ্ট	السوعاء	القبيحة
রাজত্ব /নেতৃত্ব	السودد	الرياسة والسيادة

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
الاخذ بالغلبة سوار ، وثب عليه	السور	অতিক্রম করা
زينوا	سولوا	অলাকৃত করা
سهدهم ايقاظهم	السهال	জাগ্রও /বিনিদ্রা
السالح والمساهلة	السيال	বিন্ন/ নরমকথা,
ای حسن، قاموس	سهل مهد	সুন্দর
الصاد	باب	
النحاس	الصاد	অশুভ
قاطع	صاد	ডাকাত
الصرف ، والصد الحبل اصداد احبال	الصد	রশিবাধা/ ঘুরানো,
ای مصادرة علی المطلوب	صدارا	কোন উদ্দেশ্যে বিজয়ী হওয়া
الصوت	الصدح	আওয়াজ
ای عنده وقربته	صدده	তার নিকট
ای رجع	صدر	ফিরে আসা
اظهر وصدع ای اشرق	صدع	প্রকাশ করা
الصدمة الشديدة	الصدم	নেজার সাহায্যে কাউকে মারা
الاعراض	الصدود	আড়াল / প্রাচীর,
البر الشديد	الصر	প্রচন্ড ঠান্ডা
بالضم الخالص	الصراح	নিখুত/ যথার্থ
القصر وكل بناء عال	الصرح	উচু দালান
النرع والصروع الانوار	الصرع	রকম/ প্রকার
الغداة والحشى	الصرعان	সকাল সন্ধ্যা
القطع	الصرم	কর্তন করা/টুকরা করা
--	الصرماء	পানি বিহীন মরুভুমি
قطع يقال صرمى بوله قربا اذا قطعه	صرای	ডাকাত
التراب	الصعد	মাটি
تفرق	صعصع	পৃথক করা
ای الفقير والمسكين	الصعلوك	নিঃস্ব / আসহায়/ গরীব
الصرمة الشديدة	الصكمة	নিদারুন বেদনা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
সাপ	الصل	الحية
মক্কা শরীফের নাম	الصلاح	اسم مكة زاد الله شرفا
পাথর	الصلد	الحجر
কান ছিড়ে ফেলা/ কান কাটা	الصلم	قطع الاذن
আঘাত করা	الصم	الضرب الصم الشديد
কষ্ট	الصماح	الشدة
খাঁটি	الصمارح	خالص
ইচ্ছা করা	صمد	اى قصد
তরকারী	الصمصام	السيف
প্রাকৃতিক বিপদ	الصواكم	النوايب والحوادث
এলো মেলো হওয়া	صزع	اى افترقوا
	باب	الطاء
ধ্বংস হয়েছে /ক্ষতি হয়েছে	طاح	اى هلك
মাথানত করা	الطاطاء	--
পেয়ালা	طاد	كاس
সন্দর পানি	الطاؤس	طائر والجميل من الجال والفضة
মেঘমালা	الطاء	السحاب، والصحاء الطباح
দ্রুত	الطحور	السريم
ফেড়েফেলা,বিদীর্ণ করা	الطر	الشق والقطع
লেখা	الطرس	الكتاب
রাস্তা বানিয়েছে	طرسمو	اى اطرقوا
অন্ধকার	الطرمساء	الظلمة
দূরবর্তী ঘর।	الطروح	المكان البعيد
ধোকার দায়া	الطسل	ضوء السراب واضطرابه
আন্দোলন /ঝগড়া/ দুর্বল	الطلح	بالتحريك النعمة والصلح
ঝগড়া	الطلاح	الفساد
পরিমান	الطلاع	المقدار، طلعه مقداره
উচু হয়েছে	طلع	علوا

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
البحر	الطم	সমুদ্র
الماء اذا ارتقع وملا النهى	طماء	জোয়ারের পানি,
الجماع	الطماح	সহবাস
عجمة فى اللسان	الطمطم	বোকা
الارتقاع، يقال طمح لصره اليه اى ارتقع	الطموح	উঁচু
القمر	الطوس	চাঁদ
الحية	الطوط	সাপ/ তূলা
الغلبة والقدرة	الطول	প্রাধান্য/ শক্তি
العين	باب	
حاربوا	عاركوا	যুদ্ধ করা
لاوى العنق	العاصد	ঘাড়
خالى	العاطل	খালি/শূন্য
الامر اشتد	عال	কাঠিন বিষয়
اى افتقر	عالوا	তারা দরবেশ হয়েছে
الخزمة، ويعبر عليها فى النهر	العام	বৎসর/ নৌকা
خدم	عدس	খিদমত
المثل، والجمع اعدال	العدل	অনুরূপ
الاغانة	العدو	মাল ধার করে দেয়া/
	العدو	ধনাঢ্য বানানো
الكفر	العدول	অস্বীকার করা
القصاص	العرار	প্রতিশোধ
الجيش وكثرته	العرام	সৈন্য
نزلوا فى أخر الليل	عرسوا	শেষরাতে আগমণ/আক্রমন করল
بالتحريك الصوت. قاموس	العرك	উচ্চ আওয়াজ
الجيش الكثير	العرمرم	অধিক সৈন্য
الحيض	العروك	মাসিক/ ঋতু
الاكساب	العسم	উপার্জন
لاولد له	العسور	নিঃসন্তান

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
মারা গিয়াছে	عصد	اى مات
খাদ্য	عصمه	الطعام
মারা/ আঘাত করা	العصور	الضرب
সুগন্ধি	العطر	الطيب
শরীর	العطل	الجسد
তাদের অনুপস্থিতি	عطلهم	خلوهم
ধরা	العطو	الاخذ
অপবিত্র	العكالد	الغليظ، قاموس
সুঁচ	العكام	الخيط الذى يعكم ويشد به
অপেক্ষা করা	العكم	الانتظار
বিষাক্ত দুধ	العكركر	اللبن الغليظ المسن
মেহদী	العلام	بالضم والتشديد الحنا
কোমর	علوا	ملبا
পানকরা	العلس	الشرب
উক্ত থেকে শক্তিশালী	العلكم	الشديد القوى من الابل
হালকা মেঘমালা	العما	السحاب الرفيق
বিভিন্ন দল	العمائم	الجماعات
যুদ্ধ	العماس	الحرب
পূর্ন	العمم	التام
পথ ভ্রষ্ট	العموء	الضلالة
হাড়	العمود	العظام
দোষ-ত্রুটি	العوار	العيب
উপকার	العود	النفع
ত্রুটি	عوراء	عيب
চন্দ	العوس	القمر وضرب من الغنم
কান্নার উচ্চ শব্দ	العول والعولة	رفع الصوت بالبكاء
	باب	الكاف
কঠিন/শক্ত	الكاداء	الشدة

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
القحط	القحط	অজন্মা/ দুর্ভিক্ষ
الشدة فى العمل	الكد	কঠোরতা
النوم	الكرمى	ঘুমানো
اسم لجميع الخيل	الكراع	ঘোড়া
العنق	الكرد	ঘাড়
القطعة	الكردوس	টুকরা/কম
الزعفران	الكركم	জাফরান
تبعها	كساها	তার অধীন হওয়া
السوق كساء الدابة ساقها، قاموس	الكسو	মোটা পা
الجبن والضعيف	الكعرع	ভীতু/ দুর্বল
العبوسة	الكلاح	বিকৃত মুখ
التراب	الكلم	মাটি
الغلبة	الكوح	প্রাধান্য
الزيادة	الكور	প্রধান্য
القهر	الكهر	রাগ অভিশপ্ত
اللام	باب	
الشخص لام الانسان شخصية	الام	বিশেষ ব্যক্তিত্ব
اى لابد	لاوهم	জরুরী
الخصومة	اللدد	ঝগড়া
الضرب بشيئ ثقيل. اى ضرب	اللدم	আঘাত করা
والد نوح عليه السلام	لمك	নূহ(আঃ) এর পিতার নাম
اسم رجل من النصارى	لكاء	জনৈক খ্রীষ্টানের নাম
حرقة القلب من العشق	اللومح	অন্তরে ভালবাসার কল্পনা
المقدار	اللهاء	পরিমান
كغراب الجيش العظيم	اللهام	কাকের বিরাট সৈন্য দল
الميم	باب	
لقب عامر ابن حارثة الازدى	ماء السماء	আমির ইবন হারিছ আ- আরদী এর উপনাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
জাতীর মধ্যে দূর্নাম ছড়ানো	المكاس	بدى الكندن ميان قوم
সৃষ্টি বস্তু	الماسور	المخلوق
জয়লাব বন্যা	الماسل	السائل من السلان
ভীতি প্রদর্শন কারী	ماع	ذاب
ক্ষেত	الماكر	المنبت والمزرع
বাধাঁ দেয়া	مالوهم	اى نهوا عن مساعدتهم اياهم
খেয়ানত কারী	المالس	الخائن
সংবাদ	مالك ومالكه	بضم اللام فيهما بنعام
এর তাফসীর	ماوله	مفسره
	ماهول	مالوس
খাটি	الملح	الملح بالضم خالص كل شيئ
বংশ	محا	سلاله
মিথ্যাবাদী	المحا	الكزاب والمحقر
বিরোধিতা	المحادة	المخالفة
বৈঠক	المحاص	المجالس
ধোকা	المحال	المكر والكيد
চাওয়া	المحاوله	المطالبة
আরশ	المحد	العرش
সীমা	المحدد	المعتد
মানসুখ/ রহিত/	المحدود	المنسوخ
বাঁকা /	المحرد	المعوج
মীনা এর একস্থানের নাম	المحسر	بكسر السين موضع فى المنا
ভূনা	المحوس	المستوى حست اللحم اذا جعلته على الجمرة
অলাভজনক আমদানী	المحسول	المزرول
নিরেট,	المحص	الحالص المحص الاختبار
প্রকাশ্য	المحححص	المبين الواضع
মধু সক্ষিকা	المحطوم	النحل
কোন স্থান ছেড়ে দেয়া	المحط	جاى فرود آمدن

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
মুনাফিক	المحل	النفاق يقال اهل المحل اى اهل النفاق
নিকটবর্তী	المحم	القريب
হ্রাসকৃত।	المحمور	المنقوص
ওজন	المد	مكيال وهو ثلث رظل عند اهل المجاز
পরিমান	المر	السيلان وكثيرة الماء
অধীনস্ত	المدارك	-
খিয়ানত।	المدالسة	الحسانة والمدالس الخائن
মদ্য	المدام	الخمر
বিদানো	المدحو	-
মুক্তার আধিক্য	المدرار	كثير الدر
য়াহুদীদের শিক্ষনীয় কিতাব	المدرس	الكتاب المدارس لليهود
খাঁটি পশমী কাপড়	المدرع المدرعة	ثوب لا يكون الا من الصوف
পাগল	مدوسا	مجنونا
গোত্রের নেতা	المدره	زعيم القوم ورسهم
নিহত	مدعس	(بالفتح كمد خر مختر القوم فى البادية)مقتول
গোপন দোষ	المدلس	مكتوم العيب
গোপন হওয়া	المدموس	بوشيده شده
দীর্ঘায়িত কাজ	االمدى	-
মানুষ	المرء	-
দর্শনীয়	مرا	-
অতি পছন্দনীয়	مراى	-
উট বাধার স্থান	المراح	-
ময়াদাহিনদের গোত্র	المراد	قبيلة المرادة الحنث
পদ মর্যাদা	المراهص	المراتب
খুশি হওয়া।	المرح	اى فرحوا فرحا
ঘড়ি	المرد والمراد	بالفتح العنق
পাথর	المرداس	الحجر
পুরাতন জামা	مردم	مرقع ثوب مردم

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
ব্যবহার করেছে	مرسوا	ای استعملوا مرس یده بالمندیل مسحها
টুকরা টুকরা করা	مرسس	–
দ্রুতগামী উট	المرسال	–
সংরক্ষিত এলাকা	المرصد	–
পোশাক	المرط	الکشاء
সাওয়ারী	المرعوع	المرکوب او الرکب
পা/খুড়	المرکل	الرجلوالحافر
দ্বিগুন	المرکو	المتضاعف
স্তপকৃত	المرکوم	المجتمع
কবরস্থ করা,	المرمس	القبر المرموس المدفون
চিন্তাশীল	مرو	مفکر
দুর্গন্ধ,	مروح	–
সুবমার বালকা	المرود	–
ধীরেচলা	المرود	–
ধীর স্লোত	المرهوك	ضعیف مضطرب الماد المرهوك
পাগল	المس	الجنون
পশ্চিম	المسا	المغرب
খুটি	المسادا	القوام
মুক্তি	مسارا	مناجیا
সুপারিশকারী	المساعد	الشافع والمساعد المشعوع
গিরা/জোড়া	المسام	المنافذ سام الجسد تقبه
উচু ইমারত	مسامکها	ای محال ارتفاعها وصعودها
উদ্দেশিত	مساهم	مطلوب
জিহবা	المسهل	اللسان والمسحل
রশির ভাজ	المسد	حبل من لیف امساد جماعة، ای فتله
মজবুত	المسدر	المقوم
ছোট বৈঠক	المرس	–
হামলা করা	المسطر	–

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
الخشب الذى يسعر به النار	المسعار	জালালী কাঠ
سهيج الحرب وموقد النار	المسعر	যুদ্ধের দাবানল
الجلد مسوك جماعة	المسك	আয়ত্ত করা
الماء وهو جمع مسل ومسيل	مسل	পানি
مقدم	مسلم	অগ্রগামী
-	مسلو	নিশ্চিন্ত
-	المسمار	তারকাটা
وهى اختلاط الامر والباسة	المسماس	শরীকী কারবার
-	مسوح	বস্তা / চট
المخلوط	المسوط	মিশ্রিত
الرقيب	المسوطر	দারোয়ান
المغط	المسهم	নাকের সর্দি / পিক
خالص كل شيئ	المصاص	খাটি,
المقابلة	المصامعه	মোকাবিলা,
القطع وذهب	مصح	বিচ্ছিন্ন হওয়া,
-	مصحام	হলূদ রং
الجماع	المصد	সহবাস
من له وجع الصد	المصدود	বুক ব্যাথা
مبينا	مصروحا	প্রকাশ
السقوط عند الموت	المصرع	মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া
البليغ والفصيح	المطلع	উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ
الضرب بالسيف	المصع	তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা,
المنبر	المصعد	উচ্চাসন
المتفرق	المصعصع	আলাদা
الجرح	المصل	যখম
المقصود مصاعد مقاصد	المصمد	মাকছুদ
الذهاب	المصوح	চলেয়াওয়া

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
القلة الماصل القليل	المصول	কম
الغليظ	مصومد	শক্ত / মজবুত
المد	المط	পিঠ
موافقا	المطاوعا	অনুকূল
المملوا	المطحرم	পরিপুর্ণ
-	المطحطح	পেরেশান হওয়া
المدل غضب	المطر	গযব
الامهال	المطل	বড় / লম্বা পেরেক
-	المطلع	নোটিশ বোর্ড
غرضه	مطمحه	তার উদ্দেশ্য
-	مطموس	অস্থায়ী
-	المطو	সাথী
كصعداء التجتر وسركشى	المطواء	পূর্ণ গোলাকার
-	المطهم	সুদর্শন ঘোড়া
-المطبوع	المطهو	রান্নাকৃত
-	المعاد	পৃথিবী
الاثام واحدة المعرة وهى الاثام الاذى العزم الدية والخيانة	المعار	গুনাহ
الحرب والعنف والعظايم	المعامع	যুদ্ধ
لفض من البقل	المعد	ছোলাফলা/ফলের খোসা
المستوى	المعدل	সমতা
المطلب	المعس	উদ্দেশ্য
السحاب	المعصر	মেগাচ্ছন্ন / সময়
موضع السوار	المعصم	জামার আস্তিন
المغلوب	المعطوط	পরাজিত
المجلس المعلول المجوس	المعكل	কণ্ঠনালী
عن حاجته اعجبه	المعل	দ্রুত চলা
-	معلل	অক্ষমতার সময়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
বেশী পানি জমে থাকার স্থান	المعمر	كمسكن المنزل الكثير الماء والكلاء
সাহায্য প্রার্থনা করা	معولا	مستعينا
শীশ দেয়া	مكاء	–
দুজন পুরষ একত্রে ঘুমানো	مكامعة	–
বাহানা / হিলারো	مكر	–
হস্তপদ বন্ধনকৃত।	المكردس	–
অত্যাচার চরা	المكس	–
ঝাড়ু	المكسح	–
নিশ্বেষ	مكلاء	–
সূচের ছিদ্র	مكمودا	مخروتا
গোপন	مكموم	–
পরাজিত	مكوح	مغلوب
রাগান্বিত	مكهور	–
চরিত্র	ملاء	خلق املا اخلاق
ধনী সম্প্রদায়	الملاء	الاغنياء
পছন্দনীয়	الملاح	–
ঘটনা	الملاحم	الوقايع
জ্বিনদের কিতাব	الملاط	كتبا الجنة
গুরুত্বপুর্ণ	ملاء	–
অনুরূপ	الملامح	المشابة
পানি দান কারী	المواح	–
অন্তরঙ্গ	المودم	–
উথলানো	المور	–
নির্দোষ	المورك	والامر اى لبس له ذنب فيه
লাল চক্ষু	ممرود	–
পরিবর্তিত	المؤس	–
চুল কামানো	المؤس	حلق الشعر
আসন গ্রহন	موسم	–

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
গোসল করা / ধৌত করা	الموص	الغسل
প্রতিষ্ঠিত	الموطود	المثبة
ঠিকানা বাসস্থান	المولو	-
উপহার দেয়া	مول	معطى
পেষাইযন্ত্র।	مولع	مغرى
আশা পোষণকারী	مواملا	راجيا
সিলমোহর	المهار	جمع مهرة
ভয়ের স্থান।	المهال	-
নরম ব্যবহার	المهامسه	-
ঐ	المهاوسة	-
সুন্দর	المهاه	-
বিছানা	المهد	-
ঘোড়া	المهد	-
ধীরে ধীরে	مهل	-
পুর্ব পুরুষী	المهل	-
ব্যথানাশক তৈল	مهل	-
খুশিতে কোন জিনিস নেয়া।	مهلل	-
পাতলা কাপড়।	مهلهل	-
পাগল	ملموم	-
খোলা	الموح	-
অসম্মানী	ملهد	-
উজ্জল।	المرد	-
মিশরের অধিবাসী	المرع	-
পরীক্ষিত	الممحص	-
মিলিত	المشمس	-
বন্টনকৃত	المسود	المقتول والمحدول
পাগল,	المسوك	المجنون
উম্মত্ত।	المعود	-

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
–	الملس	সমতুল্য
–	الموة	ওজন/ পরিমান
–	المهو	অলঙ্কৃত
–	المواصر	প্রতিবেশী
–	الموام	নিকটবর্তী
–	الموامرة	পরামর্শ।
	باب	الواو
الصوت العالى الشديد	الواد	উচ্চ আওয়াজ
–	الوَد	জীবিত করে দেয়া
غطاه	واراه	ভেদ তত্ত্ব ।
–		
جاوزوا	واركوا	অতিক্রম করেছে
الباب	الواسط	পরিচ্ছেদ
الراغب الى الله تعالى	الواصل	আগ্রহী, আল্লাহর থেকে
وافقوا	واطاؤ	অনুকরণ করা
حافظوها	واعوها	হিফাযত করেছে
اليه لجا	وال	আশ্রয়স্থল
اى قربهم قربا	والاهم	অতি নিকটতম
الموافقه	الوام	অনুরূপ
الاعتزال	الوحود	পৃথক হওয়া।
الحقد وحر فى الصدر	الوحر	বুকের জ্বালা
اطين	الوحل	চিনা মাটি
الانقياد	الودح	নিখুত।
–	الودس	লুপ্ত হওয়া।
بالتحريك سفينة نوح عليه السلام	ودع	নূহ নবীর নৌকা -চলা
الكعبة زاد الله شرفا	الودع	কাবাঘর
اى ترك	ودع	ছেড়ে দেয়া,
–	ودع	সে পরিত্যাগ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
চর্বিযুক্ত গোস্ত	الودك	–
রক্ত প্রবাহিত করা	الودى	–
তার পিছনে।	وردائه	خلفه
খাওয়ার পানি	الورد	–
সবুজ / শ্যামল	الورس	–
পরহেজগারী	ورع	–
কম্পমান হওয়া	ورعوا	–
বেশী শয়ন করা	ورك	–
আহম্মক	الوره	–
গোপন বিষয়	ورى	الامر اى خفاه
আগুন তালাশ করা	الورى	–
বদল, পরিবর্তন,	الوسل	العوض
প্রশস্তপদ ঘোড়া	الوساع	قريس واسع الخطر
সুন্দর চেহারা,	الوسام	الحسان يقال فلان وسيم اى حسن الوجه
বালিশ	الوسد	جمع الوسادة
ত্রিমুখী শক্তি।	الوسع	مثلثة الجدة والطاقة
দ্রুত গতি করা	الوسود	–
সুম্পর্ক স্থাপন।	الوصل	جمع الوصيلة
দোষ।	الوصم	العيب الوصام العياب
দ্রুতগামী	الوصود	–
তারা স্থাপন করেছে।	وصدوا	ثبتوا واقاموا
ধরা,	الوطاء	الاخذ
বিছানা	الوطاء	الفراش
ছেটে সফর করা	وطاء	–
ধ্বংস করা	وطأهم	اهلاكهم
দৃঢ় পদ হওয়া	الوطود	الثبوت
প্রয়োজন।	الوطر	الحاجة او طار جماعة
চামচিকা	الوطوا	الخفاش

Dhaka University Institutional Repository

সহজ আরবী শব্দ	কঠিন আরবী শব্দ	বাংলা অর্থ
الصوت	الواعا	শব্দ করা।
ضد السهل	الوعر	কঠিন।
-	وكر	পাখির বাস
النقسان الوكاس نواقص العقل	الوكس	ক্ষতি
العجز رجل وكل	الوكل	অক্ষম ব্যক্তি,
الاستقرار	الوكود	স্থির
التفويض	الوكل الوكول	সোপার্দ করা /ন্যস্ত করা
القرب	الولاء	নিকটবর্তী
متتابعا	ولاء	একাধারে
جمع الوليد وهو الغلام	الولداء	বাচ্চা দান
الكذب	الولع	মিথ্যা
شديد الحرص	الولوع	অতিলোড,
انادوا	ولولو	তারা ডেকেছে
جمع الوحدة، وهي المنفضة من الارض	الوهاد	নিচু হওয়া
الكسر	الوهط	ভাংগা
كفرح فزع وخان	وهل	ভয়
-	وهيج وها	অলসতা
الهاء	باب	
اى لبيك لبيك	هاء هاء	উপস্থিত,
الصوت الشديد	الهاد	বিকট আওয়াজ
اللاعب رجل	الهادر	পুরুষ খোলায়াড়
جبان	هاع لاع	কবরস্থান / মিষ্টি বিক্রেতা
حد، اسم فعل اى حدها صبب وارسل	هاك	সীমাপর্যন্ত / পৌদানো
النعامة	الهالع	নম্রতা/ নিয়ামত।
الدابة الجمع الهوام	الهامة	চতুষ্পদ জন্তু
خالصا	هاما	অনুগ্রহশীল
اى ساقط	الهامل	নিক্ষেপকারী
الشديد الكسر والجواد الكريم	الهدم	শক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
বসতবাড়ী	هداء	مسكن
চরিত্র	الهدء	السيرة
উপঢৌকন	هداو	جمع هدية
নিকৃষ্ট	هدر	-
পথ প্রদর্শক	هاد	-
প্রচন্ড ঠান্ডা	الهراء	البرد
ত্রুটিযুক্ত কথা।	هراء	الكلام اذا كثرة منه الخنا والخطاء
খারাপ কথা	والهراء	بالضم كلام قبيح
বিরাট লাঠি	هراوى	جمع الهراوة وهى العصا الضخمة
নফস	الهرم	النفس والجمع اهراء وهرم
নিকৃষ্ট কথা	هرط	فى الكلام سفسف وهو الردى
ক্রন্দন করা	هرع	اى بكى
দ্রুত।	الهرول	اى اسرع
পরাজিত হওয়া	الهطم	-
ঘোড়া	الهطاهط	فرس
একে অন্যের অনুকরণে দ্রুতচলা।	الهطل	تتابع القطر
দেখর অগ্রগামী।	الهطول	اقبال الرجل ببصره على الشيئ
গভীর ঘুম।	الهكر	اشتد النوم والهكر العجب
খুব নম্রতা	الهكوع	السكوت
যুদ্ধ।	الهلاك	القتال
অধৈর্য	الهلع	الجزع وافحش الجزع
অস্তিত্বহীন	هلاك	-
রক্ষনশীল বন্ধন	هلهل	-
ইচ্ছা	الهم	القصد هاما قاصدا
বেশী কথা বলা	الهمار	-
অনুচ্চ আওয়াজ	الهمد	صوت الخفى
অত্যাচার	الهمط	الظلم، والخبط
অশ্রু বিসর্জন	الهمع	الاسالة

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অর্থ	কঠিন আরবী শব্দ	সহজ আরবী শব্দ
দৃঢ় পদ।	همك	الرجل اى جدوع همكه فى الامر فالهمك قلح
রাখলহীন উট।	الهمل	الابل لغير راع
তৃপ্ত হওয়া	همئت	اى فاصت
মৃত্যু / যে মৃতের কোন দোয়াকারী না থাকে।	الهمود	الموت
শূণ্য	الهواء	خاليا
একাগ্রতা	هواكع	خواشع
তওবা	الهود	التوبة
আকৃষ্ট	الهور	الاتهام والهور الحفض والسقوط
ভরসা দানকারী বস্তু	الهوس	الشيئ الذي يعتمد صاحبه على الارض
ভুপৃষ্ঠা।	الهوم	بطتان الارض

Dhaka University Institutional Repository

هو الله لا اله الا هو وعلم آدم الاسماء كلها

اللهم لك الحمد لما كمل رسم طرس محلى ولصدع كلام الله

[illegible]

سواطع الالهام

[illegible] الامام [illegible] ابو الفيض فيضي

[illegible] الاسماء [illegible] والاكرام

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

الله لا إله إلا هو لا أعلمه ما هو وما أدركه كما هو

أحامد المحامد وعامد محامد الأحامد لله مصعد لوامع العلم وملهم سواطع الإلهام، مرصص أساس الكلم
وموطد أسس محكم الكلام، مرسل الكلام سهما سهما أصلح الحصص وأكامل السهام، ومحدد السور
كلاما كلاما صالحا للمصالح والمهام، ملوح معالم الدرك ومطلع مدارك الأعلام، مصلح أسرار الصدور
ومطلع وساوس الأوهام، مطهر ألواح الأرواح ومصور صور الأرحام، محول أحوال الدهور ومدور أدوار الأعوام
محرك سلاسل الأسرار ومعطر دماء الآرام، مطاوع عادل أمره السوام والهوام، ومهلل حرم طهره الرحال
والسلام، علم آدم الأسماء كلها للإعلاء والإكرام، وكرمه علما وعملا وأعطاه كمال الإعصام، ما حام السهو
حول لوحه المسطور وما طرأه السهام، الأمر الأمر لوحده والحمد الأمر الأمر، مالك الملك الودود الأول الحكم المصور
العلام، الملك العدل الواسع الواحد الأحد الصمد السلام، وله الحول والطول والملك والعدل والدوام، ملأ دروس أهل
الولاء ملاء كؤوس المدام، وهم سكروا وهم صحوا أحدهم محمود وأحدهم ملام، ولاه مسالك وصوله وهم واردو مال المهامه
ماء بحر الأوام وسلكه مراحل دركه طاحوا الكرام الدهور والدوام، وهم أموا سواحل طمه أدركهم الصرع والسهام، وعاصمهم
صراط سموه كلها الأطواد والأطمام، وصراط مطاط سموه كلها الحرار والأكام، وما الأدلاء والأعلام
إلا محسوس الأوهام ومحسود الأحلام، له علم أعمال الحواس وأعداد المسام، أعد السرور والهم للكرام والعلام
دركه أطهار الأرواح وأدوار الهام، مسوط الأرواح معادا ومعدل الرمام، أوعدهم الدرك وأوعدهم
دار السلام، اللهم صل وسلم رسولا مودودا محمدا محمودا إماما لكل إمام، أرسله الله ممهدا الصوالح الأوامر
والأحكام مصلحا للأمم محددا الحدود الحلال والحرام، وأوحاه طرسا معلوما ولوحا مرسوما لإصلاح الكل وإسعاد العالم
حصا لأمر الأمم ما صكه صوارم الإعدام، وسور حكمه الأحكم ما دكه صوادم الأعداء، حرمه سدده مصممه

الأعمام

Dhaka University Institutional Repository

اللحاء ومصمم الاحرام + وهو رسول وما صاد ادم مودا وما وسوسه المارد اللوام + وهو سام وحام للعالم وما لد
سام وحام + وطاوعه الكل وما ساد هود وما عصاه عاد وما اطاعهم الصرصر والسهام + وهو كادع
الداعر وما الاح الدهر الكلاح صالحا وما الطور حاملا للسمام + وهو ادرع مرط العلو وما سرد دادروعا
لادراع العرام + واله الاطهار ورهطه الاحرار هم اولوا الوصل والارحام + كلهم مطالع لوامع الدعاء و
موارد مراحم السلام + **اعلموا** رهط درى ساء العلوم والعلماء الاعلام + احرس مدلول الكلام كلام الله
الملك العلام + وارسم محصول ما اوله الكمل وحاوله الكرام + واحكم ما اول سوره ومدلول دواله
كمال الاحكام والاحكام + واسطر ما هو اصل المرام ومواس المرام + ولما طار اسم المحرر دعوم الدهر وحام +
وكساه الطالع ملحم العلم موسع الاكمام + واراد اولوا الكمال مراه واراد وع كلامه ورام + سدد المسطر وحرك
الرسام + واسال المداد كما هطل الرساكام + وصور كلمه عواطل مع روع مسرع ومسحل كهام + وما الاكمل الكلم
واكرم الكلام + لا اله الا الله محمد رسول الله وهو مدار الامر وملاك الاسلام + واول حاصلا ما صلا رسعا للاسلام
وسرع لسطره اسحارا واصالا عدد العوام + ولا كماله كما هو مصور الصدر وملهم السر ركع وصام + كل امرء راه
املا ولا اهمال له حاد وهام + ما هرطه الا الحاسد العاصل والام + وما وهطه الا المطر المصر السمسام + ما
وصمه الا صداد العواور وحساد اللوام + والحسد لمسامع السداد كالسداد والدسام + وسماعه لصدور
كصم المداعس ومرط السهام + كلامه وكلامهم كالسلاسل والرسام + وعلمه وعلمهم كالدماء والرس هام + واصمهم
سوء وهمهم كسل الصمام ولا مسلك لهم حال سماعه ما لا الا الارمام + والله در سطره صار طرسا
طامس الرسوم كل رسام + ودارس المراسم كل وصام + لاح مداد سطوره كسواد اللمام + عسر لعطارد السماء حوم سواده
الاعصام لا والله هو الامر المحال كسلك الداعر وسط السمام + وهو السحر الحلال وطلسم الكمال ما احم حوله ساحر ماهر
عد الاحمام والسداد للكلام + كالحلو للطعام والملح للادام + وهو لسطح الولاء سلم ولصرح العلاء دعام والكل
مكارم دعاء والده الواطد اوحد الدهر موحد العصر الكامل المكمل الامام الهمام لاهل الكلام سطاع ولاهل الكمال
سطام + كلامه لمحمل حرم الورع كالعكام + وعلمه لدوح اصول الصلاح كالعرام + الواسل الواصل حلمه
وعلمه طود موطد وطم طام + موسر العلم موسع العمل ما حامه الوكس والاصرام + احكم الله اصول عمره
ما دام الطالع محاط الكمام + ولا كمال وسمه واملاء اسمه صمم السماء وصمد الاسهام + واهداه للملك العادل
العاصم السامح المكوام + السامل الساملك الطامح الساطح الممادل الهمام + اسرع الله لكل مرام والسماح كالروح والرحم
وطام + مطهر الاصل ومطهر اللام + اطرهم صالحا مصلحا كمال الاطهر همام + صلاحه للملك سلاح وعدله
للحسام سطام + ساعده الملك والمال والعمر واللهام + وطاوعه السوح دو السداد والعدل والحسام +
معدل العهد ولعدله صلح الاسماع والاحلام + الساطع الراكد للممالك سمسار وللمعارك صمصام + ملك كملك
موسر الله وله سر مع الله وراء وامام + عراص سماحه محاط درحال الامال الاصرام + حلاحل طاطاله اساطع
الملوك واصاول الحكام + مسهل اطوار اوطار العالم للصلاح والوام + وهو اصلح الرعاء واهل العالم كلها السوام +
اصول امال ملطه صلح للاصطلام + ودس اعمار طلده ملح الحسد والاصطرام + مراحمه اصول مراحم الكلام

Dhaka University Institutional Repository

مكارمه مسادّ موادّ العلل والآلام + ما الطاعه احدٌ إلّا طال ودام + وما عصاه إلّا أدركه الهلاك وأطاحه
السام + والله أدامه لكلّ حدّ الإرام + أطال الله ملكه وعمره وعدله وأدام + ما أطار الصلصل وكدّ ل
الطاوس وهدهد الحمام + ولمّا ألهمه الله إلهامًا ساطعًا سمّاه **سواطع الإلهام** وهو لمسمّاه أحمد الأسماء
وأصلح الأعلام + وأوّل سوره أوّله وسلك درر ما أوّله أواسط الحرم الحرام + وعدد درر أسرار
السماء عدد العام + وعلم الله ما هو لحصول الحطام ووصول الدهام + اللهمّ سهّل الأمر ومهّل الحمام
وأرح أمر المصامد وأمدّ المصام + كما ألهم علمه مسرّ سامرها أسس الإلمام + وكمّله مكارمًا
للسرور والسداد والسلم والسلام **السواطع الصوالح لصدر الكلام الحوامل لأحوال المحرّر**
سواطع الإلهام ساطعه إملاء المحرّر سواطع الإلهام ممّا ساعده العهد الممدود + والعصر المعمور
والملك المسعود + وعدل الملك العادل أدام الله ملكه + وأصعد حكمه وأمره + ودعاء الوالد الواطد وإسعاد
روحه ولمداد سرّه وإدراك مكارمه وإعلاء همّه وهو أحمد الطروس علمًا وأحكمها كلامًا وأعدلها سدادًا وأورعها
سوادًا وأسماها أمرًا وأوطدها مرامًا **ساطعه** محرّر سواطع الإلهام ما صرّح اسمه لعدم إهماله
وما أهمله وأورد معمّاه وهو مهموم والده وصدره وسرّه الأوّل ومحصول أوّله وأمده ومصوّر
مطلع صدره وهو الراصد لحدّ الأحد والصامد لإحصاء الهادر ولا سرّه مصوّر سرّ الأصل **ساطعه**
الممالك لدى المحرّر سواطع الإلهام عامًا معدودًا ومحرّر سرّ سواطع السداد ومحرّر أحاط سواطع سرّ الكلّ ووعى المهد
وأدرك صلاح العهد علّمه الوالد الواطد علم الحلال والحرام والأصول والكلام وحصل له صروع العلوم و
كمال مراسمها كما هو المرسوم وهو أهل الكلم والكلام وأطلع عوالم السرّ والإلهام وصار رأسًا لأمراء الكلام
وعلمًا للأكارم والأعلام ولمّا سمعه الملك العادل والمالك الكامل أرسل له صرًّا أطول رسولًا مسرعًا
مع الحكم المطاع والطرس الرعراع وسعد المحرّر لإدراك الرسول وهرول سارعًا معدًّا لحصول الوصول محرّمًا
لحرم السرور وعامدًا لمعسكره المعمور ووصل وما أسرع دعوه ومسّ الرأس حول سرر سموّه ورامه الملك وكرّمه
الإكرام ومدحه مدح الكرام وكساه المرط المرحّل وأعطاه الأدهم والأرحل وأولاه الدراهم والدراهم وحلّاه حلل
المكارم والمراحم وصار المحرّر لإمداد الملك الصمد وإسعاد طالعه الأسعد مملوّ العطاء محاط الآلاء موصولًا للمراحم
ومملوكًا لمكارمه أكرمه إكرامًا كاملًا وأوصله دوًّا ومودًّا وسع أحاط آماله وسمّاه ملك الكلام وسطع كلام
الملوك ملوك الكلام ولعمرك لأعطاه ودًّا وموادّ وسع ما أعطاها ملك لأهل كلام عصره ودام المحرّر لمدحه
مرّوحًا ومسرورًا ولحمده حاصرًا ومحصورًا ورسم لاسمه الأطهر واسمه المطهّر وسطّر وسّارًا وراع وسواطع
الإلهام أكملها وإكمال عمر المحرّر معدود الطمّ والمطّ مطاطمه وطمّ مطّه **ساطعه** مولد المحرّر سواطع
الإلهام دار الملك ومصر العدل أكرمه حرسه الله وعصمه وهو مصر ممرّح معمور معطور واسع مسطّح لا
أطواد مهدّده ولا وهاد حامل الدوح والأوراد والأحمال والمعد واسع السماح والسكك والصرط وهو أكرم الأمصار
ووسط الممالك حاوٍ للصوامع والمدارس محلّ العلماء والصلحاء وأهل الورع والعلم ومأواهم وله حصار الروع
الحماء المؤسّس الموطّد الطامح محكم الأساس مرصوص الصروح ممرّد السطوح صاعد الصروح واسع الدور

Dhaka University Institutional Repository

حوله سور سامك احاطه وسطه الدآماء كدار السلام ما وه حلو سلسال امرء هواءه مصلح لاعلاء مد
للاصحاء لا سمو مولاحر و دله ساطعه سواطع الالهام مما صدع عهد الملك العادل والمالك الكامل مصعد
لواء العساكر كاسر رؤس الاكاسر معمر صروح العدل هادم اساس محل سالك مسالك الكرم صاعد
مصاعد الهمم مطلع لوامع الاسلام مطلع عوالم الالهام ممدوح امراء الكلام محمود العلماء الاعلام مصدر
المحامد والمكارم مرصد الاعالم والاكارم ملكه معمور مساهم اسمه مسلك الدراهم ساعد الاعوام
والدهور طا وعه السعود والسرور دوا الاؤه كعطاء الاعطاد امداد و هو كهواء الاسحار عدله حارس العالم
حكمه مطاع او لادا ادم رمحه كالسماك الرامح حرمه كالسماء الطامح احاط الممالك كلامه واطاح
الاعداء حسامه محاط المراحم ممالكه صراط المكارم مسالكه اهلك اهل السمود واطاحهم ودمر اهل الصدم
والاحم لا حكم لادراره ولا حسم لمدراره ولا اكراء لوعيده ولا احصاء لحمده وهو محمود الرسم محمد الاسم ما اورد
اسمه الاكرم الاطهر مصرحا كسموه كمسماه واسطره سرا ولحا وارسم معماه وهو وسط الدآماء امد
الساحل لواء السماء سر العلو علم الاكمال اس العدل اساس السداد محصول الود حاصل الكل اصعد الملوك
اصل الصوالح مطلع المكارم امام الدول عماد العالم معاد للمعارك حل الاحلام مال الادوار مولده الاصم
الاسعد وعام مولده المسعود معدود دهر دمصاعد سرور وعام اول ملكه معدود مصعد سرح السرور
والحال اعوام عمره الاطهر معدود دوام امد الله دوامه وهو دعاء الكل للكل ساطعه اللهم طول
عمر ولده الاول الاوحد الاعدل والاكرم الاكمل الاسعد كلامه محمود المسامع وولاده محمود اهل الصوامع
سامد سور العلو حامل اسرار السمو عماد السرور مدار الدول كامل السلوك مالك الملوك ساطع العلم لامع
الاسم اسمه مدار اطلس السماء وهلال الكمال معه وله سلم امده الدآماء سلمه الله وادام سلامه والوالد
المسعود المحمود المولود محمود سماء الصعود مصعد لواء السعود اساس المكارم دعام المراحم وسط الاولاد معول
المرام والمراد وهو ملك دام دور المملو لامد السرور دساطعا حصل الله مراده والولد المسعود المكرم المكرم
موصل الامال ومكمل الهمم مسدد السداد والصلاح موطد الحس السماح حسام العلو ولواء الكمال
واسمه دال حاولد ودر مرح امده صادر مكر را امكر را اوصله الله امد الامال اسماءهم الكرام اوماها
المحرر وعما ما اللهم ادم مهم واكارم الاسماء عموما ما دام لوح السماء مرسوما ساطعه محرر سواطع
الالهام معلمهم طرا اعلمهم مدد اطوالا وهو لاسعاد طالعه وعلو مطالعه حامل لمراحمهم حامدا
لمكارمهم واكمل المحامد لهم املاء سواطع الالهام واكمالها املاء لاعلامهم ودوا لهم ساطعه لعمرك
ما محرر وما سا حرره كله املاء الاء الله وحسا وسرا واملام احوال المحرر سدادا اوصلاحا لا الولع والاطراء
عصمه الله عما وصمه ساطعه محرر سواطع الالهام معما اسم والده الواطد لعدم ورود مصرحا وهو اساس
العلم واصل الرفيع ومطلع الالهام وداس الرؤس وامام الكرام علا اسمه ومسماه ساطعه والدهر
سواطع الالهام هو العالم العامل الورع الكامل اعلم العلماء مدار العلم ملاك العمل اوحد العصر موحد
الدهر الطلسم الاكمل والسر الاطهر واللوح الاعصم والملك المصور والروح المطهر والعلم المدلل والعمل

المكمل والواصل الموصل والكامل المكمل والطاهر المطهر والصالح المصلح سالم الروح صالح الروع عالم السر محمود الكرام محمود الكمل كامل السماح طامح الحال حلال الوعور سهال الامور صالح الاملاء حاسم الاهواء مصاد السداد مصاد الوداد سداد المعاد معاد السداد محمود الاطوار محمول الاسرار محمود سماء الكلام راصد سعود الالهام معاد الاسلام الكامل مورد الالهام الساطع مرصص مصاعد الحال ممهد مهاد الاكمال معدل احوال الملوك مكمل الواح السلوك مدور كوس الارواح مكسر رؤس الاود والطلاح واصل سر العمل حاسم طول الامل مالك صوالح الاعمال صادم مراصد الامال مصدر اطوار الادوار مرصد اسرار الاسحار سالك مسالك المراحم مالك ممالك المكارم مآل الصادر والوارد معاد المصادر والموارد السلم الاسلم لمصاعد الوصول العماد الاصعد لسطوع الحصول حامل لواء كلام الله عالم صحاح كلام رسول الله علاه السلام المصرح لاحكام ما اوحاه والملوح لاسرار ما اوماه وهو العالم مسدد المدارك والمعالم مدرس مدارس العلم والورع دارس مراسم الحرص والطمع محط العلوم والحكم حامل الدرس لا عمر لا عد لعلومه ولا حد لحلومه وهو طود الاسرار ودأماء العلوم وعلم الكل صدده طسل ماله اصل لا علم الا هو اعلم اهله ولا كمال الا هو اصل اصله احاط العلوم والاعمال كلها كلامه مروح الارواح ومروم اهل الله واصله الحمس ولد عصرا مسعودا وعام ولاده معدود وهو سر اسرار العلوم ولما وصل الحلم رحل وساد امصارا وسلك اطوارا وادرك علماء عصره واكارم ودره وحصل العلوم وطالعها ودرسها واسسها ومهدها واصل الاصول ووصل كمل اهل الله واكارم اهل الولاء ومعه اصاعد الاحوال والهمم وورد ملهما امورا دار الملك اكره عمرها الله وركد هما اعواما طوالا ورمكها اذوارا ودهورا وعلم كرام اهل الحال وهداهم وسرد احوالهم ورواهم وداهم وصار اماما اهل المدارس الصوامع وهمام اهل السواطع واللوامع له دوام الوكول وطموح اللمح وعلو الهمم وصعود الامر وهو الاملح كلاما والاصعد كمالا والاطهر سرا والاسلم سلوكا والاحوط عملا والاصلح حالا عاداه علماء السوء ومعاصروه وحاموا اصداد اللدد لحاهم الله لكمال حسدهم وطلاحهم ووكسهم وكلهم صاروا مطارح الرد والطرد والاحاح والسدم ودمرهم الله مع اسوء الحال ما لاق اهلكهم مع كساد وكمد وكلاح وحسدهم صار سما لمهالكهم وحسكا لمسالكهم محصحص امره وصحصح سره لا امد لعلو حاله ولا حصر لسمو كماله كل ما رام وصل له وكل ما صمد حصل له واعطاه الله اولادا كراما علوا ودواء وعلما وكلاما له عمر رحراح ومسلك صحصاح ما امل احد او ما حاول لدد او مارد او راصد او مادار او صلد وما طمع ما لا وما رام سوا لامد امره لا رد ولا كد والكل سهل الله له واعد ما اراد الا الله وحسم عما سواه لله دره ومع الله سره لله علمه ومع الله عمله لله كلامه ومع الله حاله له طول العمر وطول الامر وسطوع الستر وورد لصوالح دواع دار الاسلام لا هوى وردكدها اعواما هالكا ادكما مسلما مسكن ما مودودا محمودا مسددا امورا وما مسعودا او الاولاد دار واحوله ركما اما طوله امل الطروس واملا الدروس حرر كلام الله ما ولا مطولا مكملا كما اول الامام وهو حاو للعلوم والاسرار والحكم وله امد العمر وام السكر مع الصحو والاطلاع مع المحو ولما احمر رواح العمر وعصر الدلوك ولاح صعود الروح وامد السلوك وسطع كمال

Dhaka University Institutional Repository

الامر وحسم الكل دعا اولاده واهل الولاء طرا ووصاهم سدادا ووداد اوصلاحا وسماحا ولما رحل وكمل
احاط الهم عموما وعم الصدر وهموما وهرع العالم وعال الدهر وسال الدمع وطال المسموع وسح ماء السماء
مطر الركام حال موصه واكادم اهل الله وردوا واصدره وما صوره وحملوه وساكمل الملائك السماء وصلوا
علاه ورمسوه مس الطهر ورد الملك الاعدل الاكرم ادام الله ملكه وعدله دار اولاده وسلامهم واعدامهم
وكرمهم وهو لعام معدود رحل سر اسرار الودود ومد عمره مدد كامل طهر الله روحه وعطر رمسه ساطعه
للوالد الواطد روح روحه اولاد كرام اعطاهم الله اكرم اماله اولهم اعواما هو المحرر لسواطع الالهام اصلح الله
احواله وحصل اماله واعلمهم واكملهم واسعدهم واصلحهم سرا ودعا مسعود وسعد صاحب مود
الملك العادل ومحرم اسراره ومورخ اكارم مكارمه عماد ملكه ومدار مهامه راس الوكلاء معاد الامراء
مال الامال اساس الدول صدر وسد العلو دام سرر السمو لواء عساكر السداد صمصام معارك الاساد
احاط الكل علوه وسطوه لا لام الدهر مولود مطوره له اسم سامر علم حاد وحدس طاء ودراك كامل ولح طامع مورع
سامح وسماح ساطع روحه وعاء سر الله وكلمه اكمام الحكم وصدره مصدر العلوم طوره وراء طور اهل
الرسوم كلامه ملوح الكمال كماله ملحاه الاكمال وهو سالك الاطوار مالك الاسرار له صلاح الامر
وصلح الكل مصلح الدهر موحد العهد اعلم العصر اكمل الدور واصوره اسمه الاسعد ومما هو والد
كامل واوسط ما ولد واعدله واصل له صدر كامل طال عمره وعلا امره **ساطعه** وللوالد اولاد
سواهما كلهم اولو العلوم واولو الحكم سعود لوامع المكارم رواد ارعلو الهمم سلكوا مسالك العلم والحلم وادركوا
مدارك الورع والصلاح ووصلوا مراصد الولاء والوداد لهم علم اصلح وعمل اعود وسداد اوطد وطول
اكمل وسلوك اوسط وامر احوط اولهم واوسطهم هو الوالد المسعود الاحوس الاحمس كامل السداد
واطد الوداد صالح العلم سالم العمل مودود الكرام وما الكمل له السلوك الاسلم والطور الاكرم
والامر الالمع طالع العلوم وحصل الحكم وعدل الحواس واصعد الهمم كما هو والد عاد اصله اصل الروع
ومر ومرد ورد الاكره ومكسر امد الدهر الولد المودود المحمود السامك الصاعد محمود الكمل
وممدوح الكرام له علو الحال وسمو الامر ودوام السرور حصل العلوم كلها ووصل امد الكمال وهو معلم
ولد ولد الملك العادل دام ملكه وعدله ومحامد وله ومكارمه ومدار مروره وسلك رحلا ومروكا
ركودا وسلوكا وهو اسد الاولاد واسلمهم له روع حاد ولاصل العلوم معه راح الولاء سره طارح لاصل الامال
والولد الصالح الصاعد السالك حارس لحدود عاصم الاحكام محصل العلوم طامس الرسوم محمد الصادر
والوالد لها كمال الوكول والحلم والورع والسماح والسداد مسعد اهل العلم مال الصلحاء وهو مدلول
الوالد المكارم معه **ساطعه** اورد المحرر اسماءهم كلها وعماها واوماها واحدا واحدا امد محامدهم واحوالهم
ولعمرك لكل ولد سر مع والده لا والله لا كل ولد سر والده وكل واحد علم لعلمه طول الله اعمارهم
ساطعه امهم ام المكارم واصل الصوالح ومحل الورع وعصام الالام ووعاء الاسرار ومورد الطهر ومصدر
الصلاح ومروح الارواح وروح الالواح لها درع الوكول وكم الدهماء وسلك الهدو وسمط الركود وحاد ور العسل

Dhaka University Institutional Repository

وسوار الرحم ومحل الحلم ودمه وود الكمال ولطا العلم والعمل ولها دوام الصوم والركوع والهكوع
وهم المال ومكد الامد ودوام اكمالها واصلاحها وادرارها واسعادها للاولاد وهم مما اودعها الله
رحمها الله دواما وامها ال الرسول صلاه السلام وام الطواهر واس العواصم وصرح الاطهار والمحامد اصلها الحمس
والدوا اما ساطعه لوالد المحرر داء ولاد سواهم وامهم وداء امر اولاد سطر اسماءهم اولهم وهو ساد سهم اول الامل
والروع والولاء والروح المكرر والسروع والاول والمراح ووسطهم له وسطا الحال والطود والطول والصحو
والروع والسمو والحدس وامدهم هوامد العطاء والروع والهدو والامر والرواء والطمس المرسوم وامد
الامد وهولاء ما وصلوا الحلم اسعدهم الله وعمرهم وسهل لهم ما سهل لاولاد سواهم واعطاهم سداد العلم
وصلاح العمل وروح الحس وسرور السر وعلو الامر وسمو الحال وسطوع المال وامدهم روح والدهم الاكمل
وسر اصلهما الاوطد الاطهر **ساطعه** املاء المحرر اول الامر طرسا مملو الحكم والاسرار محمود الاعلام
والاحرار مسددا لمصالح امور المعاد موسسا مرصصا لاساس الصلاح والسداد كله مدلول كلام الله ورسوله
علاه السلام ومحصول طروس العلماء واهل وصولها ولصروع العلوم والحكم طاء ولمواد ما هو المسطور المحكم
لكلها المصادر لها اصول وما هو الملمع المحسول للعمول وصار علما للاعصار والادوار لاسمه موارد الكلم
سلك درر الحكم وعدد اسمه حامد رسمه موارده محال ورود احكام الاسلام كلمه محاط اسرار عالم الالهام
كلها عواطل ادرد ما الهما الا دسهله الله اكماله ولما الحمله واراد املاء ماول كلام الله كله ما ساعده العهد ورامه امرا
عسرا كالمحال وهام وحار راصدا موملا صامدا ولما مر اعوام الهمه الله وسهل امره املاء ساطعا مسلسلا
مكملا وسماه سواطع الالهام وهو اسم اروع الدال والمدلول ما كرر اصلا كمسماه **ساطعه** المحرر ولما
الهمه الله املاء سواطع الالهام صار الوالد مرحا مسرورا وعده اكرم الالاء ولما حرر المحرر كرره دوسا وسمعه الوالد
وراه مدحه مدحا كاملا ودعا له اكمالا سالما وسرورا ولما سوى سد سه صار الوالد حامدا لله مادحا للمحرر
لكمال المدح ولما سطر المحرر اول الطرس فى صدره وهو حامد ومصل واورد اول الكلام الحمد لله كما هو رسم
الرسام وراه الوالد وحوله لما اصلحها واورد وسه احامد المحامد ومحامد الاحامد لله والمحرر مرح وسطرهما
اصلحهما الوالد واراد مصدره مطلع الطرس حلاه مكلل الكراسه ومرصعا لاساسه لعمرك هو كلام
املح وهو طرد العكس ما كرره الدهر وهو اكرم المحامد واحمد الاطوار للحمد ولما كمل سد سه ارسل للملك
العادل دام ملكه رسولا لاداء حكمه المطاع وامره المعمول ورحل المحرر وصار صراطا الطول واطوادا مهامه
وطواها عاما سالما مامورا مطاردا لامره مع الارداء والمحامل والرواحل والدول ورح مع سلوك المسالك
والمراحل وصروع المهام اهم اموره وصراح مهامه املاء سواطع الالهام ودرس لسلوكه حول كامل وكسر
ولعمر اكماله وصدده عاد وادرك الوالد والوالد اكرمه وود وسر وده السار وسمع ما سطر وحمد الله وامل
اكماله ولما مر مده مواصل اراد الله امرا لا راد له وصار الوالد معلولا محموما وودع العمر روح الله روحه
ولحاط المحرر رهموم حمامه وصار مكمودا امصد ورا معطلا وما كمل الطرس للهم ولما مر عصر معهود
وكمل عام مسطوره وطلع هلال عام سواه اراد المحرر اكماله ومهله الله وسهله ولم عام سره محموما وكمده اول عام وصار اكمل

Dhaka University Institutional Repository

العموم وهو عام مسعود ودود مرصود اورده المحرر امد الماول مراد اساطعه سواطع الالهام طرس
مسدد اكمله الله الهاما واسعادا ومحل اكماله دار الكمال والاكمال لاهور وهو مصر معمور واسع اطول
مولد العلماء والكمل محط الرحال مركد اهل الكرم والكرم ممر اهل السلوك اصلح لعساكر الملوك عمر ساحل
الدماء عهد الملك العادل محمود ومؤسسه محموله ومودوده ومرمسه وسط المصر ماوه حلو امره
له حصار سامك مملو الدوح والاحمال ودوره اسمه لهاور وهو حرسها الله وحصل اكماله عاما مسعودا
ودودا مرصودا اورد امد الطرس مرادا ساطعه كل كلام اورده المحرر لصادع كلام الله واعلاء مدلوله
هو المع مما اوله وعدلوله اصرح والكلم العسر مدلولها واوردها المحرر اواسط الكلام لعمرك ما هو مدلول
اصل كلام الله وما حرر دما الا لاعلام احوال الرسل والامم واعلاء دوارع لارسال السور والكلام والكلم
عما هو اصل المراد ساطعه سواطع الالهام لعمرك طرس اروع ولوح اطهر اسمه كمسماه سطوعا والعماد
واولو العلم والعدل والصلاح والكمال وهم كلهم ملوك الكلام لما رادوا طالعوه وادركوا امد ادراك
اسراره وطلعوا مصاعد احوال المحار والعلو امره وسموا رسمه واسمه سلكوا مسالك العدل واطروا ورسموا
لمدحه الواحا وسطروا لاكرامه طروسا وحكموا هو سد مسدد وعد محدد ما مسه حس وما حامه
وهم ومحرره ملهمه وماله ومدركه مسلكه وسالكه وما اورد مطوه وما صمد عدله الا لصوص الكلام
وعدال العوام ساطعه سواطع الالهام لعمرك كاللؤلؤ المكلل المرصع لا والله هو السماء الاسطع والدماء
الالمع در دور مرد الاسرار محط امطار الادراك كاس مدام الارواح صواع لعاع السحر والرواح دعاء صواع
الكرام لواء معارك الكلام سور مصر الدلائل طود لوامع الاول طوماد رس الولاء لوح اسرار السماء مطلع
عطارد العلوم مصرح صوالح العالم والمعلوم مصر اهل العلم والعمل طلل ارواح الكمل مداده كحل لمدامع
الاملاك سطوره سلم لسطوح صروح الادراك مدلوله محاط لوامع الكلام دواله محاط اسرار عالم الالهام
لا مدل له ولا مطوسه الله للمحرر ولكل احد سهام وهو عاطل لما لما هو المساهم والمرام ساطعه للمحرر
احد كلم واحد كلام الهمه الله مدحا واطراء لسواطع الالهام املاها لاعلاء الاله ولكاع الاعلام

الواح سحر امر طلسم مكرم
فما هو سحر او طلسم محرم
فما العلم الا هو واهل حكمه
صلاح سداد للسلام مسلم
كلام كمال للاكامل مسلك
دعاء سماء للصوامع محرم
سماء مسعود السر للروح مصعد
عماد اساس الامر والعدل محكم
لسر سام طالع الوساوس مصلح

لاسرار روح للسواطع ملهم
صوالح لاصل الاصل طرس مطهر
لاعلام اسماء العوالم ادوم
مدار مراد للمدارك مطرح
صراط سداد للاكارم اسلم
حسام سماح للمصادم اسطع
ودامام اسرار السماء مطهر
لاملاك اعلام الصوالح اصلح
لكلم سهام الوهم والعسر مرهم

لسحر حلال والسطوع طلسمه
سواد لكل الكل طرس مطهم
امام همام للكلام معاول
ملاك كلام للمعالم معلم
مال كلام للمدارس اعود
لوله ولاء للمدارك احكم
دعام صاد احوال الطول موطد
لادرار الاء المكارم مكرم
كلام سمو للوسام مطلسم

Dhaka University Institutional Repository

كساء علوم لكرام موسم
لكاس حساء الصحو والسكر سكر
مصادر آراء واح حماها مطلسم
لحوراء علو الطهر حال دلالها
وما هو الا وهام درع مسرد
عواطل اعراس حلاها دلالها
ركام وداماء السواطع اكرم
ولو طار ما لك الكلام مطارده
لاطلع سر الله للعلم عالم
وامهله العمر الطمور المسارع
له طاطا الاعلام طوعا وطوعا

ليحمل عمر وسر الحلم والدك مورد
ليسطع سماء العلم والروع سلم
طوالع اصال لها السطع اكمل
السمط وصد اوسواد ومعصم
سواطع الهام مكارم سودد
ملاح لها سدا لاسد وس مسهم
ومد لو لها المعهود ما اراده
كرد وما كل الاعادر اعصم
لادراكه كل وصد موسع
وساعده الدهر العهود اعصاره
العمر لك علم الكل مطموس عليه

ليسطر سطور الروح والعمر مرسم
مراصده الملاح وعاها مهلهل
مطالع اسحار لها اللمع اد و م
الا هو الا رواع صرح محمد
مراحم ارسال هو الله اراحم
وها كل لوح سطروه مكرما
لكسر الهام الوهم طرا عرمرم
محامده لله در كلامه
واسعده همه وساوه مصمم
له هم ول الاحلام لوعا ولوعا
مال امور السر والله اعلم

السواطع اللوامع لعلوم كلام الله العلام واسراره الصوالح لصدر الكرام

ساطعه اصل المراد واس المرام هو الله وحده وكم رسل ارسلهم لاصلاح العالم وهم موصلو المراد لا حصر لاعدادهم اولهم ادم واعلاهم وحماداهم محمد صلعم ولله سطور وس والواح ارسلها للرسل الكرام والمصالح كلها كلام الله ارسل لادم الواحا ولمحمد رسوله صلعم طرسا **ساطعه** اكمل الرسل امرا واعلمهم سرا واحمدهم حالا واسماهم كمالا واكرمهم ولاء واعلاهم لواء محمد رسول الله صلعم له لواء الحمد ما واه المحمود ولواءه مال اهل الولاء ودعاؤه مرسوم الواح السماء ولد عصر الملك العادل وصار صرحه المرصد المؤسس مكسورا مولده ام رحم وحرم الله المكرم موضع صدره امرا وصادعه الملك الروح وصار صدره مملوا الاسرار وهو رسول لا اسم ولا رسم ولا وصل ولا حسم ولا سماء ولا سماك ولا ساحل ولا داماء ولا عطارد ولا رصد ولا حمل ولا اسد اسرله السماك والسماك مسطور لوح اكرامه لولاك حاكم محاكم الامر امر ده صاعد مصاعد لعمرك وهو كل الكل واصل الاصول احمل محامده وما محمد الا رسول وهو مرسل لكل ام الامم ارسله الله لاصلاح الكل واعطاه اسرارا وحكما وارسل له ملكا مكرما واوحاه كلاما مسددا محكما واكمل طرسه اعصارا الدوامع وسهاره وهو كلام الله المرسل وكلام الله واحد والمسموع معدود **ساطعه** علم كلام الله داماء لا ساحل له وطود لا مسلك له وكل واحد اراد وصوله وما وصل امده ودام سلوك دركه وما ادرك حده **ساطعه** علم الله احاط الكل وهو الملك العلام عالم علومكم واعمالكم وحالكم ومالكم وعلوم الكل لوامع علمه ومعلومهم سواطع معلومه **ساطعه** اصل المراد وملاك الاسلام هو العمل لا العلم وحده كما هو مدلول كلام الله الودود اعملوا ال داود والله هو المعطي للعلم والممد للعمل **ساطعه** اولاد ادم كرموا علما والا العلم اصعدهم رسا والاسد احمس صولا والحمار اوسع امعاء والحمام احكم مصدا وكل احد لا علم له معلول الروح ومكلوم الروع وحامله لسكر الاهواء والسكر معدم احساس الكلم **ساطعه** العلماء الصلحاء لهم الاد هما

Dhaka University Institutional Repository

السعداء همهم هم الاسلام وسرورهم لعلو امره وسرور اهله ومرادهم هو الله واعلاء اوامره ورواد عهده ورد
صلاح العالم وصلاح العالم والعالم الصالح صلاح الممالك وسلاح المعارك ولهولاء العلماء كلام كالمسك معطر
الارواح ومروح الصدور وعلماء السوء لهم كلام كالعود الدعر مكدر الحواس وممل الاسماع **ساطعه**
علماء السوء لصوص الاسلام واعداء الله ورسوله ومحولو كلام الله ورسوله لهم سوء العمل وطول الامل
قصودهم مصادر الاسواء مرادهم ومدارهم الدراهم والاهواء مسالكهم سدد الحرص والطمع امرهم
اهلاك العوام لهم هلاك واهلاك حلمهم كالعسل مرامهم اهواءهم حلالا وحراما **ساطعه** العلوم كلها
صدع اعلاه علم كلام الله وكل علم سواه عطله واهمله وكلام الله لا عد لمحامده ولا حد لمكارمه ولا حصر لرسومه
ولا احصاء لعلومه وهو امام اهل الاسلام ومدار اصل المرام ومصرح علم الحلال والحرام ومطرح سر
الاوامر والاحكام ومصدر العلوم وموردها ومحمل الاسرار ومطلعها ومودع الحكم و
مصدر عمها ومحط المصالح ومسلكها حامله واطد وعالمه سالك وعاصمه هاد وحاكمه عادل وسالكه
واصل وما علم علو كلام الله كلها احد الا الله ورسوله واولو العلم ما علموا الا عدادا ورد علوم
كلام الله عدد كلمه **ساطعه** المأول هو العالم لعلم مدلول كلام الله وهو اعلام ما اراده الله واما
الامام وورداء مهما استطاع وهو اكرم العلوم كلها لحصول علو العلم لعلوم معلومه ومعلومه اكرم كل معلوم
ساطعه للماول دوم المدلول لدى دال كلام الله عما ورد محلا سواه ما استطاع والاداء كلام رسول الله
صلعم ولاء الاعاد وصمد كلام الرحماء لما لهم علم كامل وعمل صالح **ساطعه** الماول الصالح لاعلام
مدلول كلام الله وسطره هو عالم وطد عامه وصلح عمله وسلك صراطه اداه وما اول الا مسددا الكلام
رسول الله صلعم والرحماء وطوعهم وطوع طوعهم وهلم مدا اوالرحماء علمهم رسول الله صلعم مدلوله كما
علمهم كلمه وما صلح لاداء مدلول كلام الله المسول المحول المموه الواكس الوالع المطاوع لهواه **ساطعه** صح
لماول كلام الله اداء مدلول ما صدقه كلام الله وكلام رسوله وملاك الامر اداؤه كما ورد لكلام الحمس سواء
اورده احد اولا وكلام الموحد مما اورد مدلولا لكلم الله وسر كلام الله واصل مدلوله ورود داله وهو سهم
اهل الوصول ومدرك اهل الله وما هو طه وصمه الا العوام **ساطعه** علوم كلام الله صرح (١)
الاول علم ما علمه الا الله وما اطلع علاه احدا وما صح لاحد اعلاء مدلوله (٢) ما اطلعه الله لرسوله وما صح
لاحد الكلام وحل مدلوله الا له صلعم او لاحد امره كحصو الحروف (٣) علوم اعلمها الله لرسوله صلعم مما اودع
كلامه وهو اما ما صلح الكلام وسطه الا سمعا كامور المعاد واما صلح ادلاء ومراء اولا سمع كوحود الله له و
اعلاء احكام ما صرحها الله **ساطعه** ما ول كلام الله اول الرحماء رسول الله صلعم كاسد الله وولده عم سواء وولد
مسعود ورهط سواهم وهم علموا رهطا كعطاء وعطاء سواه وطاوس ومالك ومحمد وولد اسلم وهم
علموا رهطا كادم ورفع **ساطعه** ما اول الحمر واورده حاصل ما اورده العلماء وصراح ما رسمه
الكمل **ساطعه** كلام الله عم مروع الاحوال والاطوار والاسرار للعوالم كلها واسماء الله واسماء رسله
واسماء الاملاك واحوالهم كملك الكلام وملك المطر وملك الماء وملك الرعد وملك الارواح واحوال الامم

Dhaka University Institutional Repository

الاول واسماء ادماسه كالوح والسماع واحوال رسلهم وكلامهم لاعدادهم كاحوال آدم واسرع الهموسا صال
محمد اولاد ساء السرع اسماء وآسر هوا واسم لعالم لالطا آدم ومعمود هما اموره ومدهما دار السلام ومحل الموسوس
الماردهما واكل ما السماء محاطها اود واهمهم هما وهلعهما واسرع ادهما وهمودهما ومماع هود همها
واولهما اواسم الالهه واسم ولعاو وارسال الاعمور واعلامهم الرسل واحوال ود واهلاكهم ومساطه عاد وارم
وارسال الاسم مما دارهم واحوال صالح ودساطه واهلاكهم وسامه وهلاكهم لاهلاكه اواحوال الرسل
السامر واحوال لوط واهلاكهم وساطه لهود واعمالهم واحوال وادوسه السلاع ود الهي والدهم وعموم سماعهم
وسلو واحوال الرس دوسر سوالهم وسموهم الطور وكلام الله معه وارسال طوسهم له وصحوله
كلامه اهل دساطه واحوال ما الصمد واعماله وماله واحوال روح الله وامه وحال حلوله واحوال رسل ساطه
وكلامهم لرسوله ادماعهم واسم الله واحوال طرسه اعمالهم كامه واحوال الرسل الرسول وامدهم محمد رسول
الله وآلهم واحوال الماء اسه واصلاحه وسامهم وساداته معماسه مع الاعداء واهلاكهم اوامر الاسلام
والسامه واسماء الله ساء والسماء وحال ساطه واحوال الشهداء الكرام واعلام الاعلام وكرمهم
واحوال وادهم الساده ودار السلام واحوال المرامر واحوال الرسل وحال الارواح واعلام المعاد كحرو
روح الله معهم ودار الاسر والحاو والسروه واحوال الحال الارواح لا الاطلال واصلاح الرسم للطهور واحوال
المعاد واحوالها والسماء الا حال وحطوسه او الصراط ودار السلام ومحالها وحدودها ومصادرها وموارده
ومواسمها ودلال الرحمه او حورها ومحالها وسل ما سها وسواعدها وسل آسه واهلها ودرها وعسلها
وراحها ودرجها وسرحها ودوامها اواعمالها واحوال الساعه وساعمر اومحالها ومصادرها ومحامدها
والاهم كوامه وموارده واوسع امها اوالماسول مطلع مراحم الله ومحامده لكل ما لا ساطعه
احكامه كلام الله الاول معه وسعده وعلم الماسور كله وعلم اسه ووده مع الاسماء علم ما وعده
واوامره وحكام دار السلام ودار الاكرام الاحكام وحوالاصل والشرع وما سواه الهمه سعو الحمد لله امر
كلام الهام مصدر مع امه اوله وهو كلام اصل كلام الله المرسل ساطعه كلام الله واحاطه مع العلل
والادراك اوسع الله كما ما دوام اسم اللهم لكل احد ووا ساطعه الاول اسم الرح ومرسم كلام الله السماء
الاول اسم لكل صلح اولاهم واحد اوالسماء اوسع الرسل مع اهل السماء او لاهل الامه لا ملولا الا ماله
ولم واو اسه الله لرسوله كلاما كلاما محاسها للامور والاحوال الكل محو الاول ارسلها واوردهم
اسماء كلاما كلاما الا امامها مع رسوله ودكوه ساطعه وما سعل اداءه وامر الامه وحرسه لعدم
دوام العلم وسال الا واسه الا ساطعه ارسل كلام الله للملك معه من السماء الاول ما علم الروح
وهو والاه الوكل اما ما اسه والاكمه ساطعه ارسل الاحوال لكلام الله وكلامه واعلامه للملك مع امه
السماء ومال ما حل المرسل الاول واداه لرسوله ولم اسم او رسوله كلام حال حامد موارسل كلام الله
ساطعه الرسول ما امرها كالملك ومع كلاما الرح الملك اوالملك مها كامر ولا ادم واداه للرسول صلعم
ومحامد كما الاحوال الاوكل سر ساطعه الرسل اما هو الكلام وهو لوامه اوسع كلام الله الرسل الى سوه

Dhaka University Institutional Repository

طرسا واحدا وأما المدلول لا الكلم وهو كلام رسول الله صلعم كله ساطعة لما سأل ولد عمر رسول الله
صلعم عما أوحاه الله وإحساسه حاور له أسمعه صلصل وأورد الحاكم الملك أهل وأوصل دعه صلعم
كلام الله وصادر روعه موردا ومحلا لما أوحاه الله ساطعة لكلام الله مواسم ومواسل كأم الرحم وما حولها
ومصر رسول الله صلعم وما حوله كأحد وسلع والصروط والمسالك والمراحل والمراسل ومصاعد السماء
والهواء حال صعوده وحدوده صلعم أمها ... ساطعة أول محال
ورود الملك وإرسال كلام الله لرسوله صلعم حراء ورآء أرهاص هوداع ومدكر وراصد لورود الملك
وإرسال الكلام وعلو أمر الإسلام ساطعة ما أورده المحرر أصل ورود السور موردها أم الرحم المراد
أرسلها الله أمام رحل رسول الله صلعم سواء حل أم الرحم أو سواه كأحد حراء وصراط مصره حال رحله
لا عوده وما أورد أصل ورود السور موردها مصر رسول الله صلعم المراد أرسلها الله وحصل رحله سواء
حل أم الرحم عام وروده أم الرحم سطوا وعلوا أو عام الوداع أو مصره صلعم أو سواهما وهو اصطلاح
أعوده وأصلح ساطعة ورد كل ما أرسل إعلاما لأحوال الرسل والأمم الأول موردها أم الرحم وكل ما
أرسل أوامر وروادع موردها مصر رسول الله صلعم ساطعة أورد الحاكم ورهط ما أرسل كلاما
مع أهل الإسلام موردها مصر رسول الله صلعم ما أرسل كلاما مع ولد آدم موردها أم الرحم ساطعة
ورد أول ما أرسل الحمد لله ورده رهط لما صح مورده مصر رسول الله صلعم وما هو صلعم عصر الأوائل
والأمثال وارد مصره ورهط حاكموا وحاورهم وحكموا وروده مكررا أم الرحم ومصر رسول الله
صلعم وكلاهما مورده ساطعة أول ما أرسله الله لرسوله كلاما حاويا لأمر درسه صلعم وأداء كلامه
مع اسم إلهه وصادع لأسر ولد آدم وهو الأصح وآمد ما أرسله كلاما لإعلام إكمال الإسلام والآلاء
كلها لما صح إرساله عام الوداع وهو مومى لحسم أمر الإرسال وكمال عمر المرسل ورحله ووداعه وورد أول
ما أرسله الله وآمده الله لا إله إلا هو ساطعة مما أرسل ما كرر إرساله إدكارا للأول
كالحمد لله وأول الروم وهو دوال الإسراء وسواهما مما أورده رهط ردوا الإرساله مكررا وعللوا
موصول ما هو حاصل أولا وهو مردود لما مر صلاحه وحاصله ساطعة كلام الله مما أرسل وأما الكلام
رسول الله صلعم والملك المرسل وكلام الرحماء الكرام كعمر وسعد كما ورد وما محمد إلا رسول وهو
مما كلمه حامل لواء رسول الله صلعم حال عماس أحد ساطعة مما أرسل ما صح حكمه أولا أمام الإرسال
أعصارا وأرسل وراءه مؤكدا معمما للحكم الأول وما صح إرساله أولا وما أمر عمله حال الإرسال ولما
مر دهور لسمو عمله لحكم ومصالح ساطعة مما أرسل سور صح إرسالها كما لا كما لا عصرا واحدا كالحمد لله
لما أرسلها الله كلها عصرا واحدا وسور صح إرسالها سهما سهما كالدواع ومهام ساطعة لكلام الله سور
طوال وأوساط وسواهما وأول الطوال الم الأول وآمدها مما رآه العلماء لآمد كلام الله طوال وأوساط وسواهما
وأول طواله محمد وآمدها عم وهو أول أوساطها ساطعة مما أرسل ما أورده الملك وحده وما أورده
ومعه أملاك إكراما للكلام كالحمد لله وورد ما أورد الروح كلاما إلا ومعه أملاك حراس له ساطعة

مما أرسل لمحمد رسول الله صلعم ما أرسل أولاً للرسل الأول وما أرسل له وحده صلعم لا لرسل أممه ساطعه
الكلام الأكرم هو كلام الحمس وأهل الحرم وهو ما كلمه آدم أولاً والله علمه وورد ما أرسل للرسل الأول كلام
أصلاً الأمم أداء كلام الحمس والرسل أدوا أمد لوله مساعد كلام أممهم لما سهل لهم دركه ساطعه
للسور صدور وصدع له أسماء لإكرام مسماها وهو معدود كالحمد لله وأسماؤها الدعاء والأساس والسؤال
كالإسراء والدهر والملك وصدع له اسم واحد كالرعد والهود وصدع هو عكس الأول وهو للسور اسم
واحد كالم والمر وآل حم لو صح صدود السور أسماء لها ساطعه ما سطر كلام الله طرساً واحداً عهد
رسول الله صلعم لما هو وارد صدور ودوام محول حكم أرسل أمامه ورحماؤه رسموه طرساً واحداً لما
ألهمهم الله كما أداهم رسول الله صلعم وصححهم مساعداً لما هو مسطور اللوح وهو الحرس المسطور حالاً
ساطعه أوراد الحكم سطر كلام الله طرساً واحداً مراراً ٣ الأول عصر رسول الله صلعم وأولاد رهط
أدادوا إملاء السور والكلم ولما عالها لا إملاءها طرساً واحداً و٢ عصر أول الرحماء صهر رسول
الله صلعم و٣ عصر أحلمهم وهو لما وسطره طرساً وأرسلها أطراف الأمصار وسموا كلها وأصححها
الإمام وهو الأصل المطاوع لأهل الرسم والأداء ساطعه عدد العلماء سور كلام الله وإعلامه وكلمه
للأحكام أعداد سوره ١١٤ وسوى الأصح وأعداد أعلامه ٦٢١٦ ولأعلام السور كلها أعداد كما ورد أعلام الحمد لله
وهود ١٢١ والرعد ٤٣ والإسراء ١١١ وطه ١٣٢ وطسم ٢٢٦ والروم ٥٩ وص ٨٥ والطول ٨٢ والدهر ٣٢
ومحمد ٣٦ والطور ٢٧ والملك ٣١ وعم ٤١ والعصر ٣ وعدد رهط كلمه كلها وهو ٧٧٩٣٤ ساطعه
لكلام الله أسماء كالكلام والصراط والروح والعلم والإمام والعدل والأمر والحكم والهادي والمحك والموصل العلم
والعلم ساطعه أسماء السور مما سمع كالحمد لله والهود والرعد والإسراء وطه والروم وص وحم ومحمد
والطور والملك والدهر ما سواها ساطعه ورد صدور السور كلها أسماء لها ساطعه لأهل الأداء
أصول ٤ الأول ما أحكاه آدها طما حكم الروع وأمهم ولعال العدل هم وعدم وصل هم وحصرهم وورد له عدد معهود
و٢ ما صح سمعه وإعلامه وواطأه الرسم وما وصل محل الصحيح الأول و٣ الآحاد وهو ما صح سمعه وإعلامه
وما ساعده الرسم وما واطأه و٤ ما لا سداد لسمعه وإعلامه كما ورد وأملكه ساطعه علموا كلام الله
عهد رسول الله صلعم أسد الله وولد مسعود وسواهما عدداً وهم علموا رهطاً كسالم وعمر وعطاء و
مسلم وولد أسلم وعطاء وطاؤس والأسود وعمرو وعمر وسواه وولد عاصم وسعد لأحمد ومحمد وعاصم
ورهط سواهم وهم علموا رهطاً هؤلاء مما درسوا الكلام ساطعه أهل الأداء ٧ وهم عموا وأصلوا
الأصول وأول من حرر طرسه ولد سلام ودالاه وأحمد ومحمد وولد أحمد ورهط والاهم ولاه عمد وأداوا لا
حصاء لهم ساطعه مما أرسل ما ورد أداؤه صرعا وسطر آحادها كملك ومالك ووعد وواعد ومد
ومهاد وحرم وحرام وادارك وإداركوا وكلما عهدوا وعاهدوا وسمر وسامراً ساطعه صروع درس
كلام الله المرسل ٣ الأول إعطاء كل كلم إسطمه وما صلح له وأداؤه كما هو المعهود ٢ الحدر وهو
إسراع الدرس ٣ المد وهو الوسط لا الحدر ولا المهل ودرس رسول الله صلعم مع المد والمأمور للورد سماعه وللدارسه

Dhaka University Institutional Repository

وسامعه الدعاء حال إكماله **ساطعه** لأهل الأداء اصطلاح لأسماء ما أداه كالوصل والمد والحدر
ساطعه أعلم للحاء والدال والراء والصاد والطاء واللام والواو والهاء وما سواها مصادر فمواردها أولها
وأوسطها وحماداها والوسط هو مصدر الدال والراء والصاد والطاء واللام وما سواها مما عد
وحصر وطال كلامه ولكلمه أطوار وأحوال كالكل وهو كلما ورد ورده موصولا لا سواه وكلا ورد
٣٣ محلا مما أرسل وما للردع ولا وصل له أصلا وما سواه صح له الوصل وعدم الوصل لأهل الأداء
لأنهم أمالوا الكل ما كسر أمامه إلا واحدا وأوردوا المد لإكمال إعلام المعدوم وإعلاء المصح كمد لا إله
إلا الله ولا إله إلا هو **ساطعه** لكلام الله كلم عسر دركه مدلولها وهم أمروا ورده مهالك أهل وحدود
الله والمس وصلدا وطولا وأركسهم وحام ومد دارا وصراط ولا وآه ولا أدراكم وعاصم وحصحص وهاد
وسوء الدار وحماء واصدع والسرح ودمر وكالمهل وردا وعهدا ولما وساء وإلا همسا وهدوا
وسامرا والآصال ولولا دعاؤكم وكالطود ولعلكم وكل واد ولا أدراك علمهم وسرمدا والعرم
والعمل الصالح واهدوهم وسواء والعراء وادعوا ودكا كدر ورهوا ورح وأوسطهم
والسرح وسمكها وعسعس والودود والمرصاد وطحاها وألهمها وما ودعك والصمد وما سواها
كما عد رهط ورهط علماء معها الطور والدو والسلم والأكمه وأمرهم ومرساها ولا والمحال
وحداد وإعصار وصر وسرا وحصورا وهلوعا ودسر **ساطعه** كما أرسل كلام الله وأما الكلم المحس
أرسل وأما لكلام أرهاط سواهم كأوس وسدس وسعد وعامر والهود والروم وما أرسل وأما كلام
أرهاط سواهم كلم عدها العلماء كاللهو والصواع والعرم وحور ومسطور ودلوك وسود والرس ودمر
وأمد وملوكا وحورا وصلدا ومدرارا ودسر وأطوارا وإمام والصرح ومحسورا وهلوعا والصور
والعول وكالأواه ورهوا والأوسكا والصراط وملة وطود ومهل والهود وردوه ومسك وما عداها
ساطعه ولكلمه صروح المدلول كالسوء مدلوله العهر والعدول والإسماع والإهلاك والإصر
وكالروح مدلوله الأمر وما أوحاه وكلام الله والملك المرسل وملك مكرم سواه ورهط الأملاك وكما
مدلوله الدوام والإسلام والدعاء والرسل والطروس كلها والعلم ومحمد رسول الله صلعم والكلام المرسل
لله وطروس السعود والأدلاء والإصلاح والإلهام وكالدعاء مدلوله الطلوع وروم الإسعاد والسؤال والكلام
كما ورد دعواهم المراد كلامهم **ساطعه** كلما ورد صمم المراد عدم سماع كلام الله والإسلام إلا محلا
واحدا وهو الإسراء وكلما ورد الصوم أراد إمساكا معهودا إلا صوما واحدا وهو صوم مريم روح الله وكلما ورد
مطر المراد الإصر إلا واحدا وكلما ورد مكر أراد العمل **ساطعه** والأصل محال الماول علم أحوال الكلم
ومدلولها كما ورد المد وهو اسم لما صلح للواحد ما عداه وعاء له ولما هو لولده لا لما سواهم كالواحد هو عاء
ولما سواهم وله مدلول الأول والواحد صح وروده وراء الأعداد وعكسه كما ورد هو الله أحد والمراد الله واحد
وكاما أحد كما والدار دار لكما وورد لا إله لولهما وصح محل وروده الأعداد لا سواه وورد مسمى وله مدلول
واحد صح وروده كل واحد محل ما عداه **وال** مرده سر الأول الاسم الموصول ومدلوله هو مدلول الاسم

Dhaka University Institutional Repository

الموصول ٢ للعهد او لعموم الاحاد كلها ٣ الا مدلول كما ورد صدر للموصول والاعلام **وألا** لحصر للاعلام
الرسوم موكدا **وإلا** كلا كلما ارسلها الله ما اراد مدلولها اصلا **وإلا** مكسور الاول للاصرار عما
حكم او لا ولها اصر وعم سواه كالوصل مطوا الواو **واللهم** محل ورود صدر الدعاء والسوال اللهم هو اسم
الله الاكرم **وأم** مع معادله للسواء وحج لا حوار له لعدم السوال ورد للسوال السرد وللردوم مع الاعلام
وهو مما ورد اماما امله اعلام وهل **وأما** اصله مهما اورد موكدا للكلام الوارد وراءه وامر للاعلام
المدلول الاول **وإما** مكسور الاول لاحد الامور كاو وهو مما ورد مكررا لا او **وأو** لاحد الامور
ولها مدلول الا ورد للوصل كالواو **وسواء** ممدودا مدلوله الوسط والعدل **وكاد** مدلوله احم
وهو رهط كاد كلما ورده الاعدام صار مدلوله حصول الاحمام والا مدلوله معدوم لا سواه ورد
كلما ورد كاد واكاد ومطوهما اراد عدم حصول مدلولها واما ورد مدلوله هو مدلول اراد وعكسه
عكسه وهو ورود اراد لمدلول كاد **وكل** هو اسم عام للسور عم احاد ما ورد موكدا للكلام الاول
وورد صدر الكلام ووصله ما وصار وكلما وما للمصدر سد مسد العصر كالمصدر المصرح ساعد مسده
مدلوله كل عصر اورده اهل الاصول كلما لما كرر لعموم مدلول ما للاعصار والدهور **وكلا** اسم واحد ومدلوله
هما كالكل واحد دالا ومدلوله هم **وكلا** مدلوله الردع وطرح العمل وورد لمدلول الا ومدلول السداد
وحج هو اسم **وكم** اسم له صدر الكلام وهو للسوال الاعلام وللاعلام وورد اصله كما كلم اصله لما ورد ه
رهط **واللام** لما عامل واحد صر وجه لام الامر او لا ومما عمل وكسر لام الامر وعمله عمل لم لا
الكسر وورد مهمولا ومهددا او مما لا عمل له ما هو موكد لمدلول الكلام الاول او حوار للعهد ولو ولولا
ولا للاعدام كلا اله الا الله وليس ومطرح العمل وورد موكدا للاعدام كما ورد اسما وعمل عمل ما ورد
محل له **ولعل** لامل مو دود كاد حصوله وليس رادع عما كره وليس وهم العلم كما ورد لعل الله اه **ولم** للاهداء
وما صح طرح معموله اصلا **ولما** للاعدام كلم مع الامل واصله لم وصل معه ما موكدا للاعدام وللاهداء لا ع
كالا وصح طرح معموله وليس مدلول العصر **ولو** لاعدام الحوار لاعدام الاول وورد لو لاعدام الاول والحوار
لا سواه معدوم او حاصلا وورد كلما ورد لو المراد عدم حصول مدلوله دوام ورد للامل المحال حصوله
ولولا لاعدام الحوار لحصول الاول وورد حلوله اللام وله مدلول هلا والهول والسماع ولسهم العلم
ولاعدام الاول وورد كلما ارسل لولا المراد مدلول هلا الا ما صلا **ولوما** كلولا دالا ومدلوله وورد
مدلوله مدلول هلا لا سواه **وما** للموصول وهو لما لا علم له ولا ردع وورد لما له علم كما طحاها وما سواها
وليس وهم العلم ولحصولها الحوار لحصول الاول وحج معمول لعامل ورد وراءه وللمصدر عصرا او لا وللاعدام
عاملا او لا ورد هو لاعدام الحال وورد كلما اورد امام لم او لا او وراء الا للمراد الموصول لا سواه وما ورد امام الا
المراد الاعدام الا معدود **ومع** اسم عمله الكسر واصله لمحل اللماء او عصره وورد للمم وحده مع عدم المحل
والعصر كما ورد وهو مع كم اه **مهما** اسم لما علا وه وورد اصله ما ما اورد الهاء او ...
والهاء هو اسم ورد مكسورا كمعه وله سواه كعلمه وهم وهما ولا ه كلهم وهم اولوا الكمال وكما ورد

Dhaka University Institutional Repository

لا سمعهم ولو اسمعهم وكلمهما وعلمهما وهما مما لحال الرهط وكما وكم عدله لاها كما ورد وعلمه كم وكم
وهو علمه وكما ورد معكما اسمع وكعلما ما **وها** اسم مد لوله الامر وورد للعهد كما ورد والاها الله و
اراد والاداله **وهل** للسوال وورد لعلم ولاعدام **وهلم** مد لوله الدعاء والسرعه واصله ها دكم وما
اكرر والر الامر اصلحه وورد كاصله هل وام لعلهم اراد وهل لك لامر امه وصده **والواو** اما
لما عمل او لا عمل لها وما لها العمل اما عملها الكسر كواو العهد او سواه كواو مع وما لا عمل لها واو
الوصل وواو مد لولها او عدا ولالاعلام وواو لحال ولا وصل لكلام وواو لامد لول له **ساطعه** الاصل
واما الحوار للسوال وورد عدد وله عما هو الاصل اعلاما لما هو اسطع السوال وما ساله اصلح للسوال
وورد الحوار اعم مما سال كالسوال وورد اعم مما هو ورد اعلاما لما هو الاهم سوالا لا ما ساله ولو حصل
السوال وهو اسم او سواه الاصل للحوار وامه **ساطعه** الرحماء ما سالوا محمدا رسول الله صلعم الا سوالا
واطاعوا ما حو در فا كسوالهم عما احل لهم واحوال الهلال وكما لا وسواهما مما ارسله الله واورد
الامام سه اسوالا وعدا معها سوال الروح وملك الروم وهو وهم لما سالهما طلاح اهل امر الروح
لا الرحماء **ساطعه** مما ارسل ما سماه الله محكما وهو ما سهل دركه مدلوله لاح سره ومراده وعكسه
هو ما لا مدرك لمدلوله وسره المكتوم ولا علم لمراده المكتوم الا الله كعلم المعاد وصور السور
كالم وطسم والر والمر وكصوم عصر معهود واعداد الركوع او المحكم ما دام حكمه وحلاله وحرامه
وحدوده واوامره وما امر اسلامه وعمله وعكسه ما حد حكمه ومسلمه ومكلاءه وصور احواله وعهوده
وما امر اسلامه لا عمله او المحكم حلاله وحرامه وعكسه ما سواه ولارساله حكم ومصالح لله وهو الطلاح
لا حاصل لارساله لما ورد الارسال للاعلام ولا اعلام له وهو مردود ومطرود **ساطعه**
كلام الله مما ارسل لاعلاء مدلول كلام رسول الله صلعم وكلام رسول الله صلعم مما ورد لاعلاء مدلول
كلام الله **ساطعه** العام ما عم الصالح له ولا حصر له وكلمه كل وهو ورد صدر الكلام او موكداله وكل موصول
كالاولاء واولائك واولاك والاء واللواء واللاء وما سواها موصولا ومصدرا **ساطعه** والعام
صروع سه الاول ما دام عمومه وهو ما صلح لما لا عام الا وهو مسموم الاحاد ورهط ر ووه واورد واعاما
لا سموم له اصلا سه ما مراده السموم كما ورد الاملاك واراد واحدهم وهو الروح سه العام المسموم وما
سمه العام اما موصول له او لا والموصول صروع كالاصداد عما عمه العام وهو كل ما ورد علما ورد دواعه
الا كلا اله الا هو وكالا مله له وسواهما كو ورد لو وداء العام **ساطعه** لما ورد العام للمدح واللوم
هل دام عمومه او لا حكم رهط هو للدوام وحكم رهط عدم دوامه **ساطعه** الموكد صروع سه
الاول موكد للمدلول ككل وكلا ٢ موكد للحكم والمكرر وهو اوصله كعودوا وداء كم وكد كا دكا وكم حل
او لالا مهلهم وكما ادرك المكرر وكهم المكرر سه المصدر الموكد لعامله سه الحال الموكد كارسلك الله رسولا
ساطعه الحصر هو اما لا امر او وطد الحكم لامر وطرحه عما عداه وهو اما كحصر الممدوح للمدح كما ورد وما محمد الا رسول
واما كحصر المدح للممدوح كلا اله الا الله وما محرم الا الدم وما اهل لسواه وله صور طاحد هما ما والا او لا

Dhaka University Institutional Repository

او الاٰلہ ٣ ورود المعمول او لا كلك اعمل ٣ ورود المحمول او لا كعالم هو ٤ عكسه كعم كو عمل وهو مما حكم رهط ٥ لا الوارد للوصل كعمر ومسلم لا عادل ٦ كلم العماد كالله هو الموحد ٧ اوكار المحكوم كاولاد هم اهل الاسلام ٨ ورود المحكوم والمحمول معا مع ال او ما حكمه حكم ال كالحمد لله **ساطعه** الاصل لعلم كلام الله ومدلوله علم الحكم المحول والمحول الحكم المحول ما سمع مع رسول الله صلعم ورهطه وما هو للرسل الاول واممهم وهرطه رهط الهود لما وهموا هو سدد وحول عما حكم اولا لعدم علم امده وهو مردود لما هو لاعلام امد الحكم الاول لا للحول عما حكم كالدعاء وراء الصحو وعكسه واعطاء الروح وراء الاعدام وعكسه والعدم وراء الوسع وعكسه وله حكم ومصالح **ساطعه** المحول لكلام الله المرسل اما هو كلام الله او كلام رسوله صلعم وهو الاصح **ساطعه** لا محول الا للامر والردع ولو كلمه ورداله اعلام ولا محول لاعلام لا للسوم كما وعد واوعد **ساطعه** ارسل الحكم المحول عصرا اما عمل الحكم المحول المحدود ارسل عصرا وراء العمل كحول مولاهم وصوم المحرم عصرا معهودا وارسل عصرا لما امر الامر الاول لعمله **ساطعه** مما ارسل سور مدلولها لا محول ولا محول كالحمد لله والملك وعم وسور مدلولها محول ومحول كالدهر والطور والعصر وسور مدلولها محول لا محول وسور سواها مدلولها محول لا محول **ساطعه** مما ارسل صرع حد درسه واداءه وحكمه معا وصرع حد حكمه لا درسه وهو ما صل وسر حد الحكم لا الدرس هو كلام الله كما درس لما علم الحكم وعمل درس لما هو كلام الله مع عدم الحكم والعمل او المحكم المحول امر ورده لما سهل الامر وما حد الدرس اذكارا لالاء الله ووسع عسرهم واداء المحامد وصرع ما حد درسه لا حكمه واورد واح سوالا وهو ما السر لحد الدرس لا الحكم وهو المراد مما ارسل محولا ومحولا ورهط حاورهم وصرحوا سره وهو اعلاء لاسراعهم طوعا لما امروا مع وهمهم سدادمدلوله لما حد درسه كما سادع الرسول للسحط ولده اسماعل وعمل ما هو اداء امر اهم واوحاه **ساطعه** اورد رهط لا محول مما ارسل الا والمحول اما مه الا معدودا **ساطعه** مما ارسل ما هو كلام مع الكل عموما والمراد هو العموم وكلام مع واحد والمراد هو الواحد وكلام مع الواحد المعهود والمراد الكل وكلام مع رهط لا هم وكلام للاكرام كالكلام مع رسول الله صلعم او عكسه كالكلام مع المارد المطرود وكلام مع الواحد والمراد الرهط وكلام مع الرهط والمراد الواحد كالكلام مع الرسل والمراد محمد رسول الله صلعم وكلام مع رهط وراء كلام مع الواحد وكلام مع الواحد وراء كلام مع رهط وكلام مع رهط وراء كلام مع رهط سواهم وكلام مع الرسول صلعم والمراد سواه وكلام مع سواه والمراد هو الرسول صلعم وكلام مع ما لا علم له كالطود والسماء **ساطعه** اورد العام والمراد الواحد المعهود كما اورد الواحد والمراد العام **ساطعه** ارسل الله اللا سم واراد مسمى كما اورد المسموم واراد الاسم واورد الحال واراد محله كما اورد المحل واراد حاله اطراء للكلام واكمالا له وعصر اطرح احاد الكلم للدلال حالا او كلاما **ساطعه** ورود الاعلام والمراد الامر والردع اكمل مما اورد كلمهما مصرحا لما صار الحماسورع لعملهما واعلم عما عملا **ساطعه** الكلام اما مساو لاصل المراد او اكسر مما ساواه كامل لاداء المراد ككلام الله المرسل هو الله احد

Dhaka University Institutional Repository

وما ءها ومن عاداها او مطول له لصلاح كون ورود الكلام مؤكدا للكلام الاول او مكررا للاحكام او الاكرام
او الهول وهو اكمل مما اكد لا كما وهم رهط سهوا وما صح ورود كلام مساو لاصل المراد وسط كلام الله
او وهم رهط وروده وهما لا معول له لما هو كلام الاوساط ورهط حكموا عدم حصوله راسا وحكموا
لما كادوا ورود كلام مساو محلا اصلا واوردوا الكلام اما واكس عما طال كامل لاداء المراد او مطول
لصلاح امر **ساطعه** الكلام اما اعلام او ورود والاعلام اما مسدد او واقع وللسوم صور كالامر والردع
والدعاء والسوال وهو دوم العلم والعهد وامل كاد حصوله وامل اعم مما كاد حصوله او حصول له
محال **ساطعه** اورد الاعلام والمراد الامر او الردع او الدعاء وسره رهط واولوا اعلاما وروده لمدلول الامر
او الردع او الدعاء **ساطعه** الكلام حاو لما وعد او عد وكلاهما سماع الاعلام **ساطعه** اعلام العام ملسوع
لاعدام ما سمع لا حصوله ملسوع لحصوله وحصول ما سمع ملسوع لحصول العام لاعدامه ملسوع لاعدام
العام وكلم الاعدام لا وما ولم ولما **ساطعه** كلم السوال ا وهل وما وكم وما سواها واورد كلام
السوال لمدلول الاعلام مؤكدا او الهول والسواء وهو حال ورود كلم السوال كلا ما صح ورود المصدر محله
ومدلول الامر والردع والدعاء والامل والاكرام وعدم الاكرام والاعلام ولما سواها وهولاء الكلم
هل مدلولها الاول وهو دوم العلم حاصل ح او لا اداء العلماء رهط حكموا مدلولها الاول حاصل
ح ولمهم كالامك كما ادعوك مدلوله وصل الدعاء حدا لا اعلم عدده ودوم علم عدده ورهط عكسوا الامر
ساطعه الامر هو دوم عمل لا دوم طرح وكلمه اسمع ودع ورع وما سواها ومدلوله الاصل السام العمل
او رد لمدلول ما سواه كالدعاء والهول والسواء والاكرام وما سواها **ساطعه** الردع هو رفع طرح العمل
ومدلوله الاصل الاحرام واورد لمدلول ما سواه كالكره والدعاء والسواء واعلام الامل وعدم الاكرام
ساطعه الامل الاعم هو روم حصول امر ود الحصوله ورهط وهموه اعلاما ومدلوله الاعلام
ح لا سواه وهو وهم واورد هل ولو ولعل مورده **ساطعه** لعل مدلوله امل ورود امر كاد حصوله
ووروده ارسل الله لعل واراد الاطماع لا مدلوله الاصل **ساطعه** المصدر هو الكلام المورد اصله ما ورد
اوله **ساطعه** الطرد وهو ورود كلام مؤكد لمدلول كلام وراءه والعكس هو ورود كلام وراء كلام مؤكد
لمدلول الاول **ساطعه** الكلام الموهم كلام له مدلول موام ومدلول طروح واراد المدلول الطروح واوهم
السامع المدلول الموام دها ومكرا وما اوهم الكلام الا لاكمال والاطراء **ساطعه** الاطراد هو ما اورد
اسماء وراء الممدوح ولاء كما ولد ولد **ساطعه** العكس هو ما اورد مكاه الكلام محل مسلمه ومسلمه محل الكلام
للمصالح **ساطعه** العهد مصحح لاكرام المعهود وعهد الله لاكرام احاد ما سوره واعلام كمال مدحه وسمو حاله
لدا لو كما ارسل لعمرك والطور والعصر وورد اورد الله العهد كما عادوا والكلام ارسل مؤاما لكلامهم
ساطعه العهد ورد مؤكدا للاعلام ومحصلا له للسامع وهو رفع لا اعلام وكلمه الواو وما سواها **ساطعه**
الماسور لما ورد معهودا كالسماء والطور صار كما ورد اسره معهودا لما هو معمول له وما سوره وهو مما سمع مع الله
وما صح للماسور عهد الماسور **ساطعه** صدد الله سور كلامه صروعا كالحمد صدده لسور والسوال و هو

اكرم

منی سان

Dhaka University Institutional Repository

دوام العلم لسور والامر لسور والدعاء لسور وما سواها مما طال كلامه وعسر ورده واورد امد السور
الدعاء والاكرام ومما وعد واوعد ومما مدحه وسلاه صلعم ومدح الكلام المرسل والرد لملوك
الرسل ووصل الارحام وامر الطوع لله المالك للكل حاله ما لاوا احوال المعاد **ساطعه** لما علم احد صدور
السور علما واطلع احد علوم امها لامد السور الاول او لام صدورها كصدره هو امده وعلم ام اسماء
السور لم امها **ساطعه** لما ما اورد اهل العدول والحسد كلاما مطول كلام الله وما اسطعوه مع روع
صلعم حد لا له حال اعوادهم ارساله ولمهاله لهم طول الاعصار والدهور وهم ملوك الكلام ومدعو
الحوار ورءوساء الحراص لرد امره ودسع الوكه علم ما هو الا كلام الله المرسل لا كلام الماسود كما هموا
او لا **ساطعه** كل ما حكم رسول الله صلعم هو ما علمه مما ارسل له كما ورد لا احل الا ما احله كلام الله
ولا احرم الا ما حرمه كلام الله **ساطعه** كل عمل اكرمه الله او مدحه او مدح عامله لعمله او وده او ود عامله
لعمله او اسعد عامله او اعد مردوعه او وعده او اعلم دعاء الرسول لحصوله وما سواها مما عد صالحا مما
حلله الله وامره وكل عمل امر الله طرحه او لامه او لام عامله او طرده لعمله او اعدم وده او ود عامله او عده
صادا مما هداه او اعلم سوءه وكرهه او هو داع لحلول اصرا وحد او هو مما سوله المارد او اعلم عامله عدو
الله او الله عدوه او امر طرحه حال سواله او امر عملا هو عكسه او ردع الرسل عما دعوا العامله او اعلم
ما كلم الله مع عامله معادا او ما راه الله رحما وما سواها مما عد صادا مما حرمه الله وردعه **ساطعه**
اصلح حكم واكرم حكم عالم كلام الله ومعلمه لله وحده واطلح حكم واسوء حكم معلم كلام الله للحطام والماكل
ساطعه حل السمود مع كلام الله ما دام سالما عما حول الكلم ومدلولها والا حرم **ساطعه** علم
الرسم علم احوال كلام الله وصور كلمه سطرا واملاء وهو امر اهم واصلح لما هو معاد المدلول ومدار
ساطعه لكلامه وكلمه رسم معهود وهو رسوم الامام ومسطوره وراء رسوم مهدها الرسام
واهل الاملاء لطروس سواه عموما ولهم اصول اصطلحوها للرسم ومسطور الامام ما رسم اول الامر كهولاء وسلم وعلم
وحكل والدار وصلح ودود وسحر وعلم وادم سال الرسال وملك الملك وعهد والداع ودعاء والهاد وواد وصال و
كالرسول او كما طرح الواو مع الواو كاو او كما طرح اللام مع اللام كلام الاسم الموصول الا لام الله والله واللهو
واللولو واللمس وكما اورد الواو كامرو هلك وكما وصل الكلم مع الكلم كالا الا معدودا ومما الا معدودا
وعما الا واحدا او اما مكسور الاول الا واحدا واما عموما والم مكسور الاول الا واحدا وكلما الا
كلما ردوا وواحدا سواه ومهما **ساطعه** حرروا كلام الله مطولا لاكرامه وصححوه والمداد ما سود
السطر وهو اصلح واحمد ما هو للسطر كالاحمر ما سواه وسودوا المداد سوادا كاملا **ساطعه** اللهم
اسالك صوائح الاكمال ومصالح الامال ما دام مر الدهور وكر الاحوال والمامول اصلاح الكلام وهو
اصلح اوامر الكرام واسلم مراسم الاسلام وها اصدرها هو المعهود والمراد مصدرا امورها المدلول كلام الله
وماول كلمه وحاصل اسراره وهو الملهم للسداد والممد للمداد **سورة الفاتحة** وهو اول السور وصدر
كلام الله مطلع صراح العلم والكلام مصدر مصادر الاوامر والاحكام سلم مصاعد الحكم والاسرار مدار مصالح الاصلاح

Dhaka University Institutional Repository

دوم العلم لسور وما لام لسور والدعاء لسور وما سواها مما طال كلامه وعسر وروده واورد امد السور
الدعاء والاكرام ومما وعد واوعد ومما مدحه وسلاه صلعم وملح الكلام المرسل والسرد لموسع
الرسل ووصل الارحام وامر الطوع لله المالك للكل حالا ما لاوله احوال المعاد **ساطعه** لما علم احد صدد
السور علما واطلاع احلوا امها لامد السور الاول او وامر صدورها كص صدره هو امده وعلم وام اسماء
السور لم امها **ساطعه** لما ما اورد اهل العدول والحسد كلاما مطو كلام الله وما اسطاعوه مع روعه
صلعم حلا لا له حال احواده هو ادساله ولمهاله لهم طول الاعصار والدهور وهم ملوك الكلام ومدعوا
الحوار ورءوساء الحراس لرد امره ودسع الوكه علم ما هو الا كلام الله المرسل لا كلام الماسور كما وهموا
اولا **ساطعه** كل ما حكم رسول الله صلعم هو ما علمه مما ارسل له كما ورد لا احل الا ما احله كلام الله
ولا احرم الا ما حرمه كلام الله **ساطعه** كل عمل اكرمه الله او مدحه او مدح عامله لعمله او وده او ود عامله
لعمله او اسعد عامله او اعد مردوعه او وعده او اعلم دعاء الرسول لحصوله وما سواها مما عد صالح مما
حلله الله وامره وكل عمل امر الله طرحه او لامه او لام عامله او طرده لعمله او اعدم وده او ود عامله او عده
صادا مما هداه او اعلم سوءه وكرهه او هو داع لحلول اصر او حد او هو مما سوله المارد واعلم عامله عدو
الله او الله عدوه او امر طرحه حال سواله او امر عملا هو عكسه او ردع الرسل عما دعو العامله او اعلم
ما كلم الله مع عامله معادا او ما داره الله رحما وما سواها مما عد صارما حرمه الله وردعه **ساطعه**
اصلح حكم واكرم حكم عالم كلام الله ومعلمه لله وحده واطلح حكم واسوء حكم معلم كلام الله للحطام والماكل
ساطعه حل السمود مع كلام الله ما دام سالما عما حول الكلم ومدلولها ولا حرم **ساطعه** علم
الرسم علم احوال كلام الله وصور كلمه سطرا واملاء وهو امر اهم واصلح لما هو معاد المدلول ومدار
ساطعه لكلامه وكلمه رسم معهود وهو رسوم الامام ومسطوره وراء رسوم مهدها الرسام
واهل الاملاء لطروس سواه عموما ولهم اصول اصطلحوها للرسم ومسطور الامام ما رسم اول الامر كهولاء وسلم وعلم
وحلل والدار وصلح ودعد وسعى وعلم واد وسال ارسال وملك الملك وعهد والداع ودعاء والهاد وواد وصال و
كالرسول او كما طرح الواو مع الواو كاو او كما طرح اللام مع اللام كلام الاسم الموصول الا لام الله واللهو واللهو
واللولو واللمم وكما اورد الواو كامر وهلك وكما وصل الكلم مع الكلم كالا الا امعل وكا ومما الا معدودا
وعما الا واحد او اما مكسور الاول الا واحدا واما عموما والم مكسور الاول الا واحدا وكلما الا
كلما ردوا وواحد اسواه ومهما **ساطعه** حرروا كلام الله مطوعا لا كرامه وصححوه والمداد ما مور
السطر وهو اصلح واحمد ما هو للسطر كالاحمر وما سواه وسودوا المداد سوادا كاملا **ساطعه** اللهم
اسالك صوالح الاعمال ومصالح الامال ما دام مر الدهور وكر الاحوال والمامول اصلاح الكلام وهو
اصلح او امر الكرام واسلم مراسم الاسلام وها اصدره ها هو المعهود والمراد مصرحا مورد المدلول كلام الله
وما اول كلمه وحاصل اسراره وهو الملهم للسداد والممد للمداد **سورة الفاتحة** وهو اول السور وصدر
كلام الله مطلع صراح العلم والكلام مصدر مصادر الاوامر والاحكام سلم مصاعد الحكم والاسرار مدار مصالح الاصل

Dhaka University Institutional Repository

والاسحار درر ودرر سلاسل الادواح والصدود وسواحل داماء الهم والسهر وسماء عوالم اللمع والحلك
دعاء صوامع الملك والملائك ولها اسماء احصاها العلماء احدها الدعاء لما هو مدعو اهل الله وهم
دعوه لحصول المرام والاساس لما هو اس الكلام واصله والام لما هو حامل لمدلول الكل ومولد
المحصول ما اوحاه الله طرا او الحمد لما هو اول كلمها كما حكموا لاسماء السور كلها او هو حاو لمحامده
ومما اوردوه مدحا للسور كلها وادعوه كلام رسول الله صلعم مردود لا سند له وما صح وروده الا اهل
الممار او اعوام اهل الاسلام طرحوا كلام الله وما لوا للهو وداوموا كلام اهل الاهواء رسموا كلاما مادحا
للسور كلها لاصلاح احوالهم موردها ام السحر او مصدر رسول الله صلعم وهو كلام اسد العلماء او كلاهما
وهو الاصح ارسلها الله مكررا واوحاها وسط امر رحمه لما امر اهل الاسلام لما صلوا او مصدر رسول الله
لما حول ما صلوا اسد والورع وحاصل مدلولها اعلام ما اورد اول كل امر عال مما اسم الله والسلام
حمد الله ومدحه لالاء اعطاها الله واعلاء اسراره واصلاحه ومراحمه للعوالم كلها وطوله وملكه معادا او سم الطرح
لله وحده وورد الامداد والاسعاء لاداء ما امر الله وحل معاسر الامور كلها لله وحده وورد مرهدا او اساولك
الصراط الاسد الاسلم وهو مسلك ملاء اعطاهم الله الالاء وما حرحوا وما طردوا والامر حل امم سلكوا
مهالك الاود وهلكوا مطارد الكمد وما هدوا اسواء الصراط **بسم**
الاسم اصله سمو كعلم ومصدره السمو وهو العلو واحد الاسماء وورد اسم وسم وسم او وسم فالسمه اعلمه
والموسم المعلم والاسم العلم والاول اصح لعدم ورود الاوسام مكسرا او علم له اصدر والاسم
اما مسماه ما سواه او هو مسماه لا ما سواه او مسماه لا هو ولا ما سواه ولكل واحد اصل واهل الرسم
طرحوا الواو لها اعلاما لما هو المطروح او اكرر اما لصدد كلام الله الاحكم الاكمل **الله** اصله الاله وهو
المالوه او هو مصدر وله مكسور اللام ولوها ولها حادوا الاصل ولاه اعل واوه كما اعل واو وعاء
حل محل الاسم كعدل وورد اصله مصدر اله كسمع او له والعالم كله مولع له وورد اله حار او
ركد او مال واله رعاه ولاح لها واحد او احد او ورد اصله لاه مصدرا وهو العلو وورد اصله هاء
وصلوها لام الملك واللام للعهد وهو الاله المعهود والمولود المحمود وورد هو علم لا اصل له ولا مصدر له كمسماه
وهو اصل الكل مصدر له وهو اصح ما اوردوه **الرحمن الرحيم** مصدرهما الرحم وهو رحم
صلاح الامر لاهله ومدلولهما واسع الرحم راحم الكل احاط الصدور والاسرار مراحمه وعم الالواح والادواح
مكارمه والاول اعم مدلولا لاصداره لما صار كالعلم لله **الحمد** هو معكوس المدح ومدلولهما واحد وورد
المدح اعم لما مدح اللؤلؤ وما حمد ولما صدر المدح للعطاء وعدمه لا الحمد وما هو الا للعطاء
ومورد الحمد هو المسهل وحده اصله احمد او احمد واحمد او حمدا وعدوله للدوام ولامه للعهد
والمراد هو الحمد الكامل وهو حمد الله لله او حمد الرسل او كمل اهل الولاء او للعموم وحاصله المحامد
كلها **لله** وهو المحمود اصلا والممدوح حلا وورد الحمد لله مكسور الدال مطاوعا للام وورد اللام
مطاوعا للدال مكسورا للاول **رب العلمين** مكمل العوالم ومصلح الكل طورا وطورا ومالكهم او حاكمهم وهو مصدر

سد لوله اكمال الامر مرارا وصادر اسما لله اطرآء كالعدل والعالم اسم لما اسره الله وعلم لكل
ماسواه وورد هو عالم الملك واصله العلم او العلم **الرحمن الرحيم** مر مدلولهما اعادهما اعلاء
لكمال مراحمه **ملك** ملك الامور كلها وما سواه مملوكه وما سوره ومحكومه واصله الملك مكسور الراء
عاصم وورد وا ملك وهو الاصح لما ورد كل ملك مالك ولا عكس وكل مالك مامور ملك لا عكسه وملك
كحكم وملك كعدل وما لكا مدحا او حالا وما لك وملك محمولا لمطروح وملك مدحا وهو الملك
المالك له الملك والامر والحكم والعدل **يوم الدين** وهو الموعود المحدود والمعاد لاهل
الصلاح والطلاح والمآل لكل احد اطاع الله او عصاه مصرحه لاكرامه واعلاء حاله او لما لا ملك
ولا مالك له احد الا الله والملوك اولو الامر كلهم عطلوا اوامرهم واحكامهم **اياك**
لا ما سواك **نعبد** طوعا لا كرها كما هو مامور لك وما دلك وهو حصر لكمال الطوع والطوع امال الكلام
وعدل عما هو المسلوك لسرور السامع وروح المسامع وهو اطراء لاداء المرام وورده مكسور الاول
واياك لا ما عداك كرره امحاء لوهم عدم الحصر **نستعين** حال اداء اوامرك وطرح
محارمك ومكارهك وما لا حيلة لنا لمصالح الامور وصوالح الاعمال الا عوالك واسعادك حالا ومآلا
وورده مكسور الاول كالاول وهم لما راموا الاسعاد لعل الله سألهم ما مرامكم ومما اسعدكم سألوه
اهدنا سؤال للاسلاك ودعاء لوصول الاصل ارادوا اكمالها ودوامها او راموها ما لا كما حصلوها
حالا **الصراط المستقيم** السواء ممر اهل الولاء ومسلك اكارم اهل الله وهو الاسلام الكامل او كلام الله
او اوامره واحكامه او صراط دار السلام او هو عام ولله صراط لا احصاء لها واصله السراط صادا او له صادا واما
للطاء وسماه سراطا لما هو سارط لسالكه كما سرط احدكم الطعام **صراط** للاداء **الذين انعمت عليهم**
وهم الرسل او اهل الاسلام كلهم او الملك اعاد الصراط وكرر العامل حكما لما اكد واعلم الصراط السواء هو
صراط اهل الاسلام لا سواه **غير المغضوب عليهم** المردود اصرهم او الملوم عملهم عموما او هم اليهود
ولا الضالين هم ما سلكوا مسالك هداه وهم اهل الاعمال السوء كلهم او هم طرداء الله واما المروم صراطهم
هم رهط اهل الله واولاؤه كما مر ... اهل الصدود والعدول
عما **امين** ممدودا او الاصل لا مد له وهو اسم للاسمع والمراد اللهم اسمع الدعاء او هو
اسم الله علمه الملك رسول الله صلعم حما دار ها وما هو كلام الله وما هو الامام او ورد امد الكلام
لكما لا المدعو **سورة البقرة** سموها لورود احوالها وهما من اطوادها وسطوع اسرارها واعلام
امورها مما نال كلامه موردها مصر رسول الله صلعم وحاصل اصول مدلولها مدح الكلام المرسل
له علاه السلام واهل الاسلام والورع وردع اهل الصدود وامر ادم وعلمه الاسماء كلها وكوحه
الاملاك واكرامه علاهم ولوم علماء اليهود واعلام احوال رسولهم وعمل رهطه معه وحال ولد داود
ولوم اهل السحر ورد رهط روح الله وكمال ود داود الله لكلمه واحكامه اسا محصه الله ومؤسسه
الودع وامره وامر اسرال او لادهما لسلوك صراط الاسلام وورودهم علاه حال ورود السام

وحول ما صلوا اسد والودع والامر لحمل المكاره والصلاح وعدل والمحرم ومسعاه وسط اطواد
الحرم وصدع ادلاء وحدود الله والامر لاكل الحلال واعلام كسر مما حرم اكله واحلال ما وصله
السام وما سدح واعداد حال السعاد المهلك وحكم ما اهلك مع الصادر حدا لا ورود الحلال وحكم
هادر الدم وامر الصوم العمر المعهود المعمول الحال والردع عما اكل مال احد مع الامر المحرم وامر
العماس لاعلاء الاسلام واكمال طوع لسم اداءه مع الاحرام وسوال اولاد اسرائل عما الاء اعطاها الله
لهم وحكم العماس وسط الاعصار الحرم والسوال عما الراح واللهو المعهود مع السهام ومال حسار كل
هلك والدهم واحمام الاعراس حال در الرحم المعهود وصدع احكامها وحكم الاهول والسراح ورد كار
ما حد الله لعرس الهالك والمسرح لحل الاهول ولسوام اعطاء المال والكساء للاعراس الاولاد الحسار كل
ومحرص الله اولاد ادم لاعطاء المال لله واعطاء الله ملكا لاولاد اسرائل لما سالوا رسولهم سلك العماس الاعداء
واهلاكه داود عدوا اداكلم مسلك المود المسطور مع عسكر لعماسه ومراء عدد الله مع ود ود الله
والسام الود ودله واعطاء الله العمر لهلاكه لسوال ود ود الله ومدح اعطاء المال لله ووصمه لاسراء
اهل العالم واسماعهم واحرام السما واحلال السلم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
مر مدلوله الساطع ومآوله اللامع **الٓمّٓ** سر الله مع رسوله ارسله لاعلامه ما اطلع احدا سواه
او هو واحد اله اسماء السور او اسماء كلام الله كله او عهود الله او اسماء الله ولها محل كما لاعلام والعهود
وورد هو سر ما علمه الا الله ارسله لاعلام حصر عليه له وما مصدود ارساله اعلام مدلوله لاحد
وورد مراده الله والملك ومحمد والحاصل الله مرسل الكلام والملك مورده ومحمد مرسل له
ذٰلِكَ المعهود ورووده الموعود ارساله كما هو مدلول الطروس الاول ومرسوم الالواح ومسدد
الرسل وهو مع محموله محمول لالم اسما او هو والم كلاهما محمولا مطروح او هو مع محموله كلام والم
محمول المطروح كلام سواه **الْكِتٰبُ** كلام الله المرسل الكامل المسطور المسدد المدلل وهو مصدر
صاد اسما اطراء **لَا رَيْبَ فِيْهِ** ما حام الاعوار حوله اصلا لسطوع مدلوله وعلو حاله وسمو اكره وما هو
علا له لو ادرك السامع سواطع دواله وصوالح اسراره ووصوله حد الكمال صح ارساله ارسله الله
هُدًى دال موصل لكل ما مول وصراط مسلك اهل الوصول وهو مصدر او رده مورد هاد وهو
محمول هو المطروح او حال **لِّلْمُتَّقِيْنَ** عما ساء وهم رهط اراد الله اسلامهم وهداهم او هم اهل
الاسلام دامو الكماله وهو ح كلامك للمكرم اكرمك الله والمدعو كمال الاكرام **الَّذِيْنَ** وهو اما محمول
لهم المطروح او معمول امدح **يُؤْمِنُوْنَ** علما وسدادا **بِالْغَيْبِ** مما اعلمهم الرسول وما ادركه
حواسهم كالاسلام لله الاحد مع ما امره الله وما هو محسوسهم كامر المعاد واحواله وهو مصدر ورد محل
الاسم اطراء وورد المراد هو الروع والحاصل هم رهط اسلموا روعا ومر الاكراه اسلموا مسهلا لا روعا
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ مؤدوها كما ورد واركعوا واراد صلوا او معدلوها دوام راعوا حدودها ومكملوها
او مكملوها **وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ** الاموال والاعم مما اعطاهم الله كالعلم والحواس اورد الاعم مما سماه الله واهمه

Dhaka University Institutional Repository

يُنفِقُونَ كما امرهم الله واعطاء العلم والحواس هو الدرس والاعلام والاعمال لله وَالْمَلَآئِكُ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ طوعا وصلاحا هم مسلموا اهل الطرس اذ هؤلاء المسطور احوالهم ووسط الواو ككلامك
هو السامح والعادل والمراد هم حاووا اما ادركه الروع وما لا مسلك لادراكه الا السمع وكرر الموصول
لعدم وادم مدلولهما بِمَآ أُنزِلَ ارسل إِلَيْكَ محمد وهو كلام الله وكل ما اوحاه وَمَآ أُنزِلَ
ارسل رسلا مِن قَبْلِكَ والمراد طرس الرسل كلهم وَبِالْآخِرَةِ الدار المعلوم حالها والموعود
ورودها هُمْ لا سواهم يُوقِنُونَ عالموها ومدركوها علما موكدا مدللا موسسا واسعا لما سواه
اوهامهم أُولَٰٓئِكَ المسطور احوالهم دوام ركادا عَلَىٰ هُدًى اعطوه مِّن رَّبِّهِمْ هداهم الله
كرما واكراما وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ لا سواهم وهو عماد مؤكد للحكم ومحصل لحصر المحمول الْمُفْلِحُونَ
مدركو المرام وهو محمول للاولاء او محمولهم وهو مع محموله محمول الاولاء وحصل لهم اعد الله لهم وعدهم
ولما صدد الله احوال رهط والاهم وهداهم ارسالا او رد امداه اعمال ملاء ما اراد هداهم اصلا
سواء ارسل الكلام لهم ام لا وارسل إِنَّ الملاء الَّذِينَ كَفَرُوا عدلوا عما امروا لما علم الله عدم
اسلامهم سرمدا والموصول اما للعهد والمراد احاد الخمس وعلماء الهود او للعموم وعم كل مصمم عدو لا مصير
عداء سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ لكمال سوءهم وسواد رعهم وهو اسم مدلوله المصدر وعومل معه كما عومل
مع المصادر ءَأَنذَرْتَهُمْ لعموم ارسالك أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لعلمك اصرارهم وام مع معادله لمدلول
السواء لا السؤال المصرح مدلوله والحاصل هولك وعدمه هولك لهم سواء لَا يُؤْمِنُونَ اصلا لما اراد الله
عدم اسلامهم لعلمه سوء اعمالهم واصرارهم وهو كلام مؤكد لما مر وسر هو لهم مع علم اصرارهم حصول
الادلاء وعموم الارسال خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اذ واعيهم سدها الله واحكمها سدا اماما
صلح لهم عملا وَعَلَىٰ كررها مؤكدا للاحكام سَمْعِهِمْ وحد السمع للحكم الاصل وهو المصدر واوله
ارادوا محال سمعهم وردوا اسماعهم وَعَلَىٰٓ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ احاطها الطرس مساء والحاصل
عطل الله حواسهم واوعاهم وهم ما ادركوا اسرار الاسلام وما سمعوا اوامر الاحكام وما راوا مسالك
الكرام وَلَهُمْ عَذَابٌ الم عَظِيمٌ صعد عسر دائم لهم ما علم حاله الا الله ولما ارسل الله اول
طرسه كلاما مسددا لاسلام مصححا لمدلاه وصرح حال رهط اسلموا لله سرا وحسا واورد حال اهل العدول
والصدود سرا وحسا اورد حال رهط اسلموا حسا وعدلوا سرا الكماله لكل مدعو الاسلام رهطا رهطا
وارسل وَمِنَ النَّاسِ هم ما واطأ اذ واعيهم مساحلهم مَن رهط يَقُولُ مصرحا ماكرا آمَنَّا
بِاللَّهِ الواحد الاحد الصمد مرسل الرسل ومسدد الكلام ومعد دار السلام والآلاء وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وهو امد اعصار عالم الامر لا حد له ولا امد المعهود المحدد لورود السعداء دار السلام والطلاح الساعور
وهو معاد الكل وما الهم معرجوهما اسلاما لما اوهموا اهل الاسلام حصول اوله وامله لهم وما هم الا
احاطوه وهو المعهود الاكمل وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ سرا للامور كلها او لهما لكمال ولعهم وعدم سدادهم
وهو حلا دعوه يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهما لكمال طلاحهم او المراد رسول الله وَالملاء الَّذِينَ آمَنُوا اسلموا

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

	গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনারস্থান	সন
*	আল কুরআন			
*	আবুল ফায়েজ ফৈজী	সাওয়াতিউল ইলহাম -	লক্ষ্ণৌ-	১৩০৪ হিঃ
*	আবুল ফায়েজ ফৈজী	মোকাদ্দমা সাওয়াতিউল ইলহাম -		১৩০৪ হিঃ
*	আল্লামা জাবেরী	তাকরিজে সাওয়াতিউল ইলহাম	লক্ষ্ণৌ -	১৩০৪ হি ঃ
*	আঃ আজিজ আমানুল্লাহ -	তাকরিজে সাওয়াতিউল ইলহাম	লক্ষ্ণৌ-	১৩০৪ হিঃ
*	আবুল ফজল আল্লামী	'আইনে -ই-আকবরী'	অনুবাদক এইচ, বালুচম্যান -দিল্লী -	১৯৮৯ইং
*	আবুল ফজল আল্লামী	মাতবায়ে লাওলাকসুর		
*	আ.ফ.ম, ডঃ আবু বকর ছিদ্দিক	দ্বীন ইলাহী ও মুজাদ্দেদী আলফে সানী(রঃ)		
*	ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক,	বিপ্লবী মোজাদ্দেদ -	ঢাকা -	১৯৮৮ ইং
*	আবুল ফজল	মহাভারত		
*	আল্লামা ইবনে জারীর	জামেউল বয়ান		
*	আল কাওছার	মদীনা পাবলিকেশন্স		
*	আতম মুসলেহ্ উদ্দীন -	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস -	ঢাকা -	১৯৮২ইং
*	আল খাজীন -	লুবাবুত ত'ভিল ফিমাআনিয়াত তানজিল -		
*	আল্লামা আলুসী রঃ -	'রুহুলমায়ানী'		
*	আল্লামা হায়দার রাফেয়ী মোয়াম্মায়ী	তাকরিজে সাওয়াতিউল ইলহাম	লক্ষ্ণৌ-	১৩০৪ হিঃ
*	ইশ্বরী প্রশাদ	ভারত বর্ষের ইতিহাস -		
		ইস্কান্দর মুন্সী		
*	ইসলামী বিশ্বকোষ	ইসলামী ফাউন্ডেশন		
*	ইমাম বুখারী (রঃ)	বুখারী শরীফ কিতাব ও তাফসীর		
*	ইমরুল কায়ছ	'আসসাবউল মোয়াল্লাকাত'		
*	একে এম, আব্দুল হাকীম,	ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস -		
*	এইচ, আরগীব	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস		
*	কাজী মোহাম্মদ ছালমান	রাহমাতুল্লীল আলামীন		
*	কাজী নাসের উদ্দীন আল বায়যাবী	'আনোয়ারুত তানযিল'		
*	গোলাম আহম্মদ হারিরী	তারীখে তাফসীর ও মুফাচ্ছেরীন	পাকিস্তান -	১৩০৪হিঃ
*	জালালুদ্দীন সুয়ূতী	তাফসীরে জালালাইন		
*	জুরযী যাইদান	' তারিখে আফাবিল' আরাবিয়া,	মিসর -	১৯৫৭ ইং
*	তাহাবী -	শরহে মাআনী আল আসার -		
*	নূরুদ্দীন নদভী	তারিখে ইসলাম		
*	ফুয়াদ আবদুল বাকী,	আল মুজাম, মুফাহ্রাস লি আলফাবিল কুরআন,	দারুল কুতুব মিসর	

Dhaka University Institutional Repository

*	ফুয়াদ আব্দুল বাকী,	তাকসীলূ আয়াতিল কুরআনিল হাকীম,		বৈরত লেবানন।
*	মুহাম্মদ আল হোসাইনী	তাকরিজে সাওয়াতিউল ইলহাম	লক্ষ্ণৌ -	১৩০৪ হিঃ
*	মোহাম্মদ আলিরাজি -	'হাদীয়ে আলম' -	ইন্ডিয়া/দেওবন্দ-	১৯৮৩ইং
*	মুফতী শফী (রঃ)	' মাবারিফুল কুরআন'		
*	আবদুল কাদির ইবনে মূলুক শাহ্ বাদায়নী,	মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ	কলিকাতা	১৮৬৫ইং
*	মাহমুদুল হাসান,	ভারতবর্ষের ইতিহাস	ভারত বর্ষের ইতিহাস	১৯৮৬ইং
*	মুহাম্মদ আলী রাজী	হাদীয়ে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম		
*	মিছবাহুল লোগাত	আব্দুল হাফেজ বালিয়ারী		
*	যামাকশরী	'আল কাশশাফ'		
*	রুকসাতে আবুল ফজল	দ্বীনে এলাহী ও মোজাদ্দেদে আলফেসানী		
*	শাহ নেওয়াজ খান	তাবাকাতে আকবরী		
*	খাজা ওবায়দুল্লাহ	তাজকিরাতুল মুলক		
*	সায়খ আহম্মদ সিরহিন্দ	' মাক্তুবাতে ইমাম রাব্বানী'	লক্ষ্ণৌ -	১৮৭৭ ইং
*	আবুল কাশেম মুহাম্মদ হারীরী	'মাকামাতে হারিরী'		
*	ডঃ মুহাম্মুত্তাফিজুর রহমান	'কুরআন পরিচিতি' -	ঢাকা -	১৯৯২ইং
*		-'দায়েরারে মায়ারেফ'	পাঞ্জাব	
*	শাওকানী	ফতহুলকাদীর		
*		নাদওয়াতুল মোহাক্কেকীন		
*	আল খাযিন	লুবাবুত তাঊীল ফীমাআয়ারীফাতিততানযীল		
*		আল অসীত		
*	ফিরোজাবাদী	আল কামুছ আল মুহীত		
*		তারিখে হিন্দুস্থান		
*		'আখবারে মোহাব্বত'		
*		And Advanced History of India.		
*	A short- history of Muslim Rule in India -		এলাহাবাদ -১৯৩৯ খৃঃ	
*	Smith -	Akber The great Mughal -		